—প্রকাশ করেছেন—
শ্রীবুলু মজুমদার
৫৫, সখের বাজার লেন
পোঃ ভদ্রকালী, হুগলী।

—গ্রন্থের স্বত্ব—
শ্রীমতী সুমিত্রা গরাইয়ের

—ছেপেছেন—
শ্রীগঙ্গারাম পাল
মহাবিদ্যা প্রেস
১৫৬, তারক প্রামাণিক রোড
কলিকাতা-৬।

-অভিনয়ের স্বত্ব—
নাট্যকারের

—প্রচ্ছদ এঁকেছেন—
শ্রীশম্ভুনাথ রায়
আসনপুর,
পোঃ মধুরপুর, হুগলী।

-প্রথম প্রকাশের সময়—
(৮ই ভাদ্র, ১৩৬৬)

—প্রচ্ছদ ছেপেছেন—
মোহন প্রেস
২, ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৯।

—দাম—
সাড়ে তিন টাকা

যিনি

দেড় বছরের একমাত্র অসহায় শিশুকে নির্মম পৃথিবীতে

একা ফেলে অপার্থিব লোকে চলে গেছেন,

আমার সেই নিষ্ঠুরা জননী

স্বর্গীয়া কমলাবালা গরাই এর

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে…

এ যুগের মধ্যবিত্ত একটি সংসারের চাকুরিজীবী এক নারীর সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার কাহিনী 'কামধেনু'। এ কাহিনী শাশ্বত—শহরের অনেক বাড়িতে এমনি নারীকে আমরা প্রতিনিয়ত দেখি। জীবনের যৌবনের রঙিন স্বপ্ন তাদের জন্য নয়—সংসারের অক্টোপাশই তাদের জীবনে একমাত্র সত্য।

এ নাটক রচনা করি ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধে (আষাঢ়—পৌষ, ১৩৩৩)। 'নবরত্ন' সংস্থার প্রথম নাট্যাবদান-রূপে এটি মঞ্চস্থ করার উদ্যোগ করেন বন্ধুবর শ্রীমলয়পবন মহান্ত ও শ্রীনিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। কর্ণওয়ালিশ বিল্ডিং রিক্রিয়েশন ক্লাবের কর্তৃপক্ষ তাঁদের মহলাগৃহটি নিঃস্বার্থভাবে প্রদান ক'রে নাট্যপ্রস্তুতিতে যথেষ্ট সহায়তা করেন। আজ তাঁদেরও স্মরণ করছি। সেই সঙ্গে বন্ধুবর শ্রীশম্ভুনাথ কর্মকার ও শ্রীতারাশঙ্কর বকসীর গভীর হৃদ্যতাও বিস্মৃত হবার নয়।

শেষে একটি কথা নাট্যসংস্থার কর্ণধারদের জানাই—এ নাটক অভিনয়ের জন্য সাধ্যানুযায়ী নাট্যকারের প্রাপ্য রয়্যালটি দিতে তাঁরা যেন কার্পণ্য না করেন; বিশেষ ক'রে যাঁরা টিকিট বিক্রি ক'রে অভিনয় করবেন তাঁরা তো নয়ই।

জরুরী প্রয়োজনে নাট্যকারের সহিত—৫৪।১০, দেবেন্দ্রচন্দ্র দে রোড, কলিকাতা-১৫, ফোন: ২৪-৬৯৪১ (১০টা-৫টা) অথবা পরিবেশকের ঠিকানায় যোগাযোগ করিতে পারেন।

● 'কামধেনু' সম্বন্ধে ●

উদীয়মান চিত্রাভিনেতা, সফল নট ও নাট্যকার, সার্থক নাট্যনির্দেশক

শ্রীঅজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ

"নবকুমারবাবু আমাকে তাঁর 'কামধেনু' নাটকের পাণ্ডুলিপি পড়তে দিয়ে আশাতীতভাবে সম্মানিত করেছেন।

এক ধরণের নাটক আছে যা উন্মাদ নয় হিংস্র নয়। নবকুমারবাবুর 'কামধেনু' তেমনি একটি নাটক। এটি তাঁর আগামী দিনের আক্রমণকারী ব্যঙ্গকারী উত্তেজনাকারী নাটকের প্রস্তাবনা বিবেচনা করে তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

বনবিহারী—মধ্যবিত্ত শিক্ষক

নিরঞ্জন— বনবিহারীর বড় ছেলে

তারক— " শ্যালক, উকিল

অজয়— " ভাড়াটে যুবক

উদয়— নিরঞ্জনের মাস্‌তুতো ভাই

কেষ্ট— " সঙ্গী

সুকুমার— উদার-হৃদয় যুবক

গৌরবরণ— প্রতিবেশী ধনী ব্যবসায়ী

গগন— ঘটক

বনমালী— পাত্র

মাখন— পাত্রের বন্ধু

ফটিক— পাড়ার ছেলে

পুলিস-সাবইন্সপেক্টর

মুটে

তারকা—বনবিহারীর দজ্জাল স্ত্রী

বীথি— " ভাইঝি

বন্যা— " মেয়ে

।। প্রথম অভিনয়ের শিল্পীসংঘ ও কর্মীসংঘ ।।

প্রযোজনা : নবরত্ন　　　　মঞ্চ : বিশ্বরূপা

—নাটক ও গীতরচনা—
শ্রীনবকুমার গরাই

—নির্দেশনা—
শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়

—রূপসজ্জা—
বি, ব্রাদার্স এণ্ড কোং

—স্মারক—
শ্রীনিমাই লাহিড়ী

—আলোকসম্পাত—
শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ (অতিথি)

—কর্মাধ্যক্ষ—
শ্রীঅনিল সাহা ও দীনমহম্মদ খাঁ

—সুর-সংযোজনা ও আবহসঙ্গীত—
শ্রীবারীন চট্টোপাধ্যায় ও সম্প্রদায়

—রূপায়ণে—

বনবিহারী : অমর গোস্বামী
নিরঞ্জন : নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
তারক : শম্ভু কর্মকার
অজয় : চিত্ত ঘোষ
উদয় : শরদিন্দু সাহা
কেষ্ট : ডি, এম, খাঁ
গগন : অনিল সাহা
বনমালী : সুশীল সাহা
মাখন : তমাল পাল
ফটিক : সুবোধ দাস

সুকুমার : মলয় মহান্ত
গৌরবরণ : তারাশঙ্কর বকসী
মুটে : লক্ষ্মণ ঘোষ
পুঃ সাঃ ইঃ : বাচ্চু সাহা

তারকা : দীপালি ঘোষ
বীথি : যুথিকা ভট্টাচার্য
বন্যা : স্বপ্না চক্রবর্তী

কামধেনু

১

॥ সঞ্চার ॥

[কলিকাতার কাঁকুরগাছি অঞ্চল; একটি পুরানো বাড়ির বাইরের ঘর। ঘরের ডানদিকের দরজাটি বাইরের, বাঁদিকেরটি ভেতরের। পিছনের দেওয়ালের বড় জানালা দিয়ে অল্প দূরের রেললাইন এবং তারও ওপাশের গগনচুম্বী অট্টালিকাসমূহ দেখা যায়। জানালার পাশেই বীথির ঘরের দরজা।

ঘরটিতে একটি তক্তাপোশ, তাতে সতরঞ্চি, চাদর ও একটি বালিশ; বাইরের দরজার কাছে খানতিনেক বেতের চেয়ার ও একটি টিপয়; দেওয়ালে একটি আরশি টাঙানো।

বর্তমানের সমস্যাজর্জর কাল···এক শনিবারের **সন্ধ্যা**। বীথি অফিস থেকে ফিরে বাইরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, তার ঘরের ভেতর থেকে তারকার উত্তপ্ত কণ্ঠ ভেসে আসে আর সুটকেশ-শাড়ি-ব্লাউজ-ভ্যানিটি ব্যাগ ইত্যাদি জিনিসপত্র এঘরের মেঝেয় ছড়িয়ে পড়ে।]

তারক ॥ বেরিয়ে যা— বেরিয়ে যা মুখপুড়ি মেয়ে—বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে! (প্রবেশ) পই-পই ক'রে আপিস বেরুবার সময় ব'লে দিনু—মা, আজ শনিবার, দেড়টায় তো ছুটি, সকাল ক'রে ফিরো,

আমি দুপুরে বাইসকোপে যাব। না, মা আমার মুখে লাথি মেরে সন্ধ্যের সময় ঘরে এল নিজে বাইসকোপ দেখে।

বীথি ॥ কে বলেছে একথা বড়মা ?

তারকা ॥ বলবে আবার কে! সন্ধ্যে ছ'টায় বাড়ি ফিরলি—আমার কি বুঝতে বাকী আছে কোথায় গেসলি আর কার সঙ্গে গেসলি!

বীথি ॥ কার সঙ্গে গিয়েছি ?

তারকা ॥ ন্যাকা! কার সঙ্গে গিয়েছি! ঐ সুকুমার—বেজাতের ছেলে—তোমার প্রাণের মাস্টারমশাই গো—

বীথি ॥ তাঁর সম্বন্ধে একটু সংযতভাবে কথা বলো বড়মা!

তারকা ॥ গায়ে লাগছে বুঝি! লাগবেই তো—দুজনে ঘর-বাঁধার স্বপন দেখছ যে! যা—যা, দূর হ আমার বাড়ি থেকে—দূর হ—

[জিনিসপত্র আবার ফেলতে থাকেন। বন্যা ছুটে আসে।]

বন্যা ॥ আঃ···কি হচ্ছে মা, কি হচ্ছে! তিন-সন্ধ্যেবেলায় এসব কি! দিদি, যা ঘরে যা—

তারকা ॥ না, ওর সব জিনিসপত্তর নিয়ে এখুনি বেরিয়ে যাবে—নইলে ঝ্যাঁটা মেরে বিদেয় ক'রে দোব!

বন্যা ॥ আঃ, থামো তো মা! চেঁচিয়ে পাড়ার লোক জড়ো ক'রে আর ঘরের কেলেঙ্কারী শোনাতে হবে না! এস, ঠাকুর প্রণাম করবে এস—

[মাকে নিয়ে যায়। বীথি বসে। প্রবেশ করে সুকুমার—হাতে পোর্টফোলিও আর কাগজের তিনটি প্যাকেট।]

সুকুমার ॥ বীথি···

বীথি ॥ কে, কুমার! তুমি এসেছ··· [উঠল]

স্কুমার ॥ হ্যাঁ—অনেকক্ষণ। কিন্তু তোমার জ্যাঠাইমা যে তাণ্ডবলীলা করছিলেন···বাব্বাঃ। এই সব ছড়ানো জিনিসপত্র তারই ফলশ্রুতি···কি বলো! [বসল]

বীথি ॥ তুমি এর ওপর আর পরিহাস ক'রো না কুমার!

স্কুমার ॥ নিজের জীবন নিয়ে তুমিই কি কম পরিহাস করছ বীথি!

বীথি ॥ ওকথা ব'লে আমাকে দুর্বল ক'রে দিও না!

স্কুমার ॥ চাকুরে মেয়ে যে এত দুর্বল হয় তা ভাবিনি।

বীথি ॥ বুঝবে না···তোমরা কেউ বুঝবে না আমার দুর্বলতা কোথায়···তাই শুধু বার বার আমাকেই দোষ দেবে।

স্কুমার ॥ (দাঁড়াল) হ্যাঁ, শুধু তোমাকেই দোষ দেব! তুমি সত্যই দুর্বল—নইলে আজকের এই ঘটনার পরেও এ বাড়িতে তুমি দাঁড়িয়ে থাকো!

বীথি ॥ আমাকে থাকতেই হবে, এখানে আমার যে অনেক কর্তব্য!

স্কুমার ॥ কেন—তোমার বাবার মৃত্যুর পর তোমাকে আর তোমার মাকে এঁরা সংসারে আশ্রয় দিয়েছেন বলে?

বীথি ॥ কুমার!

স্কুমার ॥ তোমার মায়ের মৃত্যুর পর এঁরা তোমার অভিভাবক, তাই কি—?

বীথি ॥ শুধু তাই নয়। জ্যাঠামণির কাছে এসে বাবার অভাব কোনদিন বোধ করিনি। সংসারকে বাঁচাতে গিয়ে আজও এতখানি বয়সে উনি স্কুলে পড়াতে যান, ছুটির পর ছাত্র পড়িয়ে একেবারে রাত্রে বাড়ি ফেরেন। জানো কুমার, আমি ছাড়া কেউ তাঁর যত্ন করে না। তাঁর দু'টো নাবালক ছেলেমেয়েকে মানুষ করার দায়িত্বও—

স্কুমার ॥ তোমার?

বীথি ॥ ঠিক তাই।

সুকুমার ॥ একমাত্র তোমার দায়িত্বই এখানে সব? নেই তোমার জ্যাঠামশায়ের বড় ছেলের কোনো দায়িত্ব?

বীথি ॥ থাকা তো উচিত—কিন্তু—

সুকুমার ॥ কিন্তু তিনি অমানুষ—এই তোমার অপরাধ, আর এই অপরাধেরই দাম দিচ্ছ তুমি দিনের পর দিন!

বীথি ॥ না, না কুমার—দাদার বুদ্ধি কম, সঙ্গদোষে আজ অমানুষ—তাকে ভুল বুঝো না। আমার বিশ্বাস, যদি দাদার বিয়ে দিতে পারি তাহলে তার মন সংসারে বাঁধা পড়বে—তখন সে কুসঙ্গ ছেড়ে আবার মানুষ হবে।…দাও না একটা মেয়ে দেখে?

সুকুমার ॥ জেনে শুনে একটা নিরীহ মেয়ের সর্বনাশ করব!

বীথি ॥ কি যে বলো!…এ ছাড়া আমি যে মুক্তি পাচ্ছি না!

সুকুমার ॥ কোনো দিনই পাবে না!

বীথি ॥ আমার ওপর কি তোমার বিশ্বাস নেই?

সুকুমার ॥ ছিল এতদিন, কিন্তু এবার আমি হতাশ হয়েছি। তুমি ফ্রয়েডের সেই নারীচরিত্র—যারা বিয়ে করতে ভয় পায়, অনবরত একটার পর একটা অছিলায় বিয়েটাকে পেছিয়ে দেয়—এইভাবে আজীবন কুমারী থাকে!

বীথি ॥ আমাকে এতদূর স্টাডি করেছ?

সুকুমার ॥ করেছি—কারণ তুমিই আমাদের বিয়ের দিনটা আজ পাঁচ বছর ধরে অনবরত পেছিয়ে নিয়ে যাচ্ছ!

বীথি ॥ সত্যি, অনেক কষ্ট দিচ্ছি তোমাকে!

সুকুমার ॥ দিচ্ছই তো! কলেজ-লাইফে তোমাকে পড়াতুম—একদিন তোমাকে চাইলুম—তুমি বললে—

বীথি ॥ (মুচকি হেসে) একটা ভাল চাকরি পান তারপর তো বিয়ে!

সুকুমার ॥ ভাল চাকরি পেলুম—আবার চাইলুম—বললে—

বীথি ॥ (সকৌতুক ভঙ্গিতে) আমারও একটা চাকরি পাওয়া দরকার।

সুকুমার ॥ বড়সাহেবকে ধরে আমার অফিসে তোমারও একটা চাকরি ক'রে দিলুম।

বীথি ॥ আমার জন্য তোমার সে চেষ্টা কোনদিন ভুলব না কুমার।

সুকুমার ॥ এইবার তুমি তোমার সংসার দেখাচ্ছ, কর্তব্য দেখাচ্ছ! আশ্চর্য… তোমার জাঠতুতো দাদার বিয়ে দেওয়াও তোমার কর্তব্য! ইতিহাসে একটা নজীর সৃষ্টি করলে বীথি!

বীথি ॥ জানি তুমি এই কথাই বলবে!

সুকুমার ॥ এ ছাড়া অন্য কিছু বলার যে নেই। আচ্ছা বীথি, একটা কথার উত্তর দেবে? এই সংসারের কথা তো অনেক চিন্তা করো, কিন্তু সংসার তোমার জন্য কতখানি ভাবে?…জানি তোমার মত মেয়েরা একথার উত্তর দিতে পারে না, আর পারে না বলেই তারা মুখ বুজে সব সহ্য ক'রে নির্মম সংসারেই পড়ে থাকে।

বীথি ॥ তোমার ব্যথা আমি টের পাই কুমার…কিন্তু আমি নিরুপায়। তোমাকে আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে।

সুকুমার ॥ নতুন কথা কি আর শোনালে!

বীথি ॥ এক কাজ করো না কুমার—

সুকুমার ॥ কি?

বীথি ॥ একটা খুব সুন্দর দেখে মেয়ে বিয়ে করো। বলো তো আমিই চেষ্টা করি…আমাদের অফিসের টাইপিস্ট তনুশ্রী, মলি, ঝুমঝুম, বীণাদি…

সুকুমার ॥ বীথি! তুমি কি আমাকে পরীক্ষা করছ?

বীথি ॥ না।

সুকুমার ॥ তবে এ সব বাজে কথা কেন বলছ!

বীথি ॥ বাজে কথা কি! কাজের কথা…শুভকাজের কথা বলছি…

সুকুমার ॥ এই শুভকাজের দায়িত্ব কি পাঁচ বছর ধরে তোমাকে দিলুম!

বীথি ॥ বা রে, বন্ধুর একটা উপকার করার ইচ্ছাও কি আমার থাকতে নেই!

সুকুমার ॥ কিন্তু এইভাবে উপকার···তবে কি···তবে কি তুমি···

বীথি ॥ কি···আমি কি···?

সুকুমার ॥ অন্য কাউকে···

বীথি ॥ হ্যাঁ!

সুকুমার ॥ ও, একথা আগে বললেই পারতে!

বীথি ॥ বললে কি করতে? একটা টুকটুকে বউ আনতে এতদিনে—এই তো? তা বেশ, এবারই না হয় আনো।

সুকুমার ॥ বীথি!

বীথি ॥ বেশ হবে তাহলে! মাঝে মাঝে তোমার ওখানে বেড়িয়ে আসব, বৌদির হাতের চা-জলখাবার খেয়ে আসব, আর তোমাদের সুখের সংসারটা দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলব।

সুকুমার ॥ কিন্তু তোমার সেই কল্পনার বৌদি কি তোমাকে সহ্য করতে পারবে? ঈর্ষায় তার সর্বাঙ্গ জলে-পুড়ে যাবে যে!

বীথি ॥ উঁহুঁ, তা হবে না। আমি খুব ভাব ক'রে নেব, দেখো।

সুকুমার ॥ রাখো ওসব কথা, এখন তোমার নিজের কথা বলো।

বীথি ॥ শুনবে তবে আমার সেই ভাবী ইয়ের কথা?

সুকুমার ॥ শুনব।

বীথি ॥ হিংসা হবে না?

সুকুমার ॥ তোমার ভাল আমি চাই বীথি, আমি চাই খুব শীগ্রি তুমি এই সংসার-অক্টোপাসের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল। যদি অন্য কাউকে পেয়ে তুমি সুখি হও, আমি খুশি হয়ে তোমার পথ থেকে সরে দাঁড়াব।

বীথি ॥ বাব্বাঃ…এতখানি মহান প্রেম! এতখানি আত্মত্যাগ! তবে শোনো ত্যাগীপুরুষ, আমার স্বপ্নে দেখা রাজকুমার আমার একটা কথা শোনবার জন্য মুখের পানে চেয়ে হাঁ-ক'রে দাঁড়িয়ে আছে… বুঝেছ দুষ্টু!

সুকুমার ॥ ও, এতক্ষণ তাহলে ভণিতা হচ্ছিল!

বীথি ॥ (হাসে) যাক, কি শাড়ি কিনেছ দেখি—

সুকুমার ॥ (প্যাকেট দিল) কেমন দেখছ?

বীথি ॥ তোমার পছন্দ আছে! শাড়ি কেনায় এমন অভ্যস্ত হলে কি ক'রে? অনেক কিনেছ বুঝি!

সুকুমার ॥ (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়) এই নাও তোমার দাদার চাদর—আর এই তোমার বিল আর টাকার ব্যালান্স—

বীথি ॥ ব্যালান্সটা এখনই ফেরৎ না দিলে বুঝি ঘুম হচ্ছিল না!

সুকুমার ॥ ঋণী হয়ে কেন থাকি!

বীথি ॥ ক্ষতি কি, জন্ম-জন্মান্তরে আমার কাছে এসে এসে শোধ করবে।

সুকুমার ॥ ফিলজফি আওড়াচ্ছ দেখছি! তবে কি এ জন্মে আমার কাছে আসার ইচ্ছে নেই?

বীথি ॥ উঁহুঁ, যতদিন না আমার বাধ্য হও ততদিন তা নেই।

সুকুমার ॥ কি অবাধ্যতা আমার দেখেছ?

বীথি ॥ এই তো দেড়টায় ছুটির সময় তোমাকে ব'লে দিলুম পাঁচটা পর্যন্ত অফিসে আমার কাজ, কেনাকাটা করে শীঘ্রি সব দিয়ে যেও। আমি সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত গেটে তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রে শেষে বাড়ি ফিরে এলুম…

সুকুমার ॥ বা রে, পছন্দ হয়নি ব'লে সাত-আটটা দোকান ঘুরে ডজনকতক শাড়ি ঘেঁটে এটা বের করেছি, তারপর চাদর কিনেছি—

বীথি ॥ বেশ করেছ! এইবার লক্ষ্মী ছেলেটির মতো বাড়ি ফিরে যাও দিকি।

সুকুমার ॥ ফিরেও কি স্বস্তি পাব?

বীথি ॥ কেন?

সুকুমার ॥ মায়ের মৃত্যুর পর বাড়িতে আমি একা। তাই বাড়ির নির্জনতা আমাকে ব্যথা দেয়·· শুধু তোমার চিন্তা অহরহ উত্যক্ত করে! নির্জন বনবীথির মধ্যে অসহায় পথিক পথ হারিয়ে হাহাকার করছে···এস বীথি, এস আমার ছন্নছাড়া জীবনে—

[বন্যা আসে]

বন্যা ॥ ও, সুকুমারদা! সরি···

সুকুমার ॥ আরে এস-এস—বন্যা—

বন্যা ॥ না থাক, ডিসটার্ব করব না।

সুকুমার ॥ তা কি হয় ভদ্রে—যৌবনের বন্যা এসেই কি চলে যাবে!

বীথি ॥ ওটাকে আবার পাকাচ্ছ কেন!

সুকুমার ॥ চুপ!···কই, এস তন্বী শ্যামা শিখরী দশনা—

বন্যা ॥ আপনি না বড্ড জ্বালান!···প্যাকেটে কি এনেছেন?

সুকুমার ॥ শাড়ি।

বন্যা ॥ দিদির বুঝি! [খুলল]

সুকুমার ॥ হ্যাঁ—

বন্যা ॥ বাঃ···নাইস! নাইস! আপনার বৌ এলে আপনাকেই চয়েস ক'রে কিনতে দেবে!

সুকুমার ॥ তাই বুঝি!

বন্যা ॥ সুকুমারদা, আমাকে একটা এর চেয়েও ভাল শাড়ি কিনে দেবেন? অবশ্য আমি টাকা দেব—

সুকুমার ॥ তুমি টাকা কোথায় পাবে—তার চেয়ে তোমার দিদিকে বলো না কিনে দেবে।

বন্যা ॥ হুঁ, ওর দেওয়া শাড়ি আমাকে যেন পরতে না হয়! [চলে যায়]

বীথি ॥ দেখলে! এত ক'রেও এদের মন পাই না কুমার—এই আমার দুঃখ!

সুকুমার ॥ দুঃখই তো তোমার প্রাপ্য—তুমি তো নিজেকে চরম দুঃখিনী বলো!

বীথি ॥ সত্যিই তাই। আমার মতো চরম দুঃখিনী যেন আমার পরম শত্রুও না হয়!

সুকুমার ॥ হুঁ, সেই ত্রেতাযুগে এক জনম দুঃখিনী এসেছিলেন, তারপর মাঝে এক যুগ কেটে গেছে, শেষে কলিযুগে এসেছ তুমি!

বীথি ॥ ঠাট্টা হচ্ছে, না! শীগ্রি বাড়ি যাও—। তোমার হাতে আর একটা প্যাকেট দেখছি—ওটা আবার কোন কুমারীর শাড়ি? দেখি—

সুকুমার ॥ দেখতে হবে না, এটা শাড়ি নয়—একটা চাদর। পাড়ার এক গরীব বুড়ো ভদ্রলোককে দেব।

বীথি ॥ গত বর্ষায় ওঁকেই বুঝি একশো টাকা দান করা হয়েছিল?

সুকুমার ॥ না, সে এক গরীব মহিলাকে। বাড়ির ছাদ থেকে জল পড়ত, ছেলেমেয়ে নিয়ে কষ্ট পেত।

বীথি ॥ বাড়ির ভাড়াটেদেরও সস্তায় থাকতে দিয়ে খুব তো দয়া করো শুনতে পাই!…এত উদার-হৃদয় হলে সংসার করবে কি ক'রে?

সুকুমার ॥ সংসার হলে তখন চিন্তা করব!

বীথি ॥ বাঃ, বেশ যুক্তি! যাও বাড়ি ফিরে বিশ্রাম করোগে—

সুকুমার ॥ যথা আজ্ঞা দেবি! [দুজনে হাসে] কাল রবিবার—দেখা হবার তো আশা নেই?

বীথি ॥ তুমি তো জানো ছুটির দিনে বাইরে বেরোবার স্বাধীনতাটুকুও আমার নেই—অথচ আমি চাকুরে মেয়ে !

সুকুমার ॥ বেশ, তাহলে কালকের সারাদিনের অদর্শনের ব্যথা সোমবারে অফিসে গিয়েই শান্ত হবে। চলি কেমন ?

[সুকুমার হাত বাড়ালে বীথি তার হাতে হাত রাখে—সুকুমার চলে যায় ; বীথি কিছুক্ষণ স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থেকে দরজা ভেজিয়ে ছড়ানো জিনিসপত্র তুলে ঘরে রাখে ; শেষে সুকুমারের ফোলিওটা দেখতে পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়, সেটাও ঘরে রেখে আসে। তারপর শাড়িটা খুলে দেখতে থাকে, তারকা প্রবেশ করেন।]

তারকা ॥ বীথি—হ্যাঁরে বীথি, একি শুনছি ! সুকুমার মাস্টার আবার নাকি এ বাড়িতে এসেছিল ? ঐ শাড়িটা বুঝি দিয়ে গেছে ? খবরদার ও শাড়ি তুই ঘরে ঢোকাবি না ! তোকে না পইপই করে মানা করেছি ও ছোঁড়ার সঙ্গে মিশবি না ! সেদিন তাহলে মিছে কথা বললি—যে, না বড়মা, আর কথা বলিনা। তারপর থেকে তোমাকে টিফিন-কৌটোয় খাবার ভরে দিচ্ছি ; এবার উনুনের ছাই ভরে দোব—খেয়ো'খন !

বীথি ॥ বড়মা—

তারকা ॥ বল, বল হতচ্ছাড়ি, ও কেন আসে ?

বীথি ॥ দরকার হলেই আসবেন।

তারকা ॥ কিসের দরকার রে ? যখন পড়াত পড়াত, এখন সম্পর্ক কি ?

বীথি ॥ কি ক'রে ভুলে গেলে যে আমার চাকরিটা উনিই ক'রে দিয়েছেন !

তারকা ॥ তো মাথাটা আমার কিনে নিয়েছেন !

বীথি ॥ তোমার মাথা না কিনলেও…

[বন্যা আসে]

বন্যা ॥ আঃ দিদি, মায়ের মুখের ওপর জবাব দিচ্ছিস!

বীথি ॥ চুপ কর—রাক্ষুসি গিয়ে অমনি লাগিয়েছে!

তারকা ॥ লাগিয়েছে তো কি হয়েছে! তুই অন্যায় করবি আর সেটা সবাই হজম করবে!

বীথি ॥ অন্যায় আমি করিনি—করছ তোমরা। ভেবেছ টের পাই না? সব টের পাই—কিন্তু সহ্য করি। জানি যিনি দিনরাত করছেন তিনি সহ্য করবেন না।

বন্যা ॥ দেখছ মা, দেখছ—হিংসুটি তোমাকে ভগবান দেখাচ্ছে!

বীথি ॥ বন্যা! এক চড়ে তোর মুখ আমি ভেঙে দেব!

তারকা ॥ কি—আমার মেয়েকে চড় মারবি! তোর বড্ড বাড় বেড়েছে দেখছি!

বন্যা ॥ আয় না, আয়—মারবি তো আয়। পারবি আমার সঙ্গে? এক ঘুঁসিতে ঠাণ্ডা ক'রে মাথার চুল ছিঁড়ে একাকার ক'রে দেব!

তারকা ॥ তোমার মত অবাধ্য মেয়েকে আর আমাদের বাড়িতে রাখা যায় না। তোমার যেখানে খুসি চলে যাও।

বীথি ॥ বেশ, চলেই যাব।

বন্যা ॥ যাব যাব তো কতবার বলেছিস—যেতে তো পারিস নি! যা পারবি না, তা আর বলিস না!

বীথি ॥ পারি না...পারি না শুধু তোদেরই মুখ চেয়ে!

তারকা ॥ ও—কি আমার মুখ চাইয়ে রে!

বন্যা ॥ সেই মুখ আবার চড় মেরে ভেঙে দিতে চায় মা!

তারকা ॥ তুই যা—কোচিনে যাবিনা? তৈরি হয়ে নে— [বন্যা যায়] আজ আসুক তোমার জ্যাঠা—বলব সব—দেখি কি বিচার করে!

[কাশি শোনা গেল, বনবিহারীবাবু এলেন, বীথি তাঁকে সাহায্য করে।]

এই যে এসেছ! তোমার বিদ্যেধরী—গুণধরী ভাইঝির গুণের কথা শুনেছ?

বনবিহারী ॥ কি ক'রে শুনব বলো—কানদুটো তো আর বাড়িতে রেখে যাইনি!

তারকা ॥ ছাখো—এই ট্যারা ট্যারা কথা বললে আমার গা জ্বলে যায়!

বনবিহারী ॥ বীথি, বড় তেষ্টা মা—একটু জল—

বীথি ॥ আনছি জ্যাঠামণি—

[এমন সময় বন্যা ছোট রেকাবে একটু চিনি আর একগ্লাস জল নিয়ে এল, বীথি তা নেবার জন্য হাত বাড়ায়—]

বন্যা ॥ সর—আমি দিতে জানি। বাবার সাড়া পেয়েই বুঝেছি এখুনি খাবার জল চাই।…একটু চিনি তুলে নাও বাবা, শুধু জল খাবে?

[বনবিহারীবাবু চিনি খেয়ে জল খান]

তারকা ॥ আ-হা, নিজের মেয়ে নইলে বাপের কদর বুঝবে কে! আর একজন ভাবে সেই বুঝি খালি যত্ন-আত্তি করতে পারে!

[বীথি চলে যাবার উদ্যোগ করে]

যাচ্ছ কোথা. দাঁড়াও!

[বন্যাও শূন্য গ্লাস নিয়ে চলে যাচ্ছিল]

তুইও দাঁড়া বন্যা, তোর বাপকে বলে যা বীথি তোকে কি বলেছে আর কি করেছে!

বন্যা ॥ কুকুরে কামড়েছে বলে আমিও কি উল্টে কুকুরকে কামড়াব মা!

[চলে যায়]

বনবিহারী ॥ বীথু, কি হয়েছে মা? বন্যা ও কথা কেন ব'লে গেল?

বীথি ॥ ওদেরই জিজ্ঞেস করো জ্যাঠামণি—ওরাই ভাল বলবে। [ঘরে যায়]

তারকা ॥ হ্যাঁ, বলবই তো। আমাদের সংসারে থেকে তুমি যা ইচ্ছে করবে আর তাই আমাদের সইতে হবে—অঃ!

বনবিহারী ॥ আঃ, কি হয়েছে?

তারকা ॥ কি হয়নি তাই জিজ্ঞেস করো! তোমার ঐ ভাইঝি—আজ আমার বন্যাকে ঠাস ঠাস করে চড় মেরেছে—দুটো গাল বাছার আমার নাল হয়ে গেছে!

বনবিহারী ॥ কেন, কেন? কি করেছিল বন্যা?

তারকা ॥ তার অপরাধ—তোমার ভাইঝির ব্যাপার-স্যাপার চোখে যা দেখেছে তাই গিয়ে আমাকে বলেছে।

বনবিহারী ॥ কি দেখেছে?

তারকা ॥ সে এক বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড! সেই সুকুমার মাস্টার এসেছিল, দু'জনে এখানে ব'সে হাত ধ'রে···আমার নজ্জা করে, ও পোড়ামুখির নজ্জাও নেই!

বনবিহারী ॥ কি বলছ গো! বীথু···

তারকা ॥ হ্যাঁ গো, তোমার বীথু—বন্যাই তো সব দেখেছে! তারপর যাবার সময় ছোঁড়া একটা দামী শাড়ি দিয়ে গেছে। দামী শাড়ি না হ'লে কি ছেলেদের নিয়ে ঘুরে বেড়ানো যায়! ট্যামে-বাসে মান থাকে না—আপিসে ইজ্জত নষ্ট! আমরা তো আর কিনে দিতে পারি না, ধার-দেনায় আমাদের মাথা বিকিয়ে আছে—

বনবিহারী ॥ বীথু! বীথু! বেরিয়ে আয়—শীঘ্রি বেরিয়ে আয় ঘর থেকে—

[বীথি বেরোয়]

কি সব শুনছি?

বীথি ॥ শুনেছ তো—আবার জিজ্ঞেস করছ কেন?

বনবিহারী ॥ বিশ্বাস করতে পারছি না বলে!

তারকা ॥ এঁ্যা, কি বলো গো ! আমার কথা বিশ্বেস হয় না ! তিরিশ বছর একসঙ্গে ঘর করছি—আজ তোমার সোহাগী ভাইঝির জন্যে অবিশ্বাসী হলুম !

বনবিহারী ॥ চুপ করো, চুপ করো !

তারকা ॥ ওগো মাগো—তুমি আজ কোথায় গো—একবার নেমে এসে দেখে যাও গো—কার হাতে তুলে দিয়ে গেছ গো !

বনবিহারী ॥ আঃ, চুপ করবে কিনা !···কি হয়েছে বীথু—আমি তোকে বিশ্বাস করি মা—সত্যি কথা বল ।

তারকা ॥ নিজের ঢলাঢলির কথা কেউ কি নিজের মুখে বলে ! যার বাপ-জ্যাঠা সারাজীবন সস্তা ধুতি পরল—সে চায় দামী শাড়ি ! গলায় দড়ি, মুখে আগুন !

বনবিহারী ॥ বীথু—

বীথি ॥ এ শাড়ি আমায় কেউ দেয়নি জ্যাঠামণি, আমি···আমি কিনেছি ।

তারকা ॥ মিছে কথা ! মিছে কথা ! কিনেছে ! ট্যাকা কোথায় পাবে যে কিনবে ! দিই তো রোজ একটা ক'রে ট্যাকা হাতে গুঁজে—তাতেই ওর বাস ভাড়া, হাত খরচা—ও শাড়ি কিনেছে ! মারব মুখে ঝাঁ্যাটার বাড়ি !

বীথি ॥ শাড়িখানা আমিই কিনতে দিয়েছিলুম, আর সেটা দেবার জন্যই সুকুমারবাবু এখানে এসেছিলেন !

তারকা ॥ ওরে, তারকাসুন্দরীর চোখে ধূলো দেওয়া অত সোজা নয় ! পাড়ার লোকের কাছে শুনে-শুনে আমার কান ঝালা-পালা ! সবাই বলে, আপিস ছুটি পাঁচটায়—মেয়ে বাড়ি ফেরে রাত আটটায় !

বীথি ॥ পাড়ার লোকের দোহাই দিও না, এ তোমার নিজের কথা !

তারকা ॥ তাই যদি হয় তো হয়েছে কি ! এটা কি মিছে কথা !···ওগো শুনছ—ঘরে ফিরলে কাজ করতে হবে যে ! তাই তোমার

ভাইঝি সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি এল ঐ সুকুমারের সঙ্গে বাইসকোপ দেখে ঘুরে বেড়িয়ে—

বীথি ॥ আবার তুমি ও-কথা বলছ !

তারকা ॥ দুটিতে একসঙ্গে এসেছে, কিন্তু একসঙ্গে বাড়ি ঢোকেনি—তাহলে যে জানতে পারব ! ইনি এলেন আগে, তিনি ঢুকলেন পরে। আর বলা হচ্ছে শাড়ি দিতে এসেছিলেন !

বনবিহারী ॥ বীথু, কিছু লুকোসনি মা, যা সত্যি তাই বল। যদি তোর অন্যায় হয়ে থাকে তার ক্ষমা পাবি।

তারকা ॥ ক্ষমা কি গো !

বীথি ॥ না জ্যাঠামণি, অন্যায় কিছু করিনি। এ শাড়ি আমারই রোজগার করা টাকায় কেনা।

তারকা ॥ ফের মিছে কথা হারামজাদি !

বীথি ॥ আশ্চর্য ! চিরদিন আমি তোমাদের হাত তোলা হয়েই থাকব—নিজের পছন্দমত একটা শাড়িও কিনতে পারব না ! মাসের পুরো মাইনেটা সংসারে তুলে না দিয়ে উপায় নেই—তাই—তাই অফিস ছুটির পর প্রায়ই ওভারটাইম নিই। ওভারটাইমের টাকা জমিয়ে এই শাড়ি কিনেছি—এটা কারও দয়ার বা ভালবাসার দান নয় !

[শাড়ি নিয়ে ঘরে ঢোকে]

বনবিহারী ॥ শুনলে···শুনলে ! আমি জানতুম বীথু আমার অন্যায় করতে পারে না !

তারকা ॥ তুমি থামো ! বুড়ো বয়সে ভীমরতি ! ও-ও বলে গেল আর তুমিও বিশ্বাস করলে !

বনবিহারী ॥ না-না, মা আমার আদর্শ মেয়ে—তাকে আমার মনের মতো ক'রে তৈরি করেছি—সে কখনো মিথ্যে বলতে পারে না।

তারকা ॥ উঃ, খুব সোহাগ! এই সোহাগ যদি নিজের ছেলেমেয়েদের ওপর থাকত!

বনবিহারী ॥ কেমন ক'রে থাকবে! ওরা যে মানুষ হল না, অথচ ওদের জন্য আমি একটা পয়সাও রাখতে পারিনি, শেষে পৈতৃক বাড়িখানাও কট্‌-কোবালা ক'রে রাখতে হল!

তারকা ॥ শুধু নিজের ছেলেমেয়েদেরই দুষছ কেন! তোমার ভায়ের সংসারের জন্যেও কি কম খরচ করতে হয়েছে!

বনবিহারী ॥ বীথি কি সে দায়িত্ব নেয়নি? এতদিন ধরে সে পুরো মাইনেটা সংসারে তুলে দিচ্ছে। এর পরেও ওর ওপর আমাদের কোনো দাবি থাকা উচিত নয়। আর আমার বড় ছেলে—সে সংসারের জন্য কতটুকু করেছে?

তারকা ॥ আমার নিরঞ্জন এখনো নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেনি—

বনবিহারী ॥ পারবে না, কোনোদিন পারবে না! দিনরাত কেবল গুণ্ডামি, মারামারি, থানা-পুলিস আর ছোট লোকদের সঙ্গে আড্ডা! জিজ্ঞেস করলে বলে রাজনীতি করছি। ছাই করছে! ওদের শিখণ্ডির মত সামনে রেখে নেতারা নিজেদের প্রতিষ্ঠা কায়েম করছে—হতভাগা তা কি বোঝে! ওকে আমার ছেলে বলে পরিচয় দিতে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যায়!

তারকা ॥ আর তোমার ভাইঝির পরিচয় দিতে বুকটা বুঝি গরবে ফুলে ওঠে!

বনবিহারী ॥ নিশ্চয়ই! বীথু-মা লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়েছে, আমার মুখ রেখেছে।

তারকা ॥ দাঁড়াও না, তোমার ঐ মুখ যদি না পুড়িয়ে ছাড়ে তো তারকা-সুন্দরীর নামে কুকুর পুষো!

বনবিহারী ॥ তোমার মিথ্যে ভয়! ওকে আমি বেশ চিনি—

তারকা ॥ ছাই চেনো! শুনলে তো ওপরটাইমের টাকা জমাচ্ছে! এ বিয়ে করার ইচ্ছে—নইলে ও টাকা ঠিক আমার হাতে আসত!

[বীথি একগোছা নোট নিয়ে এল]

বীথি ॥ এই যে এনেছি টাকা—নাও—সব নাও— [ছুঁড়ে ফেলে দিল]

তারকা ॥ আহা-হা, মা-লক্ষ্মীর ধন এমন ক'রে ফেলে দিতে হয় বাছা!

[টাকা কুড়োতে থাকেন]

বনবিহারী ॥ না, না, না—মা-লক্ষ্মীর ধন দু'হাত ভরে কুড়িয়ে নিতে হয়—ঠিক অমনি ক'রে! তুলে নাও বড়বৌ, তুলে নাও—ওগুলো তোমার আখেরে কাজ দেবে! [বেরিয়ে যান]

তারকা ॥ (টাকা আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে) তোর জ্যাঠার কথাগুলো আজকাল এইরকমই হয়েছে। সাধে কি ওর সঙ্গে আমার বনছে না! আমাদের মা মেয়েতে কথা—তার ভেতরে ওর নাক গলানো কেন রে বাপু!···চল মা, চল, খাবি চল। ক্ষিদেয় তোর চোখমুখ একেবারে কালীবর্ণ! চল না—

বীথি ॥ না, আমি যাব না।

তারকা ॥ না কেন? চল—ময়দা মাখাই আছে, গরমগরম দুখানা পরোটা ভেজে দিই গে। ঐ সুকুমারের সঙ্গে মিশোনা মা, ও ছোট জাত, তাছাড়া ছেলে ভাল নয়, ওর কু-মতলব···

বীথি ॥ তোমার হাতে এখন কাজ নেই—না বড়মা?

তারকা ॥ আছে বইকি মা, আছে—তুই আগে খাবি চল। আহা, খেটে খেটে তোর কি হাল হয়েছে! তোর বিয়ে কি আমরা দোব না মা—দোব, নিশ্চয় দোব! সংসারের ওপর তুই যেমন কত্তব্য দেখিয়েছিস—তেমনি তোর ওপর আমাদেরও তো কত্তব্য আছে।

বীথি ॥ না—তোমরা আমার ওপর অনেক কর্তব্য করেছ; এবার আমায় কিছু করতে দাও।

তারকা ॥ না মা, তোর ঘাড়ে বেশি বোঝা চাপাব না। তোর একটা ব্যবস্থা আমরা শীঘ্রি করব, তার আগে বোনের বিয়ে না দিস না দিবি—তোর দাদার বিয়েটা তো দে, ঐ ঘরবিবাগী ছেলেটাকে ঘরমুখো কর—। লক্ষ্মীসোনা আমার মেয়ে—এস, কাপড়টা বদলে রান্নাঘরে এস— [যান]

[বনবিহারী আসেন]

বনবিহারী ॥ বীথু—বীথু, মা-আমার—

বীথি ॥ জ্যাঠামণি !

বনবিহারী ॥ না মা, না, কাঁদিসনি। আমি রাগ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলুম। তোর দুঃখ-কষ্ট আমি বুঝি মা, তোর ব্যথা আমি টের পাই। কিন্তু কি করব···আমি তোর অসহায় জ্যাঠামশাই··· আমাকে তুই ক্ষমা কর !

বীথি ॥ কি বলছ, কি বলছ তুমি জ্যাঠামণি !

বনবিহারী ॥ কোথায় আজ তুই হেসে-খেলে শ্বশুর ঘর করবি—না বুকে মরুর কান্না নিয়ে সংসারের ঘানি টানছিস !

বীথি ॥ এতে আমার কোনো কষ্ট নেই। তোমাকে চোখের সামনে দেখলে আমি···আমি সব কষ্ট ভুলে যাই।

বনবিহারী ॥ আমি আর কদিন মা ! যেদিন চোখ বুজব সেদিন তোর কি হবে ?

বীথি ॥ ও কথা ব'লো না জ্যাঠামণি, ও কথা ব'লো না। তোমাকে ছাড়া আমি যে একতিল বাঁচতে পারব না।

বনবিহারী ॥ ছি মা, অমন অকল্যাণের কথা বলিসনি। এই তো তোর জীবনের সুরু। এভাবে এখানে পড়ে পড়ে আর কত মার খাবি, তার চেয়ে···যদি পারিস তোর পথ নিজে বেছে নে মা। তুই যা ভাল বুঝিস তাই কর—শুধু এখান থেকে চলে যা, চলে যা !

ীথি ॥ একথা কেন বলছ ?

নবিহারী ॥ তোরই ভালর জন্য। তুই তো পাষাণ নস—আর কত সইবি ?

ীথি ॥ মেয়েরা যে বসুন্ধরার মতো সর্বংসহা—

নবিহারী ॥ কিন্তু সহ্যেরও একটা সীমা আছে, সেই সীমা ছাড়িয়ে গেলে বসুন্ধরা কেঁপে ওঠে, আর তার ফল হয় ভয়ঙ্কর! তার চেয়ে তোর এখান থেকে সরে যাওয়াই মঙ্গল। তোর জ্যাঠাইমা কোনদিন তোর ভাল চায়নি—তুই যেখানে ভাল বুঝিস সেখানেই চলে যা। তোর ওপর আমার আশীর্বাদ রইল মা, (বীথি প্রণাম করে) তোর ওপর আমার আশীর্বাদ রইল, আশীর্বাদ রইল। [বাইরে যান]

[একটু পরে ফটিক উঁকি মেরে ঢোকে]

টিক ॥ বীথিদি!

ীথি ॥ কে···ফটিক! আয়—। হঠাৎ কি ব্যাপার রে ?

টিক ॥ একটা সাংঘাতিক খবর বীথিদি! নিরঞ্জনদা নেই তো ?

ীথি ॥ না—কি হয়েছে বল।

টিক ॥ নিরঞ্জনদা তোমার আর সুকুমারদার পেছনে লোক লাগিয়েছে—

ীথি ॥ সে কি! কে বললে তোকে ?

টিক ॥ কাল ওরা গলির মোড়ে বসে চক্রান্ত করছিল, আমি আড়াল থেকে শুনেছি।

ীথি ॥ কি শুনেছিস রে ?

টিক ॥ নিরঞ্জনদার সাগরেদ কেষ্ট তোমাদের ওপর নজর রাখছে। তোমরা কোথায় যাও না যাও তার সমস্ত রিপোর্ট সে নিরঞ্জনদাকে দেবে।

ীথি ॥ তারপর ?

টিক ॥ দরকার বুঝলে নিরঞ্জনদা নাকি কি সব ব্যবস্থা করবে! সব কথা শুনতে পাইনি বীথিদি, ওরা বুঝতে পারবে ব'লে সরে পড়েছিলুম।

কিন্তু এটুকু বুঝেছি নিরঞ্জনদার মতলব খুব ভাল নয়, সে তোমার ওপর রেগে আছে।

বীথি ॥ আমার অপরাধ— ?

ফটিক ॥ তুমি সুকুমারদার সঙ্গে কথা বলো এটা ও চায় না। নিরঞ্জনদার এটা অন্যায়, খুব অন্যায় !

বীথি ॥ দাদা…এই সব করছে…

ফটিক ॥ তুমি এর জন্যে ভেবো না বীথিদি, আমরা আছি।

বীথি ॥ তোরা কি করবি ?

ফটিক ॥ তোমার হয়ে লড়ব।

বীথি ॥ পারবি ?

ফটিক ॥ নিশ্চয়। আমাদের দলটাও ছোট নয় বীথিদি !

বীথি ॥ না, না ফটিক, তোরা ও কাজ করিসনি ভাই ! তোরা লেখাপড়া শেখ, মানুষ হ।

ফটিক ॥ কিন্তু তার আগে অমানুষগুলোকে ঠাণ্ডা করব না ?

বীথি ॥ ফটিক !

ফটিক ॥ না বীথিদি, আমি চলে যাই। তুমি এখুনি বারণ ক'রে বসবে— আর সে বারণ আমি মানতে পারব না ! [যায়]

বীথি ॥ এরা…এরা আমাকে পাগল ক'রে দেবে !

[বীথি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে। অজয় ঢোকে, হাতে ব্রিফকেস।]

অজয় ॥ কাকীমা—কাকীমা—

[বন্যা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে]

বন্যা ॥ জয়দা ! কখন ফিরলেন অফিস থেকে ? আমি তো সাতবার দরজা খুলে দেখছি আপনার ঘর বন্ধ।

অজয় ॥ দুপুরেই ঘরভাড়াটা তোমাদের দেওয়া উচিত ছিল, দিতে সাত ঘণ্টা দেরি বলেই কি সাতবার তাগাদা! টাকা নাও, কাকীমাকে দিও—

বন্যা ॥ (টাকা নিয়ে) তার জন্য নয় মশাই, তার জন্য নয়। ভাবছিলুম ফিরতে এত দেরি হচ্ছে কেন! শেষে অন্য কোথাও এনগেজমেণ্ট···

অজয় ॥ উঁহুঁ, বন্যাকে ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারি?

বন্যা ॥ আর ঢং করতে হবে না! তবু যদি একটা শনিবার অন্তর বৌদির কাছে না যেতেন—

অজয় ॥ আরে, মাসে দু'বার ক'রে সে হচ্ছে আমার ক্যারেক্টর সার্টিফিকেট আনতে যাওয়া! নইলে যে গৃহধর্মে ব্যাঘাত ঘটবে সুন্দরি!

বন্যা ॥ আঃ, এখুনি কেউ দেখে ফেলবে!

অজয় ॥ ফেলুক—কেউ সন্দেহ করবে না, সবাই জানে আমি বিবাহিত।

বন্যা ॥ তাই তো সাহসটা এত বেশি!

অজয় ॥ বড পিপাসা বন্যা···জল দাও···তেষ্টা মেটাও···

বন্যা ॥ বন্যার জলে কি আপনার পিপাসা মিটবে?

অজয় ॥ ঘরের জলে যখন মেটেনি, তখন উপায় কি!

[বন্যা চলে যায়; অজয় সিগারেট ধরায়। খানিক পরে রেকাবে মিষ্টি আর গ্লাসে জল নিয়ে বন্যা আসে।]

বন্যা ॥ নিন জয়দা·· উঁহুঁ, আগে মিষ্টি—

অজয় ॥ আবার মিষ্টি কেন?

বন্যা ॥ মায়ের অর্ডার—খেয়ে নিন,—তারপর জল খাবেন।

অজয় ॥ খাবার জলটা চোখের সামনে ধরে আমার তেষ্টা বাড়িয়ে তুমি মজা পাচ্ছ, কিন্তু যখন ভরা গেলাসটা আমার হাতে আসবে তখন এক চুমুকে খালি হয়ে যাবে! দেখবে···দেখবে···

[হাতের মিষ্টি মুখে পুরে জলের গ্লাস নিয়ে নিঃশেষে পান করে।]

আঃ! আমার ঘরের কুঁজোয় জল ছিল; কিন্তু ফুরিয়ে গেছে, তাই তো ছুটে এসেছিলুম তোমার কাছে—তুমি বাঁচিয়েছ বন্যা!

বন্যা॥ যারা বাঁচায় তাদের চিরদিনই ভুলে যায় যারা বাঁচে! যাক, সামনের শনিবারে দেশে যাচ্ছেন নাকি?

অজয়॥ হ্যাঁ—জানো তো ওটা আমার রুটিন মাফিক কাজ। কেন বলো তো?

বন্যা॥ না, এমনি জিজ্ঞেস করলুম।

অজয়॥ আরে বলো বলো—আমাকে সংকোচ কিসের?

বন্যা॥ কাগজে দেখছিলুম ঐদিন মহাজাতি সদনে এক বিরাট জলসা…বড় বড় আর্টিস্টরা আসছে…ওটা দেখতুম…

অজয়॥ বেশ, তাহলে টিকিট কেটে দিই?

বন্যা॥ জানি আপনাদের অনেক টাকা, অনেক জমি-জমা – তাই মাইনের সব টাকাটাই কোলকাতায় বসে খরচ করতে পারেন! কিন্তু আমাকে এভাবে অপমান করা কেন?

অজয়॥ আহা, রাগ করছ কেন?

বন্যা॥ করব না! আমি কি টিকিটের জন্য আপনাকে বলেছি? একসঙ্গে দুজনে বসে দেখতুম তাই—

অজয়॥ কিন্তু মুস্কিলটা কোথায় জানো? তোমার বৌদির একটা নেকলেস তৈরি করিয়েছি, সেটা নিয়ে যাবার জন্য সে খুব তাগাদা দিচ্ছে। আচ্ছা, সে যা হয় হবে'খন। কারো হাতে পাঠিয়ে দেব, না হয়…না হয় পরে যাবে।

বন্যা॥ এবার বুঝলুম যে সত্যই আমার ওপর আপনার টান আছে।

অজয়॥ শুধু টান নয়—প্রাণও আছে।

বন্যা ॥ আচ্ছা, দেখব ! হ্যাঁ—কি নেকলেস কিরকম ডিজাইন দেখালেন না তো !

অজয় ॥ দেখাচ্ছি—(বের ক'রে) কিন্তু এটা তোমার কাছে রাখতে হবে—আমার বাইরের দিকের ঘর—যদি চুরি যায় !

বন্যা ॥ আচ্ছা, রেখে দেব। [নিল] বাঃ লাভলি ! দাঁড়ান, একবার প'রে দেখি—।

[ছুটে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নেকলেস পরল]

খুব সুন্দর হয়েছে ! মানিয়েছেও বেশ—না ?

অজয় ॥ হ্যাঁ—

বন্যা ॥ সত্যি, যেন আমার জন্যই তৈরি ! আমার খুব পছন্দ ! জয়দা, এটা যে আমার চাই—

অজয় ॥ তোমাকে না হয় পরে গড়িয়ে দেব—

বন্যা ॥ না, এটাই—। অন্য একটা গড়াতে গেলে আর এত সুন্দর হবে না ! বলুন না—দেবেন ?

[দরজার ফাঁক দিয়ে বীথি লক্ষ্য করে]

অজয় ॥ অ্যাঁ…একান্ত এটাই তুমি চাও ?

বন্যা ॥ না চাইলে বুঝি সাধাসাধি করি ?

অজয় ॥ তাহলে নাও। কিন্তু মনে থাকে যেন, কয়েক মাস আর কিছু চাইতে পাবে না।

বন্যা ॥ বারে, চাওয়াই বুঝি আমার স্বভাব ! এটা খুব ভাল লেগেছে তাই—

অজয় ॥ কিন্তু লোকে যদি জিজ্ঞেস করে এটা কোথায় পেলে— ?

বন্যা ॥ বলব…টাকা জমিয়ে মা গড়িয়ে দিয়েছে। মা না এটা দেখে খুব খুশি হবে। জানেন—ঘড়িটাও মায়ের খুব পছন্দ !

অজয় ॥ একি, ঘড়ির সঙ্গে যে লেদার ব্যাণ্ডটা ছিল সেটা কি করলে ?

বন্যা ॥ তার একটা দিক ব্লেড দিয়ে কেটে সকলকে দেখিয়ে বলেছি ঘড়িটা কুড়িয়ে পাওয়া! সবাই বিশ্বাস করার পর এই নতুন ব্যাণ্ডটা কিনেছি।

অজয় ॥ ওঃ, তোমার মত বুদ্ধিমতী খুব কম দেখেছি! যাক এখন যাচ্ছি। তুমি তাহলে আমার ঘরে আসছ?

বন্যা ॥ না—জানেন, পাড়ার সবাই টের পেয়েছে! এবার আর ঘরে নয়—চলুন, বাইরে বেরিয়ে পড়ি।

অজয় ॥ এখুনি বেরুচ্ছ?

বন্যা ॥ হ্যাঁ। কোচিংয়ে যাবার নাম ক'রে চলুন না কোথাও যাই?

অজয় ॥ এক কাজ করো—ভি-আই-পি রোডের ওপর বাসস্ট্যাণ্ডে অপেক্ষা করো। একটু পরেই বেরুচ্ছি—

বন্যা ॥ খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু?

অজয় ॥ আচ্ছা-আচ্ছা—

[বেরিয়ে যায়]

[তারকা আসেন]

তারকা ॥ (চুপিচুপি) কিরে বন্যা, অজয় বুঝি গলারটা দিলে!

বন্যা ॥ দিতে কি চায় মা—জোর ক'রে নিতে হয়েছে।

[নেকলেস খুলতে থাকে]

তারকা ॥ তাই নিতে হবে, এতে ধম্ম-অধম্ম পাপপুণ্যি নেই। এ দুনিয়ায় পয়সাই সব। যার যত পয়সা—তার তত মান, তত ইজ্জত।

বন্যা ॥ নাও, এটা রেখে দাও।

তারকা ॥ (নিয়ে) চোদ্দ কারেণ্ট নয় তো রে!

বন্যা ॥ না মা, সোনার—বোধহয় গয়না ভেঙে গড়িয়েছে।

তারকা ॥ এসব তো তোরই জিনিস—যখের ধনের মতো খালি আগলে আগলে রাখি। তোর বাপ যে তোর বিয়েতে কিছু দেবে

না তা ভাল রকমই জানি। কিন্তু আমি তো আর না সাজিয়ে পাঠাব না। তোর মামাকে তো বলেছি একটা পাত্র দেখে দিতে —দেখি কি হয়।

বন্যা ॥ এবার যাই মা, বই-খাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। [ভেতরে গেল]

তারকা ॥ এস মা।…কইরে, কি হল—মা বীথু—এখনও হয়নি তোর? পরোটা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল মা! শীগগির আয়—

[তারকা ভেতরে যান। বন্যা বই-খাতা নিয়ে বেরোয়, এমন সময় বীথিও দরজা খোলে।]

বীথি ॥ কোথায় যাচ্ছিস রে?

বন্যা ॥ কোচিংয়ে।

বীথি ॥ কোচিংয়ে, না কোচিংয়ের নাম ক'রে অন্য কোথাও?

বন্যা ॥ তোর মতো আমি নই!

বীথি ॥ কি বললি?

বন্যা ॥ বললুম তো—শুনতে পেলি না! তোর মতো আমি নই যে মিথ্যে কথা বলব।

বীথি ॥ আমি মিথ্যে কথা বলি!

বন্যা ॥ বলিসই তো! তুই নিজে যা—অপরকেও সেই রকম দেখিস!

বীথি ॥ বন্যা!

বন্যা ॥ চোখ রাঙাচ্ছিস কাকে? আমি কি তোর খাই না পরি?

বীথি ॥ কার যে খাস, কার যে পরিস তা কি আমি টের পাই না ভাবিস!

বন্যা ॥ কি টের পেয়েছিস শুনি?

বীথি ॥ ঐ ঘড়িটা—ঐ ঘড়িটা কোত্থেকে এসেছে আমি সব জানি!

বন্যা ॥ কি জানিস—কি জানিস তুই? তোর বড্ড সাহস বেড়েছে দিদি—এখানে থাকতে হলে সাবধান!

বীথি ॥ কি—তুই আমাকে সাবধান করছিস—তোর এত স্পর্ধা পোড়ারমুখি !

বন্যা ॥ পোড়ারমুখি তুই ! নিজের মুখ তো পুড়িয়েছিস্—এবার বংশের মুখ পোড়াচ্ছিস্ !

[বীথি ঠাস ক'রে এক চড় মারে, বন্যা কাঁদতে থাকে ; সঙ্গেসঙ্গে তারকা ছুটে এসে বীথিকে ধাক্কা মারেন ।]

তারকা ॥ হতচ্ছাড়ি, তুই আমার মেয়েকে মারিস ! এত বড় সাহস ! ওগো বাবা গো—তোমরা সবাই দেখে যাও গো—আমার মেয়েকে মেরে ফেললে গো— !

[নিরঞ্জন ঢুকল]

নিরঞ্জন ॥ আঃ, এত চেঁচামেচি কিসের ? বাড়িতে ডাকাত পড়ল নাকি ?

তারকা ॥ ডাকাত পড়লে তো এর চেয়ে ভাল হত নিরঞ্জন । জিনিসপত্তর নিয়ে তারা সরে পড়ত । এ সরেও না—উল্টে মারধোর আরম্ভ করেছে ।

নিরঞ্জন ॥ ও, বন্যাকে মেরেছে বীথি ! আচ্ছা, দেখাচ্ছি মজা !

তারকা ॥ কাকে মজা দেখাবি বাবা ? এ সংসারে থেকে আপিসউলীই সকলকে মজা দেখাচ্ছে !

বীথি ॥ বড়মা, একটু ভদ্রভাবে কথা বলার চেষ্টা করো !

তারকা ॥ কি বললি— !

বন্যা ॥ চুপ করো মা, এখুনি হয়ত অভদ্রভাবে কথা বলে বসবে । তোমরা তো আর বাড়িতে মাস্টার রেখে লেখাপড়া শেখোনি !

[বাইরে যায়]

নিরঞ্জন ॥ কি হয়েছে—ভদ্রভাবে কথা বলতে বলছে ? বলবে না—আজকাল যে ভদ্রলোকদের সঙ্গে মেশে !

তারকা ॥ টের পেয়েছিস্ তাহলে ?

নিরঞ্জন ॥ পাব না ! থাকি চোখ বুজে ভোলার মতো, দেখতে পাই সব।

তারকা ॥ পাপ ! পাপ ! সংসারে পাপ ঢুকেছে !

[ভেতরে যান]

নিরঞ্জন ॥ কেষ্টা ! আবে কেষ্টা !

[কেষ্ট আসে]

কেষ্ট ॥ গুরু—

নিরঞ্জন ॥ আয় বে, এত শরম কিসের ?

কেষ্ট ॥ বাড়ির ভেতরে ডেকে শেষে বেইজ্জত করবে না তো ?

নিরঞ্জন ॥ না বে, না। যা জিজ্ঞেস করব সাফসাফ জবাব দিবি।

কেষ্ট ॥ দোব ওস্তাদ।

নিরঞ্জন ॥ তোকে যার ওপর নজর রাখতে বলেছিলুম রেখেছিলি ?

কেষ্ট ॥ এখনও রাখছি দোস্ত।

নিরঞ্জন ॥ হ্যাঁ, রাখ। যদি দরকার বুঝিস তাহলে—

কেষ্ট ॥ বুঝেছি ওস্তাদ। কিন্তু দু'চার দিন সবুর করতে দাও—আগে একটু শাসিয়ে লিই !

নিরঞ্জন ॥ যদি শালা তার সামনে পড়ে ঘাবড়ে যাস আর বেফাঁস কিছু বলিস তো মারব এক রদ্দা !

কেষ্ট ॥ আই বাপ, করো কি গুরু !

নিরঞ্জন ॥ যা, রকে বসে থাক।

কেষ্ট ॥ আচ্ছা ওস্তাদ। খুব তাড়াতাড়ি আসবে কিন্তু। একটা সিগরেট দাও না মাইরি—

নিরঞ্জন ॥ আবে শালা, গুরুর কাছে সিগরেট—মারব এক লাথি।

কেষ্ট ॥ আই বাপ্ !

[ছুটে পালাল : নিরঞ্জন দরজা ভেজিয়ে দিল]

নিরঞ্জন ॥ কিরে, সুকুমারের সঙ্গে এত মেশামেশি কেন? জানিস—সে ছোট জাতের ছেলে?

বীথি ॥ জানি।

নিরঞ্জন ॥ জেনেশুনেও তাকে—

বীথি ॥ হ্যাঁ! জাতে ছোট হলেও তিনি মানুষ। মানুষই সৃষ্টি করেছে জাত—তাই জাতের চেয়ে মানুষ অনেক বড। তিনিও বড়।

নিরঞ্জন ॥ থিয়েটার করছিস নাকি?

বীথি ॥ দাদা, অমন ক'রে ঠাট্টা ক'রো না। পার তো আমাকে দু'চার ঘা মারো—

নিরঞ্জন ॥ মার…হুঁ! যে রোগ তোমাকে ধরেছে সেই রোগকে মেরেই তার হাত থেকে তোমাকে বাঁচাতে হবে।

বীথি ॥ তাহলে ভেবেছ আমি এখানে এইভাবে থেকে তোমাদের কথা ভাবব?

নিরঞ্জন ॥ কি করবি?

বীথি ॥ যে দিকে দু-চোখ যায় চলে যাব।

নিরঞ্জন ॥ তাই নাকি! এতদূর?

বীথি ॥ হ্যাঁ, এতদূর। তোমরা আমাকে মেনে না নিলে এই আমার শেষ কথা!

নিরঞ্জন ॥ মানে তুই সুকুমারকেই চাস!

বীথি ॥ চাই।

নিরঞ্জন ॥ তাকেই বিয়ে করবি?

বীথি ॥ করব।

নিরঞ্জন ॥ জানিস সুকুমারের সঙ্গে মিশিস জেনে কাকীমা মরবার আগে কত কষ্ট পেয়েছে! রাত্রে ঘুমুতে পর্যন্ত পারেনি··

বীথি ॥ জানি—তবে একথা বোধহয় তুমি জান না যে সেই রাত্রে মা আমাকে আশীর্বাদ ক'রে গেছেন।

নিরঞ্জন ॥ মিথ্যে বলছিস!

বীথি ॥ মিথ্যে বলছ তুমি! ছি-ছি—! মরবার আগে মা তোমাকে কতবার কাছে ডেকেছেন কিছু বলবার জন্য—কিন্তু তুমি যাওনি; রুগীর বিছানায় যেতে তোমার ঘৃণা হচ্ছিল, ভয় হচ্ছিল—তাই বাধ্য হয়ে মা সব কথা আমাকেই—

নিরঞ্জন ॥ তোকেই বলে গেছে! ওসব বুজরুকি চলবে না! যদি ওকে বিয়ে করিস, জেনে রাখ তোকে আমি খুন করব!

বীথি ॥ তাতে বংশের মুখটি খুব উজ্জ্বল হবে!

নিরঞ্জন ॥ বংশের মুখ তুই তো পোড়াচ্ছিস। এতে জিতবি ভেবেছিস, না?

বীথি ॥ জিততে আমি চাই না দাদা, মানুষের ভাল ক'রে হারতে চাই। আশীর্বাদ করো সারা জীবন যেন তাই পারি।

নিরঞ্জন ॥ মুখেই কেবল বড় বড় কথা।

বীথি ॥ বিশ্বাস করো দাদা, আমি এ বাড়ি থেকে চলে গেলেও তোমাদের কথা এতটুকু ভুলব না। দেখো, আমি ঠিক এখনকার মতই থাকব।

নিরঞ্জন ॥ তা যে থাকা যায় না সেটুকু বোঝবার বয়স আমার হয়েছে। ওসব ছাড—। আমি তোর বিয়ে দোব—

বীথি ॥ তুমি!

নিরঞ্জন ॥ কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না?

বীথি ॥ না, তা নয়।

নিরঞ্জন ॥ আমার অনেক বন্ধু আছে—

বীথি ॥ তাদের নমুনা একটু আগেই তো দেখেছি! তুমি কি ওদেরই কাউকে বিয়ে করতে বলো?

নিরঞ্জন ॥ তা ··তা কেন ! ওরা পাত্র খুঁজবে। তুই শুধু সুকুমারের কথা ভুলে যা।

বীথি ॥ তা হয় না।

নিরঞ্জন ॥ কেন হয় না ?

বীথি ॥ আমি কথা দিয়েছি···

নিরঞ্জন ॥ তুই কথা দেবার কে ? তুই কি তোর গার্জেন !

বীথি ॥ হ্যাঁ—

নিরঞ্জন ॥ হ্যাঁ !

বীথি ॥ বয়সে আমি সাবালিকা—তাই আমার অভিভাবক আমি নিজে! তোমাদের অন্যায় কথা আমি মুখ বুজে মেনে নেব, এতখানি বোকা আমি নই !

নিরঞ্জন ॥ বীথি ! পাজি নচ্ছার মেয়ে···একেবারে উচ্ছন্নে গেছিস ! তোর এখানে থাকা আর উচিত নয়, বেরিয়ে যা—কাঁকুড়গাছির রেল-লাইনে গলা দিগে যা—

বীথি ॥ একা আমি গলা দেব ? উপযুক্ত ছেলে হয়ে যে বাবাকে দেখে না, সংসারের পানে তাকায় না—সে কি করবে শুনি ?

নিরঞ্জন ॥ বীথি ! ফের যদি ছোট মুখে বড় কথা শুনি তাহলে গলা টিপে শেষ করব—তবেই আমি এ বংশের ছেলে !

বীথি ॥ তুমি এ বংশের ছেলে নও—কুলাঙ্গার !

নিরঞ্জন ॥ (চড় মারে) যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা !

বীথি ॥ (কেঁদে) দাদা, তুমি আমাকে মারলে ! আমি দিনরাত তোমার কথা ভাবি·· কিসে তোমার ভাল হবে···কি করলে সুখি হবে··· আর তুমি কিনা···

[দরজা খুলে সুকুমার ঢুকতে যায়]

নিরঞ্জন ॥ কে…সুকুমারবাবু! কি মনে ক'রে?

সুকুমার ॥ আমার পোর্টফোলিওটা ফেলে গেছি! বীথি— [বীথি ঘরে যায়]

নিরঞ্জন ॥ দাঁড়ান, আর এগোবেন না! এ বাড়িতে হঠাৎ আপনার পোর্টফোলিও এল কি ক'রে?

সুকুমার ॥ একটু আগে এসেছিলুম, ভুল ক'রে ফেলে গেছি।

নিরঞ্জন ॥ ভুল ক'রে, না আর একবার আসবার জন্যে?

সুকুমার ॥ কি বলছেন নিরঞ্জনবাবু!

নিরঞ্জন ॥ বলছি কেন আপনি এ বাড়িতে আসেন?

সুকুমার ॥ হঠাৎ এ প্রশ্ন?

নিরঞ্জন ॥ দরকার হয়েছে বলে—এ বাড়ির সুনাম নষ্ট হচ্ছে বলে—

[বীথি ফোলিও আনে]

বীথি ॥ এই যে ফোলিও—

সুকুমার ॥ আমি আসি বলে এ বাড়ির সুনাম নষ্ট হয়?

নিরঞ্জন ॥ যদি বলি তাই?

সুকুমার ॥ তাহলে বলব আপনি বাজে কথা বলছেন!

নিরঞ্জন ॥ সাবধান মশাই—

বীথি ॥ দাদা, আজ তোমার চাদর কিনে এনেছি। দেখবে?

সুকুমার ॥ নিরঞ্জনবাবু, বুঝতে পেরেছি আপনি এ বাড়িতে আসতে নিষেধ করছেন; কিন্তু সে নিষেধ মানব না—যতদিন বীথি এ বাড়িতে থাকবে।

বীথি ॥ শুধু শুধু কথা বাড়িয়ে লাভ কি! তার চেয়ে—

সুকুমার ॥ না—তোমার দাদার সঙ্গে আজ একটু আলাপ না ক'রে আমি ফিরব না!

নিরঞ্জন ॥ [সিগারেট ধরায়] যান মশাই, আপনার মত লোকের সঙ্গে আলাপ করতে চাই না!

সুকুমার ॥ চাইবেন না তা জানতুম, কারণ আলাপ করতে এলে প্রলাপ বকবেন। আর আমি তা সহ্য করতে না পেরে দু-চারটে কড়া কথা শুনিয়ে দেব—শেষে বিলাপ করবেন!

নিরঞ্জন ॥ কথা বাড়াবেন না—দরজা খোলা আছে, চলে যান!

সুকুমার ॥ যাবার আগে জানতে চাইব আপনার এত কড়া মেজাজ কিসের?

নিরঞ্জন ॥ আপনার ব্যবহার আমাকে বিরক্ত ক'রে তুলেছে।

সুকুমার ॥ আমার ব্যবহার নয়, বলুন আমার ভালমানুষী—

নিরঞ্জন ॥ আপনি ইতর, অভদ্র!

সুকুমার ॥ ভদ্রতার একটা চামড়া আমার গায়ে আছে বলেই আপনার বোনের ওপর যে ইতরামি করেন তা আমি সহ্য করি!

নিরঞ্জন ॥ আমার বোনের ওপর কি ব্যবহার করি না করি তাতে আপনার কি মশাই! দেখুন, আপনার এই গায়ে-পড়া কথাবার্তায় আমার অপমান বোধ হচ্ছে!

সুকুমার ॥ মান-অপমানের বালাই যদি থাকত তাহলে আড্ডাবাজি ক'রে না বেড়িয়ে একটা চাকরি-বাকরির চেষ্টা করতেন, সেই সঙ্গে বোনটির বিয়ের চেষ্টাও—

নিরঞ্জন ॥ আর একটা কথা বললেই দরজা দিয়ে বের ক'রে দোব!

সুকুমার ॥ দিলেই তো ভালো—নিজের কুকীর্তির কথা নিজের কানে শুনতে হয় না!

নিরঞ্জন ॥ কুকীর্তি কাকে বলছেন! আমার বোনের বিয়ের সময় হয়েছে বলে আমার মনে হয় না।

সুকুমার ॥ বয়সটা তার নিশ্চয়ই পঁচিশ-ছাব্বিশ—তবুও তার বিয়ের সময় হয়নি?

নিরঞ্জন ॥ চাকুরে মেয়ে—নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছে—তার বিয়ের জন্যে তাড়া কিসের? যদি বন্যা এ সম্বন্ধ আনত, রাজী হতুম।

সুকুমার ॥ নিতান্ত গর্দভ না হলে এ কথা কেউ বলে না।

নিরঞ্জন ॥ কি বললেন—গর্দভ। আ-আপনি গর্দভ মশাই!

বীথি ॥ কতক্ষণ…আর কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপমান সহ্য করা হবে?

সুকুমার ॥ যতক্ষণ না আমার সব কথা শেষ হবে!

নিরঞ্জন ॥ দেখুন মশাই, আমাদের পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে আপনার মাথাব্যথার কোনো দরকার নেই! যদি ভাল চান তো এর পর থেকে বীথির সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখবেন না!

সুকুমার ॥ সম্বন্ধ রাখলে তা আপনার পক্ষে সুখকর হবে না…অর্থাৎ প্রয়োজনে ওকে দোহন করা যাবে না…এই তো?

নিরঞ্জন ॥ কি বলতে চান আপনি?

সুকুমার ॥ সরল বাঙলা ভাষাতেই বলেছি—আশা করি বাঙলা ভাষা বোঝেন!

বীথি ॥ দাদা—দাদা, তুমি দশটা টাকা চেয়েছিলে না? এস আমি দিচ্ছি— [ঘরে যায়]

নিরঞ্জন ॥ যা-যা, হারামের পয়সায় আমি—

সুকুমার ॥ সে কি মশাই, এত শীঘ্রি অভক্তি! এতকাল তো ভক্তির সঙ্গে ঐ হারামের পয়সাই—

নিরঞ্জন ॥ কেষ্টা!

[কেষ্ট আসে]

কেষ্ট ॥ গুরু—

নিরঞ্জন ॥ দাঁড়া এইখানে, খালি চিনে রাখ।

কেষ্ট ॥ কেন গুরু? অ্যাকশান করতে হবে নাকি?

নিরঞ্জন ॥ হতে পারে।

কেষ্ট ॥ [কানে কানে] এটা তো রাজনৈতিক মনে হচ্ছে না—তোমার

পেরাইবেট ব্যাপার, তাই না? তা হোক—শালার খবরের কাগজে রাজনৈতিক বলেই ছাপা হবে!

সুকুমার ॥ আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছেন মনে হচ্ছে! কিন্তু খবরদার, ভীষণ অনর্থ হবে। নিরঞ্জনবাবু, আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা মিষ্টি হতে চলেছে—আশা করি, সেখানে কোনো তিক্ততার সৃষ্টি করবেন না! [চলে যায়]

[বীথি দশটাকার নোট আনে]

নিরঞ্জন ॥ থামো শালা! তোমার জন্যে যদি জেলে যেতে হয় সে৷ ভি আচ্ছা, তবুও তোমাকে আমি—

কেষ্ট ॥ গুরু আমি!

নিরঞ্জন ॥ হ্যাঁ তুই—তোকেই কাজটা করতে হবে—আজই! সঙ্গে মালটা আছে তো?

কেষ্ট ॥ এই যে ওস্তাদ— [স্প্রিংয়ের চোরা খুলল]

বীথি ॥ দাদা! দাদা, ও কাজ তুমি ক'রো না—ও কাজ তুমি ক'রো না—

নিরঞ্জন ॥ ও যে আমাকে কড়া কথা শুনিয়ে গেল!

বীথি ॥ ওঁর হয়ে মাপ চাইছি। তোমার বিচারে আমি যদি দোষী হই, আমাকে তার সাজা দাও, তবু···তবু ওঁর জীবন তুমি নষ্ট ক'রো না···নষ্ট ক'রো না···

নিরঞ্জন ॥ [নোট নিল] এটা কিরে বীথু—দশ টাকার নোট?

বীথি ॥ হ্যাঁ,—তোমার জন্য।

নিরঞ্জন ॥ ওঠ। বোন আমার পা জড়িয়ে মাপ চেয়েছে রে—রেখে দে মালটা। চল—এই রূপেয়া দিয়ে একটু মৌজ ক'রে আসি। মাকে বলে দিস বীথি, রাত্তির বেলা নাও ফিরতে পারি।

[নিরঞ্জন ও কেষ্ট বেরিয়ে গেল। বীথির দুচোখ জলে ভরে ওঠে; উদয় প্রবেশ ক'রে দরজা ভেজিয়ে দেয়।]

উদয় ॥ বীথি—এই বীথি—

বীথি ॥ কে! ও, উদয়দা—তুমি! অনেকদিন আসনি! বসো—

উদয় ॥ তোর চোখে জল কেন রে? উঁ—? বুঝেছি, নিশ্চয় কিছু হয়েছে!

বীথি ॥ না, কিছুই হয়নি।

উদয় ॥ ভ্যাখ, কি যে হয়েছে তা আন্দাজ করতে পারি।

বীথি ॥ [কেঁদে ফেলে] উদয়দা, আমার আত্মহত্যা করাই বোধ হয় ভাল!

উদয় ॥ ছি, ও কথা মুখে আনাও পাপ!

বীথি ॥ তুমি বলছ পাপ, অথচ সংসার আমাকে তাই করতে বলে।

উদয় ॥ বলুক—সংসার তোর জন্য কতখানি ভাবে তা তো বেশ জানি! আমার একটা কথা শুনবি?

বীথি ॥ কি?

উদয় ॥ এই পুরনো রাক্ষুসে বাড়িটা তোকে গ্রাস করছে, তোর অস্তিত্বকে চুষে নিচ্ছে! পালা…তুই পালা এ বাড়ি থেকে…

বীথি ॥ কোথায় পালাব?

উদয় ॥ সুকুমারের কাছে।

বীথি ॥ কিন্তু…

উদয় ॥ এর মধ্যে আর কিন্তু নেই। তুই তো আমাকে বলেছিলি সমস্ত মন নিয়ে সে তোরই অপেক্ষায় আছে।

বীথি ॥ তাকে আমার জীবন থেকে সরিয়ে দেবার কতো চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি। আজ তুমি আমাকে চোরের মতো পালাতে বলছ! আমি যে তা চাই না, আর চাইনা বলেই আজ অকপটে সকলের কাছে আমার মনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছি।

উদয় ॥ তারপর?

বীথি ॥ জ্যাঠামণি ছাড়া কারুর সম্মতি পেলুম না। উদয়দা, আমি যে সবায়ের স্নেহ-ভালবাসা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে চাই না।

উদয় ॥ স্নেহ-ভালবাসা! এ সংসারে তোর ওপর স্নেহ-ভালবাসার পরিমাণ ঠিক করা হয় তোর মাইনের টাকার অংকের ওপর!

বীথি ॥ আমার বড় ভয় উদয়দা ···ওদের অমতে বিয়ে করলে ওরা যদি কোনদিন আমার কাছে না যায়···আমি তাহলে পর হয়ে যাব!

উদয় ॥ না রে, না। সত্যসত্য তোর ঘরে হয়ত যাবে না···গেলে হাতে তুলে কিছু দিতে হবে তো, হাজার হোক চক্ষুলজ্জাটা আছে তো ···তাই দু'চার বছর পার হলে দেখবি ঠিক গিয়ে পাত পাতবে!

বীথি ॥ কি বলছ উদয়দা!

উদয় ॥ ঠিকই বলছি বীথি। তখন ওরা লোকের কাছে কি বলবে জানিস ···বংশের মেয়ে···না দেখে থাকতে পারিনি···ক্ষমা করেছি··· এই সব নানান কথা! জানিস বীথি, তুই যদি চাকরি না করতিস তাহলে এতদিন অনেক অপাত্র তোর জুটে যেত!

বীথি ॥ ও কথা থাক। মাসিমা কেমন আছেন বলো?

উদয় ॥ কথা চাপা দেবার চেষ্টা করিস না। বল, যদি দরকার হয় আমি তোদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব আমার বন্ধুর বাড়ি—নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দেব।

বীথি ॥ না উদয়দা—ও কাজটা ইচ্ছে করলে আমরা নিজেরাই সেরে ফেলতে পারি। তবু তোমার এতখানি মহত্ব সারাজীবন মনে রাখব। কিছু মনে ক'রো না, দরকার হলে আমি নিশ্চয়ই তোমার সাহায্য চাইব।

উদয় ॥ সব সময় আমার সাহায্য পাবি। কিন্তু তোর কি চেহারা হচ্ছে খেয়াল রাখিস?

বীথি ॥ যাও, বড়মা হয়ত রান্নাঘরে—দেখা করোগে। আমি আসছি—

[ঘরে ঢোকে]

উদয় ॥ মাসিমা—মাসিমা কোথায় গো—

তারকা ॥ [ভেতর থেকে] কে ?

উদয় ॥ আমি উদয়।

তারকা ॥ [ভেতর থেকে] উদয়! আয় বাবা, আয়—[এলেন] তোর মা কেমন রে ?

উদয় ॥ ভাল। [প্রণাম করে]

তারকা ॥ থাক বাবা, থাক। আয়, ভেতরে গিয়ে বসবি আয়—

উদয় ॥ এখানেই বসি। আমার ছোটকা ভাইবোন দুটো কোথায়—অঞ্জন, আন্না···

তারকা ॥ ইস্কুলের ছুটি পড়েছে বলে তারা মামাবাড়ি গেছে।

উদয় ॥ ও। তা তুমি কেমন আছ বলো ?

তারকা ॥ আর আছি, মরণ হলেই বাঁচি !

উদয় ॥ সেকি গো মাসিমা, এরই মধ্যে ! আগে ছেলের বউ আনো, মেয়েদের বিয়ে দাও—

তারকা ॥ মেয়েদের বলছিস কেন বাবা, বল—মেয়ের বিয়ে দাও। বিয়ের যুগ্যি মেয়ে বলতে তো আমার ঐ বন্যা —

উদয় ॥ কেন—বীথি ?

তারকা ॥ ও তো বাবা যা বুঝছি এবার উডবে ! তোকে এসব কথা বলতেও নজ্জা করে···যে ছেলেটি ওকে পড়াত, তারই সঙ্গে···

উদয় ॥ ও, তা বিয়ে দিয়ে দাও না।

তারকা ॥ বিয়ে দোব ! তার আগে দড়ি-কলসি কিনে দোব না !

উদয় ॥ কেন মাসিমা, ছেলে কি তেমন ভাল নয় ?

তারকা ॥ সে খোঁজে আমার দরকার কি !

উদয় ॥ তবুও এ বাজারে মেয়ে পার করা কত শক্ত ব্যাপার জানো তো ?

তারকা ॥ ভাগ্যে থাকলে বাবা, ওর বিয়ে কবে হয়ে যেত !

উদয় ॥ তা ঠিক ! যাক গে, লাখ কথার কমে বিয়ে হয় না। একবার চেষ্টা করো না ঐ ছেলেটির সঙ্গে—

তারকা ॥ না বাবা, ছোট জাতের ছেলে এ বংশের জামাই হবে না !

উদয় ॥ এ যুগে ওসব কথা অচল মাসিমা। আজকাল এ রকম বিয়ে কত হচ্ছে—

তারকা ॥ না উদয়, ওসব এখানে বসে চলবে না। এখান থেকে চলে গিয়ে ও যা খুশী করুক আমি দেখতেও যাব না ! তুই বোস বাবা, তোর জন্যে খাবার করিগে— [গেলেন]

উদয় ॥ বীথি – বীথি—শীঘ্রি আয়, কথা আছে।

[বীথি বেরোয়]

বীথি ॥ কি—বলো।

উদয় ॥ হ্যাঁরে, সুকুমারকে যখনই বলবি ও তখনই বিয়ে করবে ?

বীথি ॥ সে তো একটা দিনও অপেক্ষা করতে চায় না।

উদয় ॥ ব্যস, বিয়ে তোদের করতেই হবে আর সেটা খুব শীঘ্রি।

বীথি ॥ খুব শীঘ্রি !

উদয় ॥ হ্যাঁ। তোদের ওপর মাসিমার সমর্থন নেই—inter cast এর প্রশ্ন তুলেছে—স্বজাতের মধ্যে হলেও একটা না একটা বাগড়া দিতই। তার চেয়ে আমি বলি যত শীঘ্রি হয় বিয়েটা তোরা সেরে ফেল। দেরি ক'রে শুভকাজকে তোরা অশুভ ক'রে তুলিসনি বোন।

[দরজায় করাঘাত]

বীথি ॥ কে ?

গগন ॥ [বাইরে] আমরা।

বীথি ॥ [দরজা খোলে] কাকে চান আপনারা ?

গগন ॥ এটা কি বনবিহারীবাবুর বাড়ি ?

বীথি ॥ হ্যাঁ, ভেতরে আসুন না—

[গগন, বনমালী ও মাখন ঘরে এল]

কোত্থেকে আসছেন ?

গগন ॥ নিমতলা ঘাট থেকে।

উদয় ॥ [বীথিকে] এঁরা বেশ খানিকটা এগিয়ে আছেন !··· [গগনকে] দেখুন, আপনাকে যেন চেনা-চেনা লাগছে ! কোথায় যেন দেখেছি···

গগন ॥ দেখবেন না ! বাড়ি-বাড়ি আমার যে ঘোরাঘুরি !

বনমালী [মুখে রুমাল] দেখছিস মাখন, আমাদের ঘটক ঠাকুর না খুব নামজাদা লোক—সবাই চেনে মাইরি !

উদয় ॥ তা মশায়ের এ বাড়িতে কি হেতু আগমন একটু জানতে পারি ?

গগন ॥ নিশ্চয়ই। আমরা এসেছি বনবিহারীবাবুর মেয়েকে দেখতে।

বীথি ॥ ও, আপনারা বসুন। উদয়দা, তুমি বড়মাকে খবর দাও···আমি আমার ঘরেই আছি। [ঘরে ঢোকে]

উদয় ॥ এবার আপনাদের পরিচয়টা ভাল ক'রে দিন—ভেতরে গিয়ে নিবেদন ক'রে আসি।

গগন ॥ আজ্ঞে আমি হচ্ছি শ্রীগগন ঘটক—

উদয় ॥ ঘটক কি উপাধি, না ব্যবসা ?

গগন ॥ উপাধিটাই ব্যবসা হয়ে গেছে !

উদয় ॥ বাঃ, ভগবানের সার্থক সৃষ্টি আপনি !

গগন ॥ তাইতো তেঁনার সৃষ্টি রক্ষার মহান ব্যবস্থাটা আমাকেই করতে হয় !

উদয় ॥ তাহলে আপনি প্রজাপতি ব্রহ্মা !

গগন ॥ বাড়িয়ে বললেন! প্রজাপতির শুভনির্দেশ পালন করাই আমার কাজ—আমি তেঁনার দাসানুদাস, অতি ক্ষুদ্র · কীটানুকীট!

[উদ্দেশ্যে নমস্কার]

উদয় ॥ তাঁর ওপর অগাধ ভক্তি দেখছি! তা ঘটক মশাই, ইনি কে?

গগন ॥ ইনি মাখনবাবু—পাত্রের বিশেষ বন্ধু। উপস্থিত ইনিই কথাবার্তা কইবেন।

উদয় ॥ অ! আর উনি··· ?

বনমালী ॥ আমিই সেই পাত্র বনমালী আজ্ঞে!

উদয় ॥ বনমালী আজ্ঞে!

বনমালী ॥ আজ্ঞে।

উদয় ॥ আজ্ঞেটা কি উপাধি?

বনমালী ॥ আজ্ঞে না।

মাখন ॥ [চুপিচুপি] এবার থাম!

গগন ॥ আচ্ছা, যিনি চলে গেলেন উনি বনবিহারীবাবুর— ?

উদয় ॥ ভাইঝি।

গগন ॥ ওঁনার পিতা?

উদয় ॥ স্বর্গীয় রাসবিহারী—

গগন ॥ ও, গত হয়েছেন! ওঁর মা আছেন তো?

উদয় ॥ তিনিও গত।

গগন ॥ তা বনবিহারীবাবুর মেয়ে এঁনার চেয়ে বড় বুঝি?

উদয় ॥ উঁহুঁ, ছোট—

বনমালী ॥ মাখন, বাড়িতে বড় মেয়ে থাকতে ছোট মেয়ের বে···

মাখন ॥ তাই ভাবছি!

গগন ॥ [লিখছিল] মশায় এ বাড়ির— ?

উদয় ॥ কেউ না।···এটা আমার মাসির বাড়ি।

বনমালী ॥ মাসতুতো শালা !

মাখন ॥ চুপ !

উদয় ॥ আচ্ছা, এমন ঘরের সন্ধান কে দিলেন আপনাকে ?

গগন ॥ বাতাস ।

উদয় ॥ বাতাস !

গগন ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, বাতাসে খবর উড়ে বেড়ায়, আমরা দম দিয়ে সে খবর ধরে নিই ।

উদয় ॥ বুঝলুম না !

গগন ॥ বুঝবেন না। গোপন কথা—ফাঁস করলে ব্যবসার ক্ষতি ! যাক, কি যেন বলছিলুম···আচ্ছা, ঐ বড় মেয়েটি করেন কি ? পড়েন ?

উদয় ॥ না।

গগন ॥ পড়ান ?

উদয় ॥ উঁহু—

গগন ॥ বেকার ?

উদয় ॥ তাও না।

গগন ॥ তবে ? যা হোক একটা করেন তো ?

উদয় ॥ করে—চাকরি—অফিসে।

বনমালী ॥ অফিসের মেয়ে ! অফিসের মেয়ে !

মাখন ॥ আঃ, লাফাসনি !

গগন ॥ [লিখল] অফিসে চাকুরি।···ওঁনার নামটা বলুন না, লিখে রাখি।

উদয় ॥ বিয়ের ব্যবস্থা করবেন বুঝি !

গগন ॥ সবই তো তিনি করাচ্ছেন !

উদয় ॥ তাঁর আর দরকার হবে না !

গগন ॥ ঘটক লেগেছে নাকি? খবরদার, ফালতু পার্টিকে বিশ্বাস করলেই ঠকবেন! আমরা কিন্তু বনেদী ঘটক। হ্যাঁ মশায়, বিয়ের যোগাযোগ কে করাচ্ছে?

উদয় ॥ কেউ না।

গগন ॥ তবে? বিয়ে পাকা বুঝি?

উদয় ॥ তাও না।

গগন ॥ তাহলে—?

উদয় ॥ উনি বিয়ে করবেন না!

গগন ॥ হ্যাঃ, এটা আবার একটা কথা! বয়সকালে সবাই ওকথা বলে, আবার হাড়িকাঠে গলাও দেয়! নিশ্চিন্ত থাকুন, উপযুক্ত পাত্র আমি ঠিক জোগাড় ক'রে আনব।

উদয় ॥ অবশ্য মেয়ের যদি পছন্দ হয় তবে তো—

গগন ॥ হবে না! তবে শুনুন—[খাতা খুলে] জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, শহরে নিজ বাটী, মার্জিতরুচি, সুপুরুষ—

উদয় ॥ থাক থাক, বসুন। আমি গিয়ে মাসিমাকে অর্থাৎ এ বাড়ির গৃহস্বামিনীকে পাঠিয়ে দিই।

গগন ॥ এক মিনিট সার—আপনার বিবাহ কোথায় হয়েছে?

উদয় ॥ আমাকেও কি হাড়িকাঠে ফেলে···

গগন ॥ ছিঃ ছিঃ ছিঃ, আপনার সম্বন্ধে ওকথা বলতে পারি!

উদয় ॥ না, কালীঘাটের জীব তো আমরা—তাই ভয় হয়!

গগন ॥ আপনি কিন্তু বেশ রসিক! আপনার কথাবার্তায় বুঝে নিয়েছি আপনি এখনো অবিবাহিত। যাক, আমার ওপর বিশ্বাস রাখবেন —আমি রাজযোটক মিল দেখে ব্যবস্থা করব। ধরুন না কেন— দুধে-আলতা রং, চাঁপা ফুলের বরণ, গৌরবর্ণা, সুশিক্ষিতা, গৃহকর্ম-

নিপুণা, সূচীবিদ্যাপারদর্শিনী, সুলক্ষণা, সদ্বংশজাতা, দীর্ঘাঙ্গী, সুডোল, স্বাস্থ্যবতী, প্রকৃত সুন্দরী, সঙ্গীতজ্ঞা— [উদয় পূর্বেই ভেতরে গেছে]
আরে, গেলেন কোথা! ও মশায়—ও সার—যাক। একটা পান খেয়ে আসি— [বাইরে গেল]

বনমালী ॥ দেখলি তো—ঘটক মশাই আমার হবু শালাকে পেছু ডাকল! শুভকাজে বাধা! সে যাচ্ছে আমার জাড়-শাউড়ীকে ডাকতে—

মাখন ॥ জাড-শাউড়ী?

বনমালী ॥ হ্যাঁ রে—শুনলি না বড মেয়েটার মা নেই, তার জেঠিকে ডাকতে গেল।

মাখন ॥ তুই বডটাকে বিয়ে করবি নাকি রে?

বনমালী ॥ গগন ঘটক না, মেজো মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ করতে চাইবে—আমি কিন্তু বডটাকে ছাড়া আর কাউকে বে করব না।

মাখন ॥ কেন রে?

বনমালী ॥ আমি না, আমি···ধ্যাৎ, লজ্জা করছে বলতে!

মাখন ॥ বলনা আমাকে—দেখি কি করতে পারি।

বনমালী ॥ তুই-ই পারবি মাখন, তাইতো তোকে এনিছি। আমি ··আমি কি করিছি জানিস?

মাখন ॥ কি?

বনমালী ॥ ঐ বড মেয়েটার সঙ্গে না প্রেমে পড়িছি।

মাখন ॥ করেছিস কি রে বনমালী! কবে থেকে?

বনমালী ॥ আজ থেকে। প্রথম দেখেই না···ব্যস, হয়ে গেছি! কি হবে বল তো মাখন?

মাখন ॥ কি আর হবে—মেজোটাকে পেলেই বড়টার কথা ভুলে যাবি!

বনমালী ॥ না ভাই, ঘটক মশাইকে বল—ওকে না পেলে আমি পাগল হয়ে যাব।

মাখন ॥ না না, আমি ওসব বলতে টলতে পারব না।

বনমালী ॥ আর কে বলবে ভাই! আমি যে তোকে ছাড়া কাউকে জানি না।

মাখন ॥ ও—এখন তো খুব আমাকে ছাড়া কাউকে জানিস না! আর সেদিন যখন তোর আড়তে গিয়ে পঁচিশ টাকা ধার নেবার জন্যে দু'ঘণ্টা বসে রইলুম তখন তো মনে হল আমাকে চিনিসই না! শেষে কত খোসামোদ ক'রে তবে আদায় করি।

বনমালী ॥ মহাজন হওয়ার কি ঝামেলা জানিসনা তো! মরুক গে যাক, যে টাকা নিয়েছিস তা আর তোকে ফেরৎ দিতে হবে না। এখন শুধু ঘটক ঠাকুরকে বলে আমাকে বাঁচা ভাই।

মাখন ॥ ঘটক কি রাজী হবে!

বনমালী ॥ দেখ না চেষ্টা ক'রে—

মাখন ॥ শুধু হাতে চেষ্টা! নগদ কিছু বউনি কর—

বনমালী ॥ দোব রে ভাই, হাত ভরে দোব—আগে কাজটা উদ্ধার ক'রে দে—

মাখন ॥ কাজের উৎসাহ দে! ঐ ঘটক আসছে—এইবেলা দিয়ে দে—

[বনমালী দশটাকার নোট তার হাতে গুঁজে দিল।
গগন ফিরে এল পান চিবোতে চিবোতে।]

গগন ॥ বাবুরা, সামনের পানের দোকান থেকে ধারে পান খেয়ে এলুম—আমার কাছে খুচরো পয়সা নেই তো। যাবার সময় মনে ক'রে দামটা দিয়ে যাবেন। নইলে বাপান্তি করবে!

মাখন ॥ ঘটক মশাই—

গগন ॥ এ্যাঁ—

মাখন ॥ আমি বলি কি—এ বাড়ির বড় মেয়েটির সঙ্গেই সম্বন্ধ করুন।

গগন ॥ তা কেমন ক'রে হয় বাবু!

বনমালী ॥ বল না মাখন, খুব হয়।

মাখন ॥ হ্যাঁ, খুব হয়।

গগন ॥ না না, তাহলে কথার দাম কি রইল!

মাখন ॥ তা বটে!

বনমালী ॥ এই তুইও···তুইও সায় দিচ্ছিস! বল না যে—আপনি চেষ্টা করলেই হয়—

মাখন ॥ আপনি চেষ্টা করলেই হয়।

গগন ॥ না বাবু, তা পারব না।

মাখন ॥ পারবে না বলছে—আর কি বলি?

বনমালী ॥ তাহলে বল···বল···ও দুটোকেই আমি বিয়ে করব।

মাখন ॥ যাঃ, তা কি ক'রে হয়—পুলিসে ধরবে যে!

বনমালী ॥ ধরুক—আমি কলির বনমালী। বড়বাজারে যাত্রায় দেখেছি বনমালী একা ষোলশো মেয়েকে সামলেছে—আর আমি দুটোকে পারব না? খুব পারব।

মাখন ॥ নাঃ, তুই দেখছি বিয়ের জন্যে পাগলা হয়ে গেছিস!

বনমালী ॥ হ্যাঁ ভাই—আমাকে পাগল ক'রে পালিয়েছে ঐ বড় পাগলি!

মাখন ॥ চুপ কর, চুপ কর। শুনতে পেলে বাড়ির লোকে কি ভাববে!

বনমালী ॥ ভাবুক গে—আজ সবাই জানুক আমার মনের ব্যথা।

মাখন ॥ তোর বাবা যখন তোর ব্যথা জানতে পারবেন—তখন তোর কি অবস্থা হবে ভেবেছিস?

বনমালী ॥ কলা—কলা হবে। বাবা আমাকে জব্দ করলে আমিও তাকে জব্দ করতে জানি—হ্যাঁ!

মাখন ॥ কি ক'রে?

বনমালী ॥ বাবার অতবড় আড়ত বাবা মরে গেলে দেখবই না!

মাখন ॥ চুপ, তোর শাশুড়ী-ঠাকরুণ আসছে!

বনমালী ॥ আবার 'শাউড়ী'! বল—জাড়-শাউডী। উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাই মাখন।

মাখন ॥ কিন্তু কম কথ কইবি।

[তারকা এলেন]

তারকা ॥ আপনারা নিমতলা থেকে আসচেন?

মাখন ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। ঘটক মশাই—ঘুমুলেন নাকি?

গগন ॥ এ্যাঁ···হ্যাঁ···না, না···নমস্কার—

তারকা ॥ [নমস্কার ক'রে] রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিলুম, অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি!

গগন ॥ তাতে কি—এ আমাদের অভ্যেস আছে। আমি আপনার দাদা তারকবাবুর লোক।

তারকা ॥ ও—তাই নাকি!

গগন ॥ এই যে—এই শ্রীমানই পাত্র—নিমতলায় পিতার নিজস্ব বাটী, বড়বাজারে তামাকের বৃহৎ আড়ত—

বনমালী ॥ পিঁয়াজপোস্তায় আরও একখানা আড়ত কেনার কথা হচ্ছে! [প্রণাম]

তারকা ॥ বেশ বাবা, বেশ—বাড-বাড়ন্ত হোক তোমাদের। আমার মেয়ের নাম বন্যা—দেখতে শুনতে ভালই, বাড়ন্ত গড়ন। পড়াশোনা করছে—

মাখন ॥ কি পড়েন?

তারকা ॥ এ বছরই ইস্কুলের পড়াটা শেষ ক'রে এগজামিন দেবে।

মাখন ॥ এবার মেয়েকে আমুন—

তারকা ॥ মেয়ে···

মাখন ॥ সংকোচ করবেন না। সাজগোজের দরকার কি—যেমন আছে অমনি আস্থক।

গগন ॥ সাজগোজের দরকার লাগবেও না বাবু, মেয়ে তো নয়, যেন পরী – দেখলেই মনে লাগবে।

মাখন ॥ আপনি দেখেছেন?

গগন ॥ না···হ্যাঁ, দেখেছি একরকম···আমরা বাড়ি দেখেই বুঝতে পারি মেয়ে কেমন হবে।

মাখন ॥ তবুও একবার দেখা···মানে নিয়মরক্ষা আর কি!

বনমালী ॥ এই, বড মেয়েটার কথা বল—

[মাখন চিমটি কাটল, বনমালী চমকে উঠল।]

তারকা ॥ কি বাবা?

মাখন ॥ ছারপোকা!

বনমালী ॥ [সঙ্গে সঙ্গে] ছারপোকা!

তারকা ॥ দেখুন, মেয়ে আমার সন্ধ্যের সময় কোচিনে পড়তে গেছে। আগে জানতে পারলে আর যেতে দিতুম না।

মাখন ॥ তাহলে উপায়···

তারকা ॥ পরে খবর দিয়ে আসবেন—

মাখন ॥ অগত্যা!

গগন ॥ উপায় কি!

তারকা ॥ তাহলে কবে আসছেন?

গগন ॥ যেদিন আমার ওপর আজ্ঞা পডবে—আমি তো আজ্ঞার দাস।

মাখন ॥ এর বাবাকে জিজ্ঞেস ক'রে একদিন আসা যাবেখ'ন। আজ উঠি।

তারকা ॥ শুধু মুখে চলে যাবেন!

বনমালী ॥ যাব না, সম্বন্ধ হলে প্রায়ই আসব মা।

তারকা ॥ নিশ্চয়ই আসবে। কিন্তু আজ শুধু মুখে ছেড়ে দিতে মন চাইছে না—মুখখানা তোমার বড় শুকনো লাগছে। একটু মিষ্টিমুখ—

মাখন ॥ না, না, দেরি হয়ে যাবে—তার চেয়ে একটু চায়ের ব্যবস্থা করুন। গলাও ভিজবে, আপনার মনের খুঁৎ-খুঁতুনিও কমবে!

তারকা ॥ সেই ভাল। আমি এখখুনি আসছি— [গেলেন]

বনমালী ॥ দেখছিস মাখন, আমার ওপর জাড়-শাউড়ীর কত দরদ!

মাখন ॥ যতই হোক, তুই তো হবু-জামাই !

বনমালী ॥ হ্যাঁ, হবু-জামাই ! অথচ এটা ছাড়া আমার ভাল জামাই নেই !

মাখন ॥ পাবি পাবি—সিল্কের, মটকার জামা-টামা সব পাবি।

বনমালী ॥ ঘটক মশাইকে জিজ্ঞেস কর না—কি কি দেবে ?

মাখন ॥ ঘটক মশাই, এরা কি রকম খরচ-টরচ করবে মনে হয় ?

গগন ॥ [কাজে ব্যস্ত] করবে করবে—পুষিয়ে দেবে—যতই হোক বনেদী ঘর তো !

[তারকবাবু এলেন]

তারক ॥ কি হে, গ-গ-ন ঘ-ট-ক !

গগন ॥ তারকবাবু !

তারক ॥ বলতে না বলতেই পার্টি নিয়ে হাজির ! বটতলার উকিলদের মতো তুমিও দেখছি তীর্থের কাকের মতো বসেছিলে !

গগন ॥ তাই বটে !

তারক ॥ আপনাদের মেয়ে পছন্দ হল ?

বনমালী ॥ বল না রে, বড়টাকে—

মাখন ॥ আজ্ঞে, মেয়ে দেখা হয়নি।

তারক ॥ কেন কেন ?

গগন ॥ মেয়ে পড়তে গেছে।

তারক ॥ যাবেই তো ! সন্ধান পেলে অমনি ল্যাজ তুলে দৌড় মারো। বলি একটা খবর-টবর দিয়ে আসবে তো !

গগন ॥ খবর দিই কি ক'রে। এঁনার পিতাঠাকুরের বাতের ব্যামো—আমাকে ধরে বসলেন—গগন, আজকাল ছেলেরা নিজে মেয়ে পছন্দ করতে চায়। তুমি অনেক কালের চেনা, একটা পছন্দসই পাত্রী আমার ছেলেকে দেখাও।

তারক ॥ বটেই তো !

গগন ॥ আপনার কাছে সন্ধান পেয়ে শুভস্য শীঘ্রং ক'রে এঁনাদের নিয়ে এলুম—নইলে আবার অশুভস্য কাল হরণং হয়ে যাবে কি!

তারক ॥ কাল হরণের বাকি রইল কি!

বনমালী ॥ এইবার বল মাখন—নইলে টাকা ফেরৎ দে—

মাখন ॥ [সামলায়] জানেন, এ বাড়ির বড় মেয়েটিকে না আমার বন্ধুর ভারী পছন্দ···মানে ওর খুব উপযুক্ত···

তারক ॥ না না, যাকে দেখতে এসেছেন তাকে আরও উপযুক্ত মনে হবে—খুব সুশ্রী আর বেশ বাড়ন্ত গড়ন।

মাখন ॥ শুনছিস—বাড়ন্ত গড়ন!

বনমালী ॥ বাড়ন্ত গড়ন! তবে বলে দে মাখন, শীগ্রি আসব—

মাখন ॥ জানেন আমরা শীগ্রি আসছি।

তারক ॥ আসতেই হবে। পাত্রী দেখেশুনে নেওয়াই তো ভাল।

[তারকা থালায় ক'রে চা-বিস্কুট নিয়ে আসেন]

তারকা ॥ ওমা, দাদা! বোসো—তোমার চা এখন নয়, পরে। নিন আপনারা, শুধু সামান্য চা—

[সকলে চা নিল]

গগন ॥ সঙ্গে আবার বিস্কুটও দিয়েছেন। তাহলে ঠাকরুণ, আর দুখানা, বিস্কুট—

তারকা ॥ ব'সে খান, আনছি— [গেলেন]

তারক ॥ ওহে গগন, ততক্ষণ একটু এদিকে এস না—কথা আছে।

বনমালী ॥ যদি এ বাড়ির মেজো মেয়েটাকে পছন্দ হয় তাহলে ওটাকেই বিয়ে করি, কি বল?

মাখন ॥ তাই কর।

তারক ॥ গগন, বাপধন, ঘরটির সন্ধান দিয়েছি—বেশ তো কামাবে বাবা। এইবার আমার বিদেয়টা—

গগন ॥ হবে তারকবাবু, হবে। আপনাকে খুশি ক'রে দোব।

তারক ॥ ও কথা সবাই বলে, আর কাজ গুছিয়ে কলা দেখায়!

গগন ॥ ছি-ছি, আমি কি সে পাত্র! অনেকের সঙ্গে কাজ-কারবার করেছি কখনো কাউকে ও জিনিসটি দেখাইনি। পরে ব্যবস্থা করব।

তারক ॥ পরে নয় বাবা—তাহলে পড়েই থাকবে! তার চেয়ে বিশ-পঞ্চাশ যা হয় আগাম দিয়েই দাও—দু'পক্ষেই তো মারবে মোটা দাঁও!

বনমালী ॥ আগেই বলে রাখছি মাখন, বি-এস-এ সাইকেল চাই—সেন-র‍্যালের নীচে খবরদার নামবি না!

গগন ॥ এই নেন—

তারক ॥ একি বাবা, শেষে এই!

গগন ॥ আর কিছু নেই। কাজটা লাগাতে না পারলে এটা আমার আক্কেল-সেলামী!

তারক ॥ উকিলকে বোঝাচ্ছ গগনচাঁদ! আমি কি জানি না—এখানে ফেল করলে আরও দশ জায়গায় চেষ্টা ক'রে তুমি ঠিক একজনকে ফাঁসাবে। দাও বাবা, বাপের সুপুত্তুর হয়ে আরও পাঁচ না দিলে যে উকিলের মান থাকে না!

গগন ॥ একেবারে মারা যাব! যা দিয়েছি তাই নিয়ে আমাকে বাঁচান।

তারক ॥ তোমাকে বাঁচাতে গেলে আমি যে মারা পড়ি গোপাল। ছাড়ো ছাড়ো—

গগন ॥ ছিনে জোঁক!

বনমালী ॥ মাখন, ভেবে দেখলুম—বড় মেয়েটাকেই চাই—বাড়ি গিয়ে বাবাকে মত করা। ও মেয়ে কত পয়া—মা-কালী না করুক, আমার ব্যবসা সিকেয় উঠলে ও না আমাকে রোজগার ক'রে খাওয়াবে!

গগন ॥ পান খেতে দিলুম—আরও দুই।

তারক ॥ দোকানদারী করছ চাঁদ !

গগন ॥ কেস-টেস থাকলে পাঠিয়ে দোব তারকবাবু, আর দরকার হলে আমিও আপনার দুয়ারে ধর্ণা দোব।

তারক ॥ উকিলের দুয়ারে ধর্ণা দেবার আগে তোমার ঘরে যেন মামলা ঢোকে !...শালা, তুমিও বুনো ওল, আমিও বাঘা তেঁতুল !

[তারকা বিস্কুট নিয়ে এলেন]

তারকা ॥ নিন ঘটকমশাই, আপনার দুখানা বিস্কুট—

গগন ॥ দেন। [পকেটে রেখে] পকেটেই থাক, কাল সকালে খেয়ে চা খাব। আসি ঠাকরুণ, বাবুরা আসুন—আমি ততক্ষণ দুখানা রিকসো ডাকি। [চলে গেল]

তারকা ॥ বাবাজী, তুমি একখানা বিস্কুট আধকাপ চা ফেলে রাখলে কেন ?

বনমালী ॥ আজ্ঞে, আমার জামাইবাবুকে মা যা খেতে দেয় তা থেকে খানিকটা পাতে রাখতে দেখে শিখেছি।

মাখন ॥ চল বনমালী—

বনমালী ॥ আমাকে আশীর্বাদ করুন মা, আমি যেন আবার ফিরে আসি।

[তারকার পায়ের তলায় দশ টাকার নোট রেখে প্রণাম করে, তারকা নোটটা তুলে নেন।]

তারকা ॥ এস বাবা—ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক।

বনমালী ॥ ধন তো অনেক পেয়েছি মা, লক্ষ্মী কই...পুত্র তো আরও দূরে !

[মাখন বনমালীকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল]

তারক ॥ হ্যাঁরে তারকা, দশ টাকা প্রণামী দিল ! তোর ওপর ছেলেটির দেখছি অতিভক্তি !

তারকা ॥ হবে না ! একটা সম্পর্ক হতে চলেছে। তবে ছেলেটা যেন কি রকম ! তা হোক গে—ব্যাটা ছেলে তো ! বাপের পয়সা আছে, বাড়ি আছে—আমার বন্যা একেবারে জলে পড়বে না—কি বলো !

তারক ॥ না না, সুখে থাকবে।

তারকা ॥ হ্যাঁ দাদা, তুমি এলে আমার অঞ্জন-আম্রাকে আনলে না? তারা ভাল আছে তো?

তারক ॥ তোর ভাইপো-ভাইঝি ভাল থাকলে তোর ছেলেমেয়েও আমার কাছে ভাল থাকবে।

তারকা ॥ একবার আনলেই পারতে—অনেকদিন দেখিনি।

তারক ॥ থাক না দিন কতক। এক কাজ করিস তারকা, যাবার সময় নগদ কিছু দিয়ে দিস—এ শুধু তোর বৌদির জন্যেই বলছি—সে তাহলে খুব খুশি হয়।

তারকা ॥ আচ্ছা সে হবে'খন।

তারক ॥ তা হ্যাঁরে, কি ব্যাপার—বাড়িতে আর একটা বড মেয়ে থাকতে বন্যার জন্যে ঘটক লাগাতে খবর দিলি?

তারকা ॥ তোমার কাছে কিছুই লুকোব না দাদা। এই মাগগীগণ্ডার বাজারে তোমার ভগ্নীপোত কতই বা রোজগার করে যা দিয়ে এত বড় সংসারটা চালানো যায়! তারপর চারদিকে ধার-দেনা। জানো তো অনেক কষ্টে বীথি চাকরীটা পেয়েছে—এখনই যদি ওর বিয়েটা দিয়ে ছেড়ে দিই, তাহলে সংসারটা কাণা!

তারক ॥ কাণাই তো!

তারকা ॥ তবে! আমার মুখে জুতোটা মারো দাদা! এ নিয়ে তোমার ভগ্নীপোতকে বলেছিলুম বলে সে তো আমার সঙ্গে ভাল ব[illegible] কথাই বলে না! এমন মানুষ—চিরটা কাল নিজের ভাল বুঝতে শিখল না!

তারক ॥ কিন্তু বীথির মতিগতি তোদের ওপর কি রকম শুনি?

তারকা ॥ সে কথা ব'লো না। ফেঁসেছে—না ভাগলে বাঁচি!

তারক ॥ এ তো ভাল কথা নয়! শীঘ্রি একটা বিহিত কর—

তারকা ॥ বিহিত করতে পার তুমি—তাই তোমাকে ডাকা।

তারক ॥ দাঁড়া-দাঁড়া, তুই তোর উকিল-দাদাকে ভেলকি লাগিয়ে দিলি! ব্যাপারটা চিন্তা করবার সময় দে—। বীথির মনে ঝড়…হয়ত… হুঁ…সংসারটা হবে অচল…সব আশা-ভরসা যাবে নিভে…হুঁ, ঠিক…ঠিক!

তারকা ॥ তাহলে বলো দাদা—কি করতে পারি!

তারক ॥ আপাতত আমার বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিতে পার!…বাড়িতে সিগরেট-টিগরেট আছে?

তারকা ॥ দাঁড়াও, আমার নিরঞ্জনের বালিশের তলাটা হাতড়ে দেখি।

তারক ॥ শেষে ভাগ্নের সিগরেট খাব!

তারকা ॥ নইলে কে কিনতে যাবে?

তারক ॥ তাই আন— [তারকা ভিতরে যান]

স্থতো ছাডব? উঁহুঁ, উকিলের পরামর্শ অত সহজলভ্য নয়! তাছাডা ভাগ্নীর Personal affair এ হাত না দেওয়াই ভাল। কিন্তু একটুখানি স্থতো না ছাড়লে যে দাম মিলবে না!

[তারকা সিগারেট ও দেশলাই আনেন]

তারকা ॥ এই নাও দাদা—

তারক ॥ [ধরিয়ে] ভ্যাখ, অনেক ভেবে-চিন্তে দেখলুম—

তারকা ॥ কি ঠিক করলে?

তারক ॥ [ধোঁয়া ছাড়ে] কিছু না।

তারকা ॥ সে কি—তুমিও হার মানলে!

তারক ॥ কি মতলব দিই বল দিকি! যদি পারিস ওদের ভাবের ঘরে ফাটল ধরা—তাহলেই ভাগ্নীর ঘাড় থেকে ভূত ছেড়ে যাবে!

তারকা ॥ ভূত ছাড়ানোর সরষে-পড়াও তো দরকার! যাকগে, চা-জলখাবার খাবে এস—

তারক ॥ ব্যস্ত হচ্ছিস কেন! আগে আমার কমিশনটা দে—

তারকা ॥ সে আবার কি?

তারক ॥ বড়লোক পাত্র তোর দরজায় হাজির! এ কৃতিত্ব আমার! তাই আমার কিছু পাওনা-থোওনা আছে তো?

তারকা ॥ আছেই তো! এস, খাবে এস—কোন সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছ!

তারক ॥ উঁহু—আগে দক্ষিণা, তারপর ভোজন!

তারকা ॥ তুমি বড় জ্বালাও!

তারক ॥ তোদের একটু না জ্বালালে আমাদের যে পেট জ্বলে!

তারকা ॥ নাও—বীথির কিছু ট্যাকা আঁচলে ছিল, তা থেকে এই কটা নোট দিলুম। খুশি তো?

তারক ॥ উকিলকে অত সহজে খুশি করা যায় না বোন!

তারকা ॥ উকিল হয়ে তুমি আমার বাড়ি আসনি—এসেছ আমার দাদা হয়ে।

তারক ॥ সত্যি তারকা, তোর মতো দাদা-অন্ত-প্রাণ মেয়ে—বিশেষ ক'রে চার ছেলেমেয়ের মায়ের এমন সুমতি—এ যুগে নেই বললেই চলে। তাই তো তোর ওপর আমার দাবীরও শেষ নেই।

তারকা ॥ এ তো আমার কর্ত্তব্য দাদা।

তারক ॥ তাই বলে তোকে ঠাট্টা ক'রে বলতে না বলতেই অমনি টাকা বের ক'রে দিলি! পাগলী আর কাকে বলে! ওরে, আমার যত অভাবই থাক তবু ছোট বোনের কাছে হাত পেতে এ কি আমি নিতে পারি! ছি-ছি-ছি-ছি, নরকেও যে আমার ঠাঁই হবে না!

তারকা ॥ তাহলে থাক দাদা—পাপ ক'রে কাজ নেই!

তারক ॥ না না, তুই যদি তোর ভাইপো-ভাইঝিদের মিষ্টি খেতে দিস তাহলে আমি 'না' বলব না।

তারকা ॥ বেশ তো, তাই দিলুম। এবার খাবে এস।...বীথু—বীথু-মা, খাবি আয়—

তারক ॥ বীথি কি ওর ঘরেই রয়েছে?

তারকা ॥ হ্যাঁ—

তারক ॥ খাবার দে—আমি ডেকে নিয়ে যাচ্ছি। [তারকা যান]
বীথি, আমি মামাবাবু রে—শীগ্রি দরজা খোল—

[বীথি ঘর থেকে বেরোয়]

বীথি ॥ ওমা, কতক্ষণ মামাবাবু?

তারক ॥ কিছুক্ষণ। তোর চোখগুলো ভারীভারী—ঘুমুচ্ছিলি নাকি রে?

বীথি ॥ শুয়েছিলুম, হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছি।

তারক ॥ অফিসে খুব পরিশ্রম হচ্ছে বুঝি! এইজন্যেই একটু-আধটু রিক্রিয়েশন দরকার। কাল রোববার—তোর তো কোনো কাজ নেই?

বীথি ॥ না। কেন বলুন তো?

তারক ॥ ম্যাটিনী শো-এ তোর মামীমাকে নিয়ে সিনেমায় যাচ্ছি—এক মক্কেল পাশ দিয়েছে—তুইও চল না আমাদের সঙ্গে।

বীথি ॥ না মামাবাবু—

তারক ॥ না কেন! আমি তারকাকে বলে যাচ্ছি। তাছাড়া তুই-ই তো একদিন দুঃখ করেছিলি মামাবাবু একদিনও সিনেমা দেখায়নি!

বীথি ॥ ও, সেইজন্যে! না থাক, যাব না। মনটা ভাল নেই।

তারক ॥ মন ভাল নেই বলেই তো আরও যাবি। নে, পাশটা তোর কাছেই রাখ—বন্যা যদি যেতে চায় ওকেও নিয়ে নিস। [দিলেন]
আর কাল একটু আগে বুকিং-অফিসে গিয়ে ট্যাক্স জমা দিয়ে সিট নম্বরগুলো কিন্তু নিয়ে নিস। জানিস তো তোর মামীমার আবার

আঠারো মাসে বছর—হল-এ পৌছুতেই হয়ত তিনটে বাজবে। ...আরে উদয়চাঁদ যে!

[উদয় বেরিয়ে এল]

উদয় ॥ কেমন আছেন মামাবাবু?

তারক ॥ ভালই আছি। তোরা ভাল তো?

উদয় ॥ হ্যাঁ—

বীথি ॥ উদয়দা কি যাচ্ছ?

উদয় ॥ হ্যাঁ—

তারক ॥ বীথি, আমার আর তর সইছে না রান্নাঘরে যাচ্ছি। তুইও আয় শীঘ্রি— [গেলেন]

উদয় ॥ [পেয়াদার ভঙ্গিতে] শকুনিমামা হাজির—!

বীথি ॥ যাও, তুমি বড যা তা বলো!

উদয় ॥ এই শোন, সুকুমারের বাড়িটা এখান থেকে কতদূরে রে?

বীথি ॥ সামনের রাস্তা ধরে পাঁচ-ছ'মিনিট হাঁটলেই...কিন্তু কেন?

উদয় ॥ সে আমাকে অনেকবার যেতে বলেছিল, আমার নোটবুকে তার ঠিকানাও লেখা আছে। যাবার সময় তাকে শীঘ্রি বিয়ের ব্যবস্থা করতে বলব। আর কাল এসে আমি তোকে সমস্ত রিপোর্ট দেব।

বীথি ॥ না, ওকে কিছু বলতে হবে না। আমি...আমি এখন রাজী নই।

উদয় ॥ কেন?

বীথি ॥ তুমি বোধ হয় জানো না যে, জ্যাঠামণি আমাদের মানুষ করবার জন্য একদিন মোটা ঋণ নিয়ে এ বাড়িটাকে সেল-ডিড ক'রে দিয়েছিলেন পাশের বাড়ির গৌরবরণবাবুকে।

উদয় ॥ তাই নাকি!

বীথি ॥ সামান্য প্রাইমারী স্কুলে মাস্টারি ক'রে জ্যাঠামণির পক্ষে অতবড় সংসার চালানো কি সম্ভব ছিল? তারপর মায়ের অসুখেও অনেক

টাকা খরচ হয়ে গেছে। এদিকে ঋণের মেয়াদ শেষ, অথচ সুদে-আসলে হাজার তিনেক টাকা বাকী।

উদয় ॥ তার জন্য বিয়ে আটকাবে? বিয়ের পরেও তো দুজনে মিলে ওটাকা শোধ দিতে পারিস।

বীথি ॥ সেটা আমি সম্মানের মনে করি না উদয়দা। তাছাড়া আমার ঋণের মধ্যে আমি অন্য কাউকে জড়াতে চাই না।

উদয় ॥ এটাকে তুই নিজের ঋণ বলে ভাবছিস কেন?

বীথি ॥ জাঠতুতো ভাইবোনদের আমি আলাদা ক'রে দেখি না উদয়দা। ওদের জন্য যে ঋণ, সে ঋণ আমার জন্যও! জ্যাঠামণির পক্ষে সম্ভব নয়—তাই আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে আমাকেই ঋণ শোধ করতে হবে।

উদয় ॥ সুকুমারকে তুই বোধ হয় এসব কথা কিছুই বলিস নি?

বীথি ॥ না।

উদয় ॥ সে শুনলে নিশ্চয়ই তোকে ঋণমুক্ত ক'রে তার সংসারে নিয়ে যেত।

বীথি ॥ সেটা আমার পক্ষে হত অসহ্য! সারা জীবন সে আমাকে দয়া করেছে বলে ভাবতুম।

উদয় ॥ আর আমি যদি তোর ঋণ কিছুটা হালকা করি?

বীথি ॥ আমি সক্ষম থাকতে কাউকেই সে ভার নিতে দেব না।

উদয় ॥ এ রকম মনের জোর জীবনে খুবই দরকার। তবু তোদের ভালর জন্যই বলছি বীথি—তোরা অন্তত রেজিস্ট্রেশনটা সেরে রাখ। তারপর…তারপর One fine morning আমি যেন দেখতে পাই তোর ঐ সাদা সিঁথি লাল হয়েছে! [চলে গেল]

[তারকবাবু ও তারকা এলেন]

তারক ॥ বীথি, আমি যাচ্ছি মা। তাহলে ঐ কথা রইল—একটু সময় হাতে নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ো, তারপর যা বললুম তা ক'রে লবিতে অপেক্ষা ক'রো—কেমন? চলিরে তারকা—

তারকা ॥ আবার আসবে দাদা—বৌদিকেও এনো।

তারক ॥ আচ্ছা— [গেলেন]

[সঙ্গে সঙ্গে গৌরবরণবাবু ঢুকলেন]

গৌরবরণ ॥ বৌঠান—বৌঠান কই? এই যে—! বীথি, তুমি একটু ভেতরে যাও তো মা। [বীথি ঘরে যায়]

তারকা ॥ কি ব্যাপার ঠাকুরপো?

গৌরবরণ ॥ বলি, আমার কথা তো বিশ্বাস হয় না—সত্যিকথা বললেই তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন! সেদিন যখন বললুম—বৌঠান, আপনার মেয়েকে একটু সামলান—

তারকা ॥ ফের আমার মেয়ের সম্বন্ধে কথা বলতে এসেছেন!

গৌরবরণ ॥ দরকার হয়েছে বলেই এসেছি। সেদিন আমার ওপর চটে লাল হয়ে অকথ্য অপমান করলেন!

তারকা ॥ আবার কিছু বলার চেষ্টা করলে অপমান করব!

[বীথি দরজার ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে দেখতে থাকে]

গৌরবরণ ॥ তা আপনার অসাধ্য নয়। কিন্তু তাতে কি পাড়ার পাঁচজনের মুখ বন্ধ করতে পারবেন? সবাই এক বাক্যে বলবে আপনার মেয়ে বন্যা পাড়ার ছেলেগুলোর মাথা খাচ্ছে, আর বাড়িটাকে একেবারে ইয়েখানা করে তুলেছে!

তারকা ॥ ঠাকুরপো! আমাদের বাড়িটা আপনি বন্ধক রেখেছেন বলে যখন খুশি যা তা বলবেন সে আমি সইব না। মুখ সামলে কথা বলবেন বলে দিচ্ছি!

গৌরবরণ ॥ মুখ আর সামলাতে পারছি কই বৌঠান! আপনার পাশের বাড়িতে বাস—এ আমার কত জন্মের পাপ কে জানে! সকাল-সন্ধ্যেয় ঘরের জানলা খুলে রাখলেই কানে আসবে হাসি-ঠাট্টা ইয়ার্কি, আরও কত কি!

তারকা ॥ মুখ আপনার খসে যাবে ঠাকুরপো! মিছে কথা বললে মা-শেতলার কোপ আপনার সংসারে পড়বে!

গৌরবরণ ॥ পড়ুক—তবু এ কেলেঙ্কারী অসহ্য! ঘরে আমাদেরও ছেলেমেয়ে আছে, তারাও বড় হচ্ছে—তাদের মানুষ করতে হলে এসবের প্রতিবাদ করতেই হবে।

তারকা ॥ আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে ওসব করুন গে!

গৌরবরণ ॥ আমি বেরিয়ে গেলেই জানবেন পাড়ার বিশ-ত্রিশ জন লোক এখুনি ভিড় ক'রে এখানে ঢুকবে।

তারকা ॥ ও, আপনারা তাহলে দল বেঁধেছেন আমাদের সরাবার জন্যে! এটা কি ভাল হবে ঠাকুরপো—ধর্মে সইবে?

গৌরবরণ ॥ আর আপনি যা প্রশ্রয় দিচ্ছেন তাও কি ধর্মে সইবে! ভাল চান তো এখনো মতিগতি পালটান!

তারকা ॥ কি—আমাকে ভয় দেখানো! তারকাসুন্দরীর মুখের ওপর জবাব করতে আজ পর্যন্ত পাড়ায় কেউ পারেনি, আর আপনার এতদূর সাহস—

গৌরবরণ ॥ সাহস আমার অমনি হয়নি বৌঠান! একটু পরেই বুঝতে পারবেন আমার কথা সত্যি কি মিথ্যে!

তারকা ॥ কি বলতে এসেছেন শুনি!

গৌরবরণ ॥ যা বলতে এসেছি তা আর বলতে দিচ্ছেন কই! আপনি তো চটেই অস্থির—

[বনবিহারী আসেন]

তারকা ॥ চটব না! এই যে, তুমি এসেছ—শোনো, শোনো ঠাকুরপোর কথা।

বনবিহারী ॥ কি হয়েছে?

তারকা ॥ পিতিবেশী লোক হয়ে আমাদের একেবারে সহ্য করতে পারে না। বাড়িটা এবার চাইছে গেরাস করতে! ওগো, চলো আমরা কোনো পাড়াগাঁয়ে থাকি গে। পাড়াগেঁয়ে মেয়ে আমি—শহরের সুখ সইবে না।

বনবিহারী ॥ ব্যাপার কি হে গৌরবরণ?

গৌরবরণ ॥ বনবিহারীদা, আপনি তো বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকেন না, তাই জানেন না এ বাড়ির কেলেঙ্কারীতে পাড়ায় টেকা দায়।

তারকা ॥ না, না, তুমি ওর কথা বিশ্বাস ক'রো না—ডাহা মিথ্যে সব। আমার বন্যার নামে বিচ্ছিরি-বিচ্ছিরি কথা বলছিল—

গৌরবরণ ॥ সে সব সত্যি কি মিথ্যে পুলিস এলেই বুঝবেন।

বনবিহারী ॥ পুলিস! এ বাড়িতে পুলিস আসবে কেন?

গৌরবরণ ॥ আপনার বাইরের ঘরের ভাড়াটে অজয়—তাকে নিয়ে যে কেলেঙ্কারী করছে বন্যা—পাড়ার সবাই তা জানে। একটু আগে কি হয়েছে জানেন—পার্কের অন্ধকারে দুজনে বসে···ছি, সে কথা মুখে আনাও পাপ!

তারকা ॥ না না, তুমি ওসব শুনো না। ও ছোটলোক—হিংসুক—আমাদের ভাল দেখতে পারে না!

গৌরবরণ ॥ আমাকে যাই বলুন বৌঠান—মনে মনে সবই বোঝেন। মেয়েটাকে আদর দিয়ে মাথায় তুলেছেন। আপনার দোষেই আজ তাকে শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে—

বনবিহারী ॥ বন্যা···!

গৌরবরণ ॥ সে আজ পুলিসের হাতে ধরা পড়েছে।

তারকা ॥ এঁ্যা, পুলিসে ধরেছে!

বনবিহারী ॥ সে কি!

গৌরবরণ ॥ দোকান বন্ধ ক'রে বাড়ি আসবার সময় দেখে এলুম পার্কের ধারে খুব ভিড়, ভেতরে উঁকি মারতেই দেখি—পুলিস ওদের দুজনকে খুব ধমক দিচ্ছে। পাশের লোককে জিজ্ঞেস ক'রে ব্যাপার-স্যাপার জানতে পারলুম। আসছে এখুনি, এলে আপনারাও জানতে পারবেন। নমস্কার বৌঠান—

[বেরিয়ে যান। তারকা দরজা বন্ধ করেন।]

বনবিহারী ॥ এসব কি···এসব কি শুনছি! মেয়ের মাথাটা তুমিই চিবিয়ে খেয়েছ! সবই তোমার প্রশ্রয়ের ফল। তিন-তিনবার চেষ্টা করেও পরীক্ষায় পাশ করতে পারল না—অথচ মুঠোমুঠো টাকা খরচ হচ্ছে! মেয়েকে সৎশিক্ষা দিতে পারনা বলে তাকে অসৎপথে ঠেলে দিলে! ছি-ছি-ছি—

তারকা ॥ তুমি থামবে কি না! বাজে নেকচার আমার ভাল লাগে না। আমি পেটে ধরেছি ওকে—ওর ভালমন্দ আমি বুঝি না, বোঝ তুমি!

বনবিহারী ॥ ওঃ, গৌরবরণের কথায় মাথাটা আমার নীচু হয়ে গেল। এবারে পুলিসে যদি জানতে পারে যে বন্যা এক শিক্ষকের মেয়ে···তাহলে ···তাহলে আত্মহত্যা ছাড়া আমার কি অন্য উপায় থাকবে!

তারকা ॥ আবার ঐসব বাজে বুকনি! আগে পুলিস তো আসুক, তারপর দেখা যাবে।

[দরজায় ঘা পড়ে: "বাড়িতে কে আছেন? দরজা খুলুন।" বনবিহারীবাবু দরজা খোলেন: বন্যা ঢোকে, পেছনে পুলিস-সাব-ইন্সপেক্টর।]

পুঃ সাঃ ইঃ ॥ নমস্কার, আমি এ থানার সাব-ইন্সপেক্টর—বন্যাদেবীকে পৌঁছে দিতে এসেছি। আপনিই কি বনবিহারীবাবু?

বনবিহারী ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ—

পুঃ সাঃ ইঃ ॥ আর আপনি নিশ্চয়ই বন্যাদেবীর মা ?

তারকা ॥ হ্যাঁ বাবা।

পুঃ সাঃ ইঃ ॥ দেখুন, এঁর হাতের খাতাপত্র দেখে ছাত্রী বলেই মনে হয়। অথচ ইনি অজয় নামে একটি লোকের অসৎসঙ্গে পড়ে অবৈধভাবে মেলামেশা করছেন। এবারে এদের ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল, পরে বাধ্য হব এ্যারেস্ট করতে !

তারকা ॥ হ্যাঁরে হতভাগী, হতচ্ছাড়ী—[চড় মারেন] তোর কাণ্ড এই !···বাবা, ছেলেমানুষ তো—একটা অন্যায় ক'রে ফেলেছে। ঠিক আছে, ওকে আমি শাসন করছি।

পুঃ সাঃ ইঃ ॥ আশা করি, এরপর থেকে আপনারা বন্যাদেবীর ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। [চলে যান]

তারকা ॥ কিগো—বলি মুখটা অমন হাঁড়ি ক'রে চললে কোথায় ?

বনবিহারী ॥ বসুন্ধরা দ্বিধা হলে তার ভেতরেই যেতুম ! তা তো আর হল না —তাই আপাততঃ লজ্জা ঢাকতে বাড়ির ভেতরে যাচ্ছি ! [যান]

তারকা ॥ তাই যাও। কলি ! কলি ! এ ঘোর কলি ! বড়টির দেখেই ছোটটি শিখেছে। ঘরে আগেই পাপ ঢুকেছে সেই পাপ এখন ছড়াচ্ছে। নইলে একরত্তি দুধের বালার সাধ্য কি যে কুপথে যায় !

বন্যা ॥ মা—তুমি আমাকে মারলে !

তারকা ॥ তোর আর দোষ কি মা ! কাঁদিসনি—ও তোকে লোক-দেখানো চড় মেরেছি। আয়, আয়, কোলে আয় মা, কোলে আয়—আমার সোনা, আমার মানিক। চ, রাত হয়েছে, খাবি চ !

[দুজনে ভেতরে যায়]

[বনবিহারী এলেন]

বনবিহারী ॥ বীথি—বীথি-- [বীথি ঘর থেকে বেরুল]

শুনলি, শুনলি মা তোর বড়মার কথাগুলো ?

বীথি ॥ শুনলুম জ্যাঠামণি !

বনবিহারী ॥ তোকে দোষ দিচ্ছে···সব দোষ নাকি তোর !

বীথি ॥ আমার অদৃষ্ট !

বনবিহারী ॥ তবু তুই এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করবি না ! মুখ বুজে সব সহ্য ক'রে এইখানে পড়ে থাকবি ? তুই বেরিয়ে যা—বেরিয়ে যা হতভাগী—আমার চোখের সামনে থেকে দূর হ !

বীথি ॥ কেন, আমি তো···আমি তো বেশ আছি জ্যাঠামণি !

বনবিহারী ॥ না—আমার চোখের সামনে তুই মনমরা হয়ে থাকিস···আগের চেয়ে কত রোগা হয়েছিস···মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে···আমি কি তাও টের পাইনা ভাবিস ?

বীথি ॥ আর তুমি·· তুমিও তো কি রকম হয়ে গেছ !

বনবিহারী ॥ শুধু তোরই কথা ভেবে ভেবে মা ! সংসারের অভাব-অনটন আমাকে নোয়াতে পারেনি, কিন্তু তোর দুঃখ···

বীথি ॥ জ্যাঠামণি !

বনবিহারী ॥ তোর চরম দুঃখের মাঝেও তোকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার নেই—তবু বলছি মা, তোর এই দুঃখ-সহার তপস্যা তোকে বিজয়িনী করুক।

বীথি ॥ তোমার আশীর্বাদ মাথা পেতে নিচ্ছি জ্যাঠামণি। আমার চরম দুঃখের মাঝে তুমিই তো আমার পরম আপন·· তুমিই আমার একমাত্র সান্ত্বনা। তোমার মুখের পানে তাকালে আমি আমার বাবাকে দেখতে পাই জ্যাঠামণি, আমার বাবাকে দেখতে পাই।

তবে কোথায়, কোথায় আমার দুঃখ···এই তো···এই তো আমি হাসছি···এই তো আমি হাসছি···

[বনবিহারীর বুকে মাথা রেখে হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলে ; বনবিহারী স্নেহের করস্পর্শ দেন।]

॥ পর্দা ॥

২

॥ সংঘাত ॥

[সেই ঘর। পরদিন রবিবারের **অপরাহ্ণ**। বন্যা গানে মত্ত, অজয় জ্বলন্ত সিগারেট হাতে তার মুখের দিকে চেয়ে বসে আছে। টিপয়ের ওপর বই খাতাপত্র। রেললাইন দিয়ে একখানা ট্রেন যাচ্ছে।]

(বন্যার গান)

না না না না, না না না না,
এ নয় আমার ছলনা।
ওগো প্রিয়, সংশয়-দোলায়
যেন দুলো না ॥

হৃদয়ের দুরন্ত গাড়ি যায়
জীবনের পথে—
তার চলতি চাকার ছন্দে
মন মোর দোলে আনন্দে
যৌবন-কুসুম-গন্ধে-গন্ধে
ছন্দ জাগে মনোরথে।

ভুলের বালুচরে পথ হারিয়ে
আমায় তুমি ভুলো না ॥
ওগো প্রিয়, তুমি বলো না—
এ নয় আমার ছলনা ॥

অজয় ॥ না, না, এ তোমার ছলনা নয় বন্যা। তোমার যৌবন-গন্ধ সত্যই আমার মনোরথে ছন্দ জাগিয়েছে!

বন্যা ॥ [হাসে] তবু ভাল!

অজয় ॥ এস, কাছে এস—

বন্যা ॥ উঁহু, অনেকক্ষণ ধরে অঙ্ক কষেছি জয়দা, আর নয়—এবার হয়ত হিসেবের খেই হারিয়ে ফেলব!

অজয় ॥ ভয় কি—আমি আছি, মিলিয়ে দেব!

বন্যা ॥ অত বিদ্যে রাখব কোথায়!

অজয় ॥ মাথায় ক'রে বরের ঘরে নিয়ে যাবে!

বন্যা ॥ এই, ইয়ার্কি!

অজয় ॥ শুনেছি। কাল তোমাকে এক আড়তদার দেখতে এসেছিল—

বন্যা ॥ দেখতে তো পায়নি মশাই—

অজয় ॥ আবার তো আসবে তারা।

বন্যা ॥ আসুক না—দেখা পেলে তো!

অজয় ॥ কেন, তুমি বিয়ে করবে না?

বন্যা ॥ আমার বিয়ের কোনো দরকার আছে?

অজয় ॥ আবার দুর্বল ক'রে দিচ্ছ! বন্যা— [ধরতে যায়]

বন্যা ॥ এই, এখুনি কিন্তু মা এসে পড়বে—অনেকক্ষণ পাড়া বেড়াতে গেছে।

অজয় ॥ তোমার মা আমাকে স্নেহের চোখে দেখেন, কিন্তু তোমার বাবা—

তোমার বাবা আজ সকালে আমাকে কড়া নোটিস দিয়েছেন শীঘ্রি ঘর ছেড়ে দিতে হবে। কি করি বলতো ?

বন্যা ॥ কি আর করবেন—থাকবেন। নোটিস দিলেই কি সহজে ভাড়াটে তোলা যায় !

অজয় ॥ তোমার কথায় তবু ভরসা পাচ্ছি। কিন্তু তিনি এখুনি এসে পড়বেন না তো ?

বন্যা ॥ না, বাবা ছেলে পড়াতে গেছেন।

অজয় ॥ রবিবারেও— ?

বন্যা ॥ হ্যাঁ।

অজয় ॥ যাক···বড্ড ভয় করছিল !

বন্যা ॥ ভয় কাকে ? বাড়িতে আর তো কেউ নেই—

অজয় ॥ বন্যা— [আবার ধরতে যায়]

বন্যা ॥ আঃ··· [সরে গিয়ে খিলখিল ক'রে হাসে]

জয়দা, আপনি বড্ড ছেলেমানুষ !

[দরজায় আঘাত]

বন্যা ॥ কে ?

[দরজা খুলল, দেখা গেল সামনে দাঁড়িয়ে গৌরবরণবাবু হাসছেন।]

গৌরবরণ ॥ আমি মা-লক্ষ্মী, আমি গৌরবরণবাবু। বিরক্ত হলে নাকি ? কি করছিলে—বড্ড ব্যস্ত বুঝি ! কপাটের ঘুলঘুলি দিয়ে দেখছিলুম তো—ব্যস্তই মনে হল। তা অজয়বাবু কতক্ষণ ? অবশ্য ঘণ্টা-দুই ধরে জানলা দিয়ে দুজনেরই গলার আওয়াজ পাচ্ছি !

অজয় ॥ হ্যাঁ, বন্যাকে পড়াতে এসেছিলুম—

গৌরবরণ ॥ ও, উনি বুঝি গান গেয়ে গেয়ে পড়ছিলেন !

বন্যা ॥ সে খবরে আপনার কি দরকার !

গৌরবরণ ॥ কিছু না। আর তুমিও তো মা, পড়া পারছিলে না—তাই তার শাস্তিও পাচ্ছিলে!

বন্যা ॥ আপনি কি জন্য এসেছেন তাই বলুন!

গৌরবরণ ॥ রেগো না মা-লক্ষ্মী, আমাদের ইস্ত্রিটা যে আজ সাতদিন ধরে পড়ে আছে—

বন্যা ॥ চুপ করে দাঁড়ান—এনে দিচ্ছি। [ভেতরে যায়]

গৌরবরণ ॥ [হাসেন] মা-লক্ষ্মীর বয়সটা কাঁচা—তাই ঝাঁজটা বেশি! অজয়বাবু, কালকের ঐ ব্যাপারের পর ফের আপনি এ বাড়িতে! ছিঃ ছিঃ ছিঃ—আপনি ভদ্রলোকের ছেলে…লেখাপড়া জানেন… আপনিও শেষ পর্যন্ত…

[বন্যা ইস্ত্রি আনে]

বন্যা ॥ এই নিন ইস্ত্রি—। মাকে বারণ ক'রে দোব—পরের ইস্ত্রি আমার ভাল লাগে না।

গৌরবরণ ॥ পরের ইস্ত্রি তোমার ভাল লাগে না, কেমন? তা বেশ! শীগ্গি তুমি তো মা পরের স্ত্রী হতে যাচ্ছ, তখনও কি অজয়বাবুর পরের স্ত্রী ভাল লাগবে না?

বন্যা ॥ আপনি যাবেন কিনা!

গৌরবরণ ॥ তেজটা একটু কম দেখিয়ো মা! কাল রাতের ব্যাপার তো সব জানি!

[তারকা বাড়ি ঢোকেন]

এই যে বৌঠান—এটা নিতে এসে এদের একটু বিরক্ত ক'রে গেলুম, মাপ করবেন! [বেরিয়ে যান]

বন্যা ॥ দেখলে মা, প্রতিবেশীর রকম-সকম দেখলে!

তারকা ॥ কি বলছিল রে?

বন্যা ॥ যা মুখে এল তাই। যাও এবার—খুব গায়ে পড়ে ওদের সঙ্গে ভাব করগে। আমিও দিয়েছি ধুইয়ে!

তারকা ॥ না রে, চটাসনি—আবার কি করতে কি ক'রে বসবে!

অজয় ॥ আমি এবার যাচ্ছি কাকীমা।

তারকা ॥ সে কি বাবা, কতক্ষণ আর এসেছ! বোসো। আজ তো রোববার—কি কাজ তোমার?

অজয় ॥ এক বন্ধুর বাড়ি যাব।

তারকা ॥ তাহলে বন্যা এক কাজ করনা মা, অজয়কে রান্নাঘরে নিয়ে যা—মাংস আছে, একটু গরম ক'রে পাঁউরুটি দিয়ে খেতে দে।

অজয় ॥ সে সব আগেই হয়ে গেছে কাকীমা। জানেন তো মাংস আমি কতো ভালবাসি!

তারকা ॥ তা হ্যাঁরে, কি অংক আটকাচ্ছিল বলছিলি—তোর জয়দাকে দেখা না।

বন্যা ॥ দেখিয়েছি মা।

অজয় ॥ আমি যাচ্ছি—

তারকা ॥ এস বাবা। বন্যাকে বলছিনু, কি দরকার মা ঘর থাকতে বাইরে গিয়ে বসবার! তোমার যখনই দরকার হবে বাবা, নিজের ঘর মনে ক'রে এখানে এস।

অজয় ॥ আসব বইকি কাকীমা, নিশ্চয়ই আসব! [চলে গেল]

তারকা ॥ কি রে, সন্ধ্যে হল, পড়তে বোস। এবার তোর মাস্টার আসবে! মনে আছে তো যা যা বলেছি?

বন্যা ॥ হ্যাঁ মা…কিন্তু বড ভয় করছে!

তারকা ॥ ভয় কিসের রে?

বন্যা ॥ যদি ধরা পড়ি…

তারকা ॥ দূর, তুই চালাক মেয়ে হয়ে এটুকু আর পারবি নি! না পারলে যে আমাদেরই ক্ষতি মা।

বন্যা ॥ সে কথা বুঝি মা, কিন্তু—

তারকা ॥ শোন, আর কিন্তু-টিন্তু নয়, কাজটা তোকে করতেই হবে। দেখিস মা, মুখ রাখিস—

বন্যা ॥ তাই হবে মা। এক চান্সেই পাশ—তুমি দেখো।

তারকা ॥ হলে তো ভাল। মাস্টার যখন পড়াতে আসছে তখন তোর পাশ করা তো উচিত! আমি আসছি, বুঝলি ?

বন্যা ॥ তিন সন্ধ্যেবেলায় আবার চললে কোথায় ?

তারকা ॥ ষষ্ঠীর মা একবার যেতে বলেছিল—যাই ঘুরে আসি। এসে কাপড়চোপড় কাচব, আহ্নিক করব। তুই যা, সন্ধ্যেটা দিয়ে নে—

[বন্যা ভেতরে যায়]

[নিরঞ্জন আসে]

নিরঞ্জন ॥ মা—

তারকা ॥ কি রে নিরঞ্জন—তুই আবার এ সময়ে কেন ?

নিরঞ্জন ॥ তুমি এ সময়ে কেন! তোমাকে ভেতরে ঢুকতে দেখে ছুটে এলুম। আসছে! শীগ্রি বেরিয়ে এস—

তারকা ॥ চল—

নিরঞ্জন ॥ হ্যাঁ মা, ও ঠিকমত পারবে তো ?

তারকা ॥ খুব পারবে! প্রথমটা ভয় খাচ্ছিল—

নিরঞ্জন ॥ ভয় পেয়ে ভেস্তে দিলে পুঁতে ফেলব ওকে! শুধু কিছুক্ষণ আটকে রাখা—ব্যস, কাজ খতম! ভাল কথা, তুমি বলে ফেলোনি তো যে আমিই এসব করতে বলেছি ?

তারকা ॥ না রে না—

নিরঞ্জন ॥ দেখো—তাহলে প্রেসটিজ পামচার হয়ে যাবে! আর দেরি নয়, এস-এস—

[দুজনে দরজা ভেজিয়ে চলে যায়। ভেতরে শাঁখ বাজে। বন্যা বেরিয়ে আসে কাপড় বদলে। বালিশে ঠেস দিয়ে পড়ার মন দেয়।...দরজায় আঘাত পড়ে।]

বন্যা ॥ খোলা আছে।

[সুকুমার ঢোকে,]

ওমা, সুকুমারদা! আসুন আসুন—। আমি বই নিয়ে আপনার জন্যই ব'সে আছি।

সুকুমার ॥ কি ব্যাপার—তোমাকে পড়ানোর জন্য তোমার মা হঠাৎ সকালে গিয়ে আমাকে এত ধরাধরি করলেন কেন?

বন্যা ॥ বা রে, আপনি বুঝি চান না আমি পরীক্ষায় পাশ করি?

সুকুমার ॥ কেন চাইব না।

বন্যা ॥ তবে?

সুকুমার ॥ আমার সময়ের বড় অভাব। তোমার মা কিছুতেই ছাড়লেন না, বললেন, অন্তত ছুটির দিনেও একটু-আধটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে হবে। আমিও না বলতে পারলুম না। দাও, কি আছে দেখি।

বন্যা ॥ এখন ক'টা বেজেছে বলুন তো?

সুকুমার ॥ পুরো ছ'টা। কেন?

বন্যা ॥ না, এমনি।

সুকুমার ॥ বাড়ির সব কোথায়?

বন্যা ॥ সব মানে? দিদির কথা বলছেন তো!

সুকুমার ॥ বাজে কথার সময় নেই, কাজ করো!

বন্যা ॥ করছি।...আপনি কি রাগ করলেন সুকুমারদা?

সুকুমার ॥ না—শরীরটা ভাল নেই, তাই কথাগুলো হয়ত রুক্ষ লেগেছে।

বন্যা ॥ কেন, কি হয়েছে আপনার ?

সুকুমার ॥ ভীষণ মাথা ধরেছে···জানি না জ্বর-ট্বর হবে কিনা !

বন্যা ॥ সেকি, এতক্ষণ বলেন নি !

সুকুমার ॥ বললে কি করতে—কোনো ট্যাবলেট এনে দিতে ? তার দরকার হবে না। এই মাত্র খেয়ে আসছি।

বন্যা ॥ আহা, তা কেন ! আমরা বুঝি সেবা করতে জানি না ! আসুন আপনার মাথাটা টিপে দিই।

সুকুমার ॥ না থাক।

বন্যা ॥ না কেন সুকুমারদা—এটুকু দাবীও কি ছাত্রীর কাছে করতে পারেন না ?

সুকুমার ॥ বেশ দাও—। কিন্তু তোমাকে দিয়ে খাটিয়ে নিচ্ছি এর জন্য কেউ কিছু ভাববেন না তো ?

বন্যা ॥ না ভাবাই উচিত। তাছাড়া বাড়িতে এখন কেউ নেই—দিদিও সিনেমায় গেছে—

সুকুমার ॥ সিনেমায় !

বন্যা ॥ অবশ্য মামাবাবুর সঙ্গে !

সুকুমার ॥ সে কথা কি জানতে চাইছি।

বন্যা ॥ সুকুমারদা, যদি অপরাধ না নেন তাহলে একটা কথা জিজ্ঞেস করি—

সুকুমার ॥ কি ?

বন্যা ॥ আপনি দিদিকে সত্যিই বিয়ে করতে চান ?

সুকুমার ॥ এর উত্তর তুমি তো জানো। বলতে পারো তোমার দিদি নিজের বিয়ের সম্বন্ধে সত্যিই কি উদাসীন ?

[বন্যা খুব হাসতে থাকে। এই সময় দরজা
খুলে বীথি থমকে দাঁড়ায়, বন্যা তা টের পায়।

বন্যা ॥ হাসালেন সুকুমারদা! এ কথার উত্তর আমার চেয়ে আপনিই ভাল রকম জানেন।

সুকুমার ॥ না না, আমি সে কথা তোমার কাছেই জানতে চাই। তুমি বলো বন্যা, তুমি বলো—নইলে এবার হয়ত পাগল হয়ে যাব।

[বন্যা হেসে লুটিয়ে পড়ে]

হাসছ তুমি! বিশ্বাস করো আমি রাত্রে ঘুমুতে পর্যন্ত পারিনা যাকে আমি প্রাণ দিয়ে চাই তাকে না পেলে আমার অবস্থা যে কি হবে—

বন্যা ॥ আমি হেসে ফেলেছি এর জন্য মাপ চাইছি সুকুমারদা।

সুকুমার ॥ এবার সত্যি ক'রে বলো বন্যা—তুমি প্রতিনিয়ত যা অনুভব করেছ তাই বলো—আমি তাই বিশ্বাস করব—

বন্যা ॥ দেখুন এসব ভালবাসার ব্যাপার! আচ্ছা, এবার আপনি বলুন তো আপনার ভালবাসা কতখানি সত্যি?

সুকুমার ॥ তাও কি তুমি বুঝতে পারনি বন্যা? তোমার মতো চালাক মেয়েকেও কি আজ নতুন ক'রে বোঝাতে হবে এই বাড়ির ওপর কেন আমার এত আকর্ষণ ··কেন আমি দিনের পর দিন—

[বীথি দরজায় ভর ক'রে নিজেকে সামলায়,
দরজায় শব্দ হয়।]

বন্যা ॥ কে, ও দিদি!

সুকুমার ॥ বীথি!

বন্যা ॥ কি হয়েছে রে?

বীথি ॥ কিছু না, দরজায় ধাক্কা লেগে পড়ে যাচ্ছিলুম। বড়মা কোথায় রে?

বন্যা ॥ পাড়াতেই কোথাও আছে।

বীথি ॥ ও! বাবা, দাদা কেউই বাড়িতে নেই বোধহয়! আমি···আমি আসছি···

সুকুমার ॥ বীথি—কোথায় যাচ্ছ?

বীথি ॥ সে খোঁজে কোনো দরকার নেই। আমি কারুর কোনো বাধা সৃষ্টি করি না।

সুকুমার ॥ বীথি!

বীথি ॥ না!

সুকুমার ॥ দাঁড়াও, কথা আছে তোমার সঙ্গে।

[বীথির হাত ধরে সরিয়ে আনল। বন্যা মুখ টিপে হেসে ভেতরে গেল।]

বীথি ॥ এরপর আমার সঙ্গে আর কোনো কথা থাকতে পারে না।

সুকুমার ॥ একথা কেন বলছ?

বীথি ॥ আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সুকুমার ॥ দেরি আমারও হচ্ছে। তোমাকে যা জিজ্ঞেস করছি, সহজভাবে তার জবাব দাও।

বীথি ॥ তোমার প্রশ্নের কোন জবাব আমার কাছে নেই। আমাকে এবার যেতে দাও।

সুকুমার ॥ জানতুম না সিনেমায় গেলে মেজাজ এমন খারাপ হয়!

বীথি ॥ অবান্তর প্রশ্ন।

সুকুমার ॥ বেশ, তাহলে কাজের কথা বলি। কাল রাত্রে উদয়বাবু আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন—তাঁর কাছে সব শুনে এই ফর্ম এনেছি। নাও, সই ক'রে দাও—এক মাস পরেই আমাদের বিয়ে।

বীথি ॥ [ফর্ম ছিঁড়ে ফেলে] এ বিয়ে কোনদিন হবে না! কোনদিন না!

[বীথি ছুটে চলে যেতেই বন্যা বেরিয়ে আসে]

সুকুমার ॥ বীথি···বীথি ··

[সুকুমারও বেরিয়ে গেল। বন্যা খিলখিল ক'রে হাসতে থাকে, তারকা ঢোকেন।]

তারকা ॥ কি রে, কি ব্যাপার বন্যা—অমন খুশিখুশি মন ? দেখতে পেলুম—হনহন ক'রে দুজনেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ! পেরেছিস তাহলে কাজটা করতে ?

বন্যা ॥ হ্যাঁ মা !

তারকা ॥ ভালই হয়েছে—আর কোনদিন বিয়ের নামও করবে না !

বন্যা ॥ হ্যাঁ মা, আহ্নিক করবে না ? এস, জোগাড় ক'রে দিই—

[দুজনে ভেতরে যায়। নিরঞ্জন বীথিকে নিয়ে আসে।]

বীথি ॥ না, না দাদা, আমাকে ছেড়ে দাও—আমাকে ছেড়ে দাও—এ বাড়িতে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে, আমি এখানে থাকব না—

নিরঞ্জন ॥ কোথায় যাবি শুনি ?

বীথি ॥ হোস্টেলে গিয়ে উঠব।

নিরঞ্জন ॥ কি বলছিস রে ! বাবা তোকে এত ক'রে মানুষ করল হোস্টেলে থাকবি বলে ? তোর জ্যাঠামণির মনে আঘাত দিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি ! ঘরে গিয়ে বোস—মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ভাব। সবই তোর ভাগ্য—বুঝলি ! নইলে যাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করলি, সে তোর সঙ্গে—

বীথি ॥ দাদা ! কি বলছ দাদা ?

নিরঞ্জন ॥ বুঝতেই তো পারছিস। ওরে, সবই আমার চোখে ধরা পড়ে ! একটু আগে বাড়ি ঢুকতে গিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে তোর সুকুমার-বাবুর যা কাণ্ডকারখানা দেখলুম তাতে ভদ্রলোকদের ওপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে ! আমি যাচ্ছি ভেতরে—দেখছি একবার বন্যাকে—তার এতখানি সাহস—

বীথি ॥ না দাদা, না, ওকে কিছু ব'লো না, ওর কোনো দোষ নেই—

নিরঞ্জন ॥ ঠিক বলেছিস—সব দোষ সেই জানোয়ারটার! ছি-ছি-ছি বীথু, তুই কিনা এমনি একটা চরিত্রহীন বেইমানকে—

বীথি ॥ চুপ করো দাদা, চুপ করো। ও কথা আর শুনতে চাই না।

নিরঞ্জন ॥ ভাবি তো শোনাব না, কিন্তু জীবনে তুই কতখানি ভুল করতে বসেছিলি এবার বুঝছিস তো? ওরে, আমরা তোর গুরুজন—প্রথমেই তোকে মানা করেছিলুম যে ওর সঙ্গে মিশিস না, ওর স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়—

[বনবিহারী আসেন]

বনবিহারী ॥ কিরে নিরঞ্জন, কার স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়?

নিরঞ্জন ॥ জিজ্ঞেস করো বীথুকে। যে সুকুমারবাবুকে তোমরা সচ্চরিত্র বলে জানতে—তারই কেলেঙ্কারীর কথা হচ্ছে!

বনবিহারী ॥ কেলেঙ্কারী! কি হয়েছে রে বীথু, কি হয়েছে মা?

বীথি ॥ কিছু না জ্যাঠামণি।

নিরঞ্জন ॥ ও কি আর নিজের মুখে সে কথা বলবে! আমার কাছেই শোন—

বীথি ॥ দাদা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি—তুমি ভেতরে যাও— আমাকে একটু একা থাকতে দাও···একটু একা থাকতে দাও—

নিরঞ্জন ॥ আচ্ছা আচ্ছা, আমি যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি— [যায়]

বনবিহারী ॥ কি মা—নিরঞ্জন যা বলছে সব সত্যি?

বীথি ॥ সত্যি···

বনবিহারী ॥ তুই নিজে কিছু টের পেয়েছিস?

বীথি ॥ পেয়েছি।

বনবিহারী ॥ কি করেছে সে?

বীথি ॥ যা করেছে তাতে তার স্বরূপটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমি—আমি—

বনবিহারী ॥ তুই—কি মা?

বীথি ॥ বেশ বুঝতে পেরেছি সে একটা প্রবঞ্চক, ঠক!

বনবিহারী ॥ সত্যি—যা বলছিস সব সত্যি?

বীথি ॥ হ্যাঁ জ্যাঠামণি, আমি নিজের চোখে দেখেছি; তাতে অবিশ্বাসের কিছু নেই।

বনবিহারী ॥ তাহলে সুকুমার একটা Scoundrel—এতকাল তোকে ঠকিয়ে এসেছে!

বীথি ॥ হ্যাঁ, তাই…

বনবিহারী ॥ তুই তাকে কিছু বলবি না?

বীথি ॥ না। সে যা ভাল বুঝেছে তাই করেছে—তাতে আমি কোনো বাধার সৃষ্টি করব না।

বনবিহারী ॥ কপাল মা, কপাল! নইলে চারদিক থেকে তুই এমন ক'রে মার খাবি কেন! বঞ্চনা—সংসারে বঞ্চনাই তোর ভাগ্য! অভিশাপই তোর আশীর্বাদ!

বীথি ॥ তাই যেন হয় জ্যাঠামণি, সমস্ত মন দিয়ে তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো—যেন বঞ্চনার অভিশাপই আমাকে সুখ দেয়!

[সুকুমার আসে]

সুকুমার ॥ বীথি—এই যে বীথি—তুমি আমাকে ভুল বুঝে—

বনবিহারী ॥ সুকুমার, You get out!

সুকুমার ॥ আজ্ঞে, আপনি…

বনবিহারী ॥ হ্যাঁ আমি—আমি তোমাকে এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলছি। শুনতে পাচ্ছ না?

সুকুমার ॥ পেয়েছি।

বনবিহারী ॥ Then why are you still standing here like an idiot?

বীথি ॥ জ্যাঠামণি!

বনবিহারী ॥ চুপ কর মা, এ সময়ে তোকে একটু কঠিন হতেই হবে।

সুকুমার ॥ বীথির সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল—

বনবিহারী ॥ বীথির সঙ্গে তোমার কোনো কথাই হবে না—and never in future !

সুকুমার ॥ হঠাৎ আপনি উত্তেজিত হয়ে আমার ওপর—

বনবিহারী ॥ No more talk—you dirty dog, be off— !

[নিরঞ্জন আসে]

নিরঞ্জন ॥ কে এসেছে বাবা—সেই বদমাইস লোফার শয়তান—

সুকুমার ॥ চুপ করুন ! কাকে বলছেন এসব কথা ?

নিরঞ্জন ॥ আমি ট্যারা নই—আপনার দিকে যখন তাকিয়ে আছি তখন আপনাকেই বলছি।

বনবিহারী ॥ You young devil, no more waiting—

সুকুমার ॥ হ্যাঁ, আমি চলেই যাচ্ছি—

নিরঞ্জন ॥ যাচ্ছি কি মশাই, এখুনি যান। আবার যদি জীবনে এ মুখো হন তাহলে আপনাকে সুস্থভাবে বাঁচতে দোব না !

সুকুমার ॥ বীথি, তুমি—তুমি কিছু বলবে না ?

বীথি ॥ বলব—তোমার শিক্ষা-দীক্ষা, তোমার কালচার, তোমার ভালমানুষী—সবই তোমার ভণ্ডামি ! আমার দুর্ভাগ্য যে, এক প্রবঞ্চকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ! মোহে পড়ে যেটুকু দয়া তোমার কাছে নিয়েছিলুম তার সবটুকুই ফিরিয়ে দিতে চাই—আমি কালই চাকরিতে রিজাইন করব।

সুকুমার ॥ তার আর দরকার হবে না বীথি। আমি কোনদিন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তোমার জীবনকে অতিষ্ঠ করব না। আমি যাচ্ছি—

নিরঞ্জন হ্যাঁ হ্যাঁ, যান—

সুকুমার ॥ তবে যাবার আগে বলে যাচ্ছি—একটা গভীর ষড়যন্ত্রের মধ্যে এতদিন ঘুরপাক খেতে খেতে আজ তুমি অতলে তলিয়ে গেছ, সেখান থেকে আর ফিরে আসতে পারবে না! যদিও দৈবাৎ ভেসে ওঠো তো দেখবে এ পৃথিবীর শক্ত মাটি তোমার কাছ থেকে সরে গেছে অনেক···অনেক দূরে! [বেরিয়ে যায়]

নিরঞ্জন ॥ রাবিস! খালি বাজে লেকচার! [ভেতরে গেল]

বীথি ॥ জ্যাঠামণি! জ্যাঠামণি! একি হল জ্যাঠামণি—তোমরা একি করলে!

বনবিহারী ॥ যা ভবিতব্য ছিল তাই ঘটেছে মা, এতে তোর মঙ্গলই হবে। তুই শান্ত হ, শান্ত হ!

বীথি ॥ হ্যাঁ, শান্ত আমাকে হতেই হবে···কিন্তু জ্যাঠামণি, আমাকে তোমরা ডেকো না। আমি একটু একা থাকতে চাই—একটু একা থাকতে চাই— [ছুটে ঘরে ঢোকে]

[গৌরবরণ এলেন]

গৌরবরণ ॥ বনবিহারীদা—

বনবিহারী ॥ কে, গৌরবরণ! কি ব্যাপার?

গৌরবরণ ॥ ব্যাপারটা খুবই জরুরী তাই না এসে পারা গেল না। আপনার মনে আছে নিশ্চয়—আপনাকে এখনও তিন হাজার টাকা শোধ দিতে হবে, তবে আপনি এ বাড়ির দখল পাবেন।

বনবিহারী ॥ মনে আছে গৌরবরণ! কিন্তু কোনো মতেই আমি ও টাকা যোগাড় করতে পারিনি!

গৌরবরণ ॥ আর কবে পারবেন! ছ'মাস আগেই তো মেয়াদ শেষ হয়েছে। ভদ্রতা ক'রে এই ছ'মাস সময় দিলুম—তবুও আপনার টাকার যোগাড় হল না!

বনবিহারী ॥ তুমি বিশ্বাস করো গৌরবরণ—আমি চেষ্টার কোনো ত্রুটি করি নি।

[নিরঞ্জন বেরুল]

গৌরবরণ ॥ তাহলে আপনি যখন পারলেন না তখন আমাকে বাধ্য হয়েই এ বাড়ির মালিকানা-স্বত্ব নেবার কথা ভাবতে হবে!

বনবিহারী ॥ আইনত তাই হয় গৌরবরণ! কিন্তু মানবতার খাতিরেও তুমি আমাকে আর ছ'টা মাস সময় দাও—আমি হয়ত একটা ব্যবস্থা করতে পারব।

গৌরবরণ ॥ না না, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। আমি ব্যবসাদার মানুষ—এতগুলো টাকা আটকে রয়েছে—

বনবিহারী ॥ জানো গৌরবরণ, আমার ছেলেমেয়েরা, এমন কি স্ত্রীও জানে না যে ঋণের মেয়াদ পার হয়ে গেছে। আমার বিশ্বাস ছিল তুমি আমাকে আরও ছ'টা মাস সময় দেবে।

নিরঞ্জন ॥ বাবা যখন বলছেন তখন ছ'টা মাস সময় দিন না গৌর-কা?

গৌরবরণ ॥ ছ'মাস কেন—যে হারে শোধ হচ্ছে তাতে ছ' বছরেও বকেয়া টাকা সুদে-আসলে আমার ঘরে উঠবে না!

বনবিহারী ॥ এখনও আমি চেষ্টায় আছি গৌরবরণ—নতুন দু'টো ট্যুশানি নিয়েছি—এসময়ে কেউ যদি আমাকে কিছু থোক টাকা ধার দিত—

গৌরবরণ ॥ কেউ দেবে না! গয়লা, মুদি, কয়লাওলা, খবরের কাগজওলা সবার কাছে আপনার দেনা।

নিরঞ্জন ॥ তাতে আপনার কি মশাই!

বনবিহারী ॥ আঃ, চুপ কর নিরঞ্জন!

গৌরবরণ ॥ চটে উঠছ যে ছোকরা! বেকার ঘরে বসে বুড়ো বাপের অন্ন ধ্বংস করছ, বোনের পয়সায় খাচ্ছ—তোমার লজ্জা করে না!

নিরঞ্জন ॥ মুখ সামলে কথা বলবেন বলে দিচ্ছি!

গৌরবরণ॥ কি করবে হে তুমি! দুদিন বাদে বাড়ির দখল নিলে পথের ভিখিরি হবে, সে খেয়াল রাখো!

বনবিহারী॥ তুই ভেতরে যা নিরঞ্জন—

নিরঞ্জন॥ না—আমি এখানে দাঁড়িয়ে থেকে ওনার আস্পর্ধার বহরটা আগে দেখব!

গৌরবরণ॥ খুব যে চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা! তোমার বাপ-মা ওসব রেয়াত করলেও আমি করব না। বনবিহারীদা, কালই আমার সব টাকা শোধ করবেন, নইলে পরে আমাকে দোষ দেবেন না!

বনবিহারী॥ গৌরবরণ, আমার একটা অনুরোধ···

গৌরবরণ॥ না, আপনার অনুরোধ রাখতে গিয়ে আমি দেউলে হতে পারিনা!

[চলে গেলেন]

নিরঞ্জন॥ তুমি দাঁড়িয়ে থেকে অপমান সহ্য করলে!

বনবিহারী॥ করতেই হবে—আমি যে তোমার মত ছেলের বাপ!

নিরঞ্জন॥ আমার দোষটা কোথায় শুনি?

বনবিহারী॥ না, সব দোষ আমার। আমি তোকে পৃথিবীর আলো দেখিয়েছি, সে আমারই দোষ; আমি তোর জন্য বসতবাড়িখানা হাতছাড়া করতে চলেছি, সে আমারই দোষ; আমি সংসারের ঋণের ভার কমাবার জন্য বুড়োবয়সে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পরিশ্রম করছি, সে আমারই দোষ! এইবার হয়ত কোনদিন বলে বসবি এই বুড়ো লোকটা সংসারে বেঁচে আছে সে তারই দোষ!

নিরঞ্জন॥ ঐ তো—ঐ তো মজা—সব জিনিসকে উল্টো ক'রে বোঝাই হচ্ছে এই বয়সের ধর্ম!

বনবিহারী॥ চুপ কর, চুপ কর! কথা, কথা, আর কথা! শুধু কথার জোরেই তোরা ভাবিস তোদের অস্তিত্ব বজায় রাখবি! ওরে, কাজ কর—কাজ—কাজের ভেতর দিয়ে নিজেকে বাঁচা—সংসারকে বাঁচা।

নিরঞ্জন ॥ কাজ আর কোথায় পাচ্ছি! দেখলে তো লেদ-মেসিনের কাজ শিখলুম—তা কে দিলে চাকরি!

বনবিহারী ॥ ডেকে চাকরি কেউ দেয় না—নিজেকে যোগাড় করতে হয়।

নিরঞ্জন ॥ আমাদের এম-এল-এ বলেছেন ইলেকসনের পরই—

বনবিহারী ॥ এম-এল-এ, মিনিস্টার এদের ভরসা করিস না—এরা তোদের মানুষ তৈরি করবে না—তৈরি করবে এক-একটা খুনে, গুণ্ডা! নিরঞ্জন, তুই এত বড় ছেলে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাপের অপমান দেখলি, শুনলি যে সংসারটা কালই ফুটপাতে বসবে—তবু···তবু তুই নির্বিকার!

নিরঞ্জন ॥ তাহলে আজই গৌরবরণের বুকে ছোরা বসিয়ে দিই—

বনবিহারী ॥ মানুষ হয়ে মানুষের বুকে ছোরা বসাতে তোর হাত কাঁপবে না! ওপরে যে বসে আছে তার কাছে কী কৈফিয়ৎ দিবি হতভাগা!

নিরঞ্জন ॥ তাহলে কি করতে পারি বলো?

বনবিহারী ॥ জোয়ান ছেলে হয়ে বলছিস কি করতে পারি! চেষ্টা · চেষ্টা কর—চেষ্টা ক'রে কাজ যোগাড় কর—অন্তত একটা কিছু কর যাতে বুঝি তুই বেঁচে আছিস! শেয়ালদা স্টেশনে কুলিগিরি কর—খবরের কাগজ বিক্রি কর—রাস্তায় হকারি কর—ফুটপাতে আশ্রয় নিয়েও যাতে বাঁচতে পারিস তার ব্যবস্থা কর!

নিরঞ্জন ॥ বাবা! বাবা, এসব করলেও তো বাড়িখানাকে বাঁচাতে পারব না!

বনবিহারী ॥ বাড়িখানাকে তুই আটকে রাখবি? তাহলে যে তোকে চুরি-ডাকাতি করতে হয়!

নিরঞ্জন ॥ চুরি-ডাকাতি! হ্যাঁ, তাই করতে হবে। চুরি-ডাকাতি! আমি যাই—তুমি কিচ্ছু ভেবোনা বাবা, আমি একটা কিছু করব—আমি একটা কিছু করব— [ছুটে বেরিয়ে গেল]

[এল উদয়]

উদয় ॥ কি হয়েছে মেসোমশাই—নিরঞ্জন হঠাৎ ওভাবে—

বনবিহারী ॥ ওকে বকেছি রে ! আমার বাড়ি বেদখল হয়ে যাচ্ছে বলে মাথার ঠিক ছিল না। দ্যাখ্‌তো, দ্যাখ্‌তো উদয়—ও আবার ঝোঁকের মাথায় সত্যিই চুরি-ডাকাতি ক'রে না বসে !

উদয় ॥ আমি দেখছি—আমি দেখছি—

[ছুটে বেরিয়ে যায়]

বনবিহারী ॥ নাঃ, অশান্তি···সংসারে কেবল অশান্তি !

[তারকা এলেন]

তারকা ॥ কি গো—বলি খাবে-দাবে না কি ? বিকেলে তো কিছুই পেটে পড়েনি !

বনবিহারী ॥ বাড়ি ঢোকবার আগে খবর পেলুম অজয় আবার এ বাড়িতে এসেছিল—একথা সত্যি ?

তারকা ॥ হ্যাঁ—

বনবিহারী ॥ তাকে সকালে বারণ ক'রে গিয়েছিলুম ও যেন আমাদের ত্রিসীমানায় না আসে !

তারকা ॥ এসেছে তো কি হয়েছে ? অজয় ঘরের ছেলে—

বনবিহারী ॥ কালকের ঘটনার পরও তুমি এ কথা বলতে পারলে ? রোজ সন্ধ্যেবেলায় তুমি না লক্ষ্মীঠাকুরকে প্রণাম জানাও ! পাপকে প্রশ্রয় দিলে লক্ষ্মীকে ধরে রাখা যায় না !

[বাইরে গোলমাল···ফটিক ছুটে আসে]

ফটিক ॥ কাকাবাবু—কাকাবাবু—

বনবিহারী ॥ কে ?

ফটিক ॥ আমি ফটিক। অজয়বাবুকে পুলিসে ধরতে এসেছে। ভদ্রবেশী লম্পট ! ঠিক হয়েছে—

[বন্যা ছুটে এল]

বন্যা ॥ মা—মা—জানলা দিয়ে দেখতে পেলুম জয়দাকে পুলিসে ধরেছে !

তারকা ॥ কি হয়েছে রে ফটিক ?

ফটিক ॥ অজয়বাবুর জন্য একটা মেয়ে নিজের লজ্জা ঢাকতে কাঁকুরগাছির রেললাইনে আত্মহত্যা করেছে···মেয়েটির লেখা চিঠি অজয়বাবুকেই দায়ী করেছে !

তারকা ॥ এসব কি বলছিস রে !

বন্যা ॥ [আপন মনে] মেয়েটিকে আত্মহত্যা ক'রে লজ্জা ঢাকতে হল !

বনবিহারী ॥ মনুষ্য-চরিত্র সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা বাড়ছে ! ঐ রেললাইনে আর একটি আত্মহত্যা হয়েছে শুনলেও আমি আশ্চর্য হব না !

বন্যা ॥ বাবা !

ফটিক ॥ উনি নাকি আরও অনেক মেয়ের সর্বনাশ করেছেন, আর তার দাম দিয়েছেন নিজের অফিসের ক্যাশ ভেঙে !

বনবিহারী ॥ অভিজ্ঞতা আরও বাড়ছে !

ফটিক ॥ দিনের পর দিন হিসেবের গরমিল হওয়ায় ম্যানেজমেণ্টের সন্দেহ হয়, তারপর গতকাল আরও হাজার-খানেক টাকা সর্ট ! অজয়বাবুর অফিসের লোকেরাও এসেছেন—সবাই এখন বাইরে দাঁড়িয়ে—আমি যাই দেখিগে— [চলে গেল]

তারকা ॥ অজয় তাহলে জোচ্চোর !

বনবিহারী ॥ শুধু জোচ্চোর নয়, লম্পট···খুনী ! [ভেতরে গেলেন]

বন্যা ॥ ছি-ছি-ছি, বেশ হয়েছে ! এ সবই আমি টের পেয়েছিলুম, কিন্তু কিছুই আমার কাছে স্বীকার করেনি।

তারকা ॥ পাপের শাস্তি মা, পাপের শাস্তি ! আপদ বিদেয় হয়েছে, ভালই হয়েছে। এবার তুই পড়াশোনার দিকে মন দে—পাশ কর—

আমার মুখ রাখ মা। নইলে তোর বাপ যে আমাকে উঠতে বসতে মুখ করে!

বন্যা ॥ ভেবো না মা—পাশ আমি করবই—আমার অনেক দিনের ইচ্ছে কলেজে পড়ার—

তারকা ॥ বেশ তো মা পড়বি, প'ড়ে পাশ করবি, ক'রে ঐ হিংসুটিকে দেখিয়ে দিবি!

বন্যা ॥ কিন্তু বিয়ে এখন করব না মা। রাত্রে কলেজে পড়ব আর দিনের বেলায় চাকরি, আগে আমি নিজের পায়ে দাঁড়াব।

তারকা ॥ সেই তো ভাল। কেন অন্যের ওপর ভর ক'রে থাকবি! কিন্তু আগে চাকরি পা, তারপর তো এসব চিন্তা।

বন্যা ॥ পাশ করেই তার চেষ্টা করতে হবে। জানো মা, একবার সুকুমারদা বলেছিলেন—একটা পাশ করো, তখন আমার অফিসে তোমার জন্য চেষ্টা করব।

তারকা ॥ তুই কি এখন তাকে গিয়ে ধরবি নাকি?

বন্যা ॥ না না, তা কেন! কিন্তু সুকুমারদা পড়ান ভাল—

তারকা ॥ পড়াক! তুই সত্যিই তার কাছে পড়তে চাইছিস না কি?

বন্যা ॥ পড়লে তো পাশের জন্য ভাবতে হয় না।

তারকা ॥ না না, ওসব চলবে না! দেখলি তো কি কাণ্ড হল! হ্যাঁ রে, বীথি কি করছে একবার দ্যাখতো দরজার ফাঁক দিয়ে—

বন্যা ॥ [দেখে] ঘুমুচ্ছে মা—

তারকা ॥ আঁতে ঘা লেগেছে, তাই কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়েছে! সহজে আর অন্য পথ মাড়াবে বলে মনে হয় না।

[ফটিক এল]

ফটিক ॥ কাকীমা—

তারকা ॥ কি রে ফটিক, আবার কি ?

ফটিক ॥ অজয়বাবুর জিনিসপত্র সব পুলিসে তছনছ করেছিল, আমরা সেগুলো টেনে বাইরে ফেলে দিয়েছি। ঘর এখন ফাঁকা। পাড়ার থিয়েটার ক্লাবের ছেলেরা রিহার্সেল দেবার জন্য ঘরটা চাইছে—বলছে, মাসে তিরিশ টাকা ভাড়া দেবে।

তারকা ॥ পঞ্চাশ টাকা। বলি নিয়েসেল ঘরে মেয়েছেলে আসবে তো ? তিরিশ টাকা ভাড়ায় মেয়েছেলে নিয়ে কেলাব !

বন্যা ॥ আঃ মা—

তারকা ॥ চুপ কর তুই ! খবরের কাগজে এখুনি একটা নিকে দিলে পাঁচশো টাকা সেলামী দিয়ে ভাড়াটে আসবে।

ফটিক ॥ তাহলে কী বলব কাকীমা ?

তারকা ॥ ঐ পঞ্চাশ—

ফটিক ॥ আচ্ছা— [চলে গেল]

তারকা ॥ তিরিশ টাকায় ঘর ভাড়া·· সে দিন-কাল আছে রে বাপ !

[গৌরবরণ এলেন]

গৌরবরণ ॥ বনবিহারীদা—বনবিহারীদা—এই যে বৌঠান—আপনার ছেলে নিরঞ্জন, যাকে হীরের টুকরো বলেন ; সে খানিক আগে—

[বনবিহারী এলেন]

বনবিহারী ॥ কি হয়েছে গৌরবরণ—খানিক আগে কি করেছে নিরঞ্জন ?

গৌরবরণ ॥ কি আর করবে···ওর পক্ষে যা সম্ভব···মোটা টাকা ছিনতাই করেছে !

তারকা ॥ অ্যাঁ··· !

বনবিহারী ॥ জানতুম···আমি জানতুম ঐ রকম একটা কিছু ও করবে !

গৌরবরণ ॥ পাড়ায় এ নিয়ে খুব কানাঘুষো হচ্ছে। আর হবেই তো—আমি স্বচক্ষে আমার দোকানে বসেই দেখতে পেলুম গোটা মাণিকতলা

বাজারটা নিরঞ্জন তার দলবল নিয়ে কিনে নিচ্ছে···মুঠোমুঠো টাকা খরচ করছে কাপড়ের দোকানে, দশকর্ম ভাণ্ডারে, মুদিখানায়!

তারকা ॥ সে আবার কি!

গৌরবরণ ॥ বেকার ছেলের বিয়ের বাজার—এ সব কিছুই জানেন না! যাক বাড়ি ছাড়বার আগে তবু তো একটা শুভকর্ম সারা হবে!

বনবিহারী ॥ তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না গৌরবরণ!

তারকা ॥ ঠাকুরপো, আমার ছেলে পাগল হয়ে যায়নি তো?

বনবিহারী ॥ ও সব ছেলে কি পাগল হয়! খোঁজ নিয়ে ছাখো—কার যথা-সর্বস্ব নিয়ে তাকে পাগল ক'রে এসেছে!

গৌরবরণ ॥ এই সুযোগে আমার টাকাটা শোধ করলেই বোধহয় ভাল করতেন!

বনবিহারী ॥ না—ও টাকায় দেনা শোধ করার চেয়ে পথে বসব!

গৌরবরণ ॥ বেশ, তাই বসবেন!

তারকা ॥ হ্যাঁ ঠাকুরপো—নিরঞ্জন ধরা পড়লে সবাই তাকে মারধোর করবে তো?

গৌরবরণ ॥ তা হীরের টুকরো ছেলে—একটু মারধোর খাবে বইকি! চললুম—গিন্নিই আমাকে বলে পাঠাল, খবরটা আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া উচিত—যতই হোক পড়শি তো! পড়শির বিপদকে নিজের বিপদ মনে করাই উচিত—কি বলুন বৌঠান! আমি তাহলে আবার কাল আসছি—বাড়ি সম্বন্ধে একটা বোঝাপড়া করতে হবে তো! [বেরিয়ে যান]

তারকা ॥ হ্যাঁ গা, তুমি অমন থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে যে! বলি একবার বেরিয়ে ছাখো ব্যাপারটা কি?

বনবিহারী ॥ না—সে হাজতে যাক, জেলে যাক, তাতে আমার ভালই হবে! একজনের অন্নের সংস্থান এ সংসার থেকে উঠে যাবে! আমি পারছি না—আর ভাবতে পারছি না— [ভেতরে গেলেন]

তারকা ॥ বালাই-ষাট! ছেলে আমার যেখানেই থাক, বেঁচে থাকুক।

বন্যা ॥ আমি যাব মা—একবার বেরিয়ে দেখব?

তারকা ॥ দ্যাখ না মা—

বন্যা ॥ [যেতে উদ্যত] ঐ তো মা, দাদা আসছে!

[বাইরে নিরঞ্জনের গলা: "ইধার...ইধার লে আও! জলদি ভিতর আও..."। সে ঢুকল।]

তারকা ॥ আয় বাবা, আয়—। কি হয়েছিল রে নিরঞ্জন?

বন্যা ॥ আমরা তো ভেবেভেবে অস্থির!

তারকা ॥ কোথায় ছিলি?

নিরঞ্জন ॥ সে অনেক কথা—পরে বলব।...আরে ব্যাটাচ্ছেলে মুটেটা গেল কোথায়? কি বাবা, কেওয়াড়িকা বগলমে ছিপাতা হ্যায় কাহে—শরম লাগতা হ্যায়, না ভাগনেকা মতলব হ্যায়!

[মোটঘাট নিয়ে মুটে এল]

মুটে ॥ রাম-রাম—এ কেয়া বাত! বাবু, হম গরীব আদমি হোনে সকতা, লেকিন—

নিরঞ্জন ॥ ব্যস, ব্যস—সাধুকা মাফিক বাত মৎ বোলো! অন্দরমে লে যাও—। যা তো বন্যা দেখিয়ে দে—

[বন্যা ও মুটে ভেতরে গেল]

তারকা ॥ কি ব্যাপার রে—এত মোটঘাট কাদের?

নিরঞ্জন ॥ আমাদের—আবার কাদের!

তারকা ॥ আমাদের! বেশ বাবা, বেশ!

[মুটে ফিরে এল]

মুটে ॥ সাব— [হাত পাতলে নিরঞ্জন দু'টাকার নোট দিল]

আপ রাজা আদমি! [গেল]

নিরঞ্জন ॥ শুনছ, শুনছ মা—আমি রাজা আদমি!

[এলেন বনবিহারীবাবু]

বনবিহারী ॥ কি ব্যাপার নিরঞ্জন, বাড়িতে হঠাৎ বিয়ের বাজার··· ?

নিরঞ্জন ॥ হ্যাঁ বাবা, শুভখবর ! শুভখবর !

তারকা ॥ কিসের শুভ খবর রে ?

নিরঞ্জন ॥ বলছি বলছি, ব্যস্ত হয়ো না।···বীথু—বীথু—বীথু কোথায় মা ?

তারকা ॥ হঠাৎ বীথিকে তোর দরকার কেন ? আমায় বল না।

নিরঞ্জন ॥ না, আগে তাকেই ডাকতে হবে।

তারকা ॥ সে তার ঘরে।

নিরঞ্জন ॥ বীথু—বীথু—শীঘ্রি বেরিয়ে আয় বোন—দরকার আছে—

বনবিহারী ॥ তোমার গলার স্বর যেন পালটে গেছে মনে হচ্ছে !

নিরঞ্জন ॥ জমানা বদল হয়ে গেছে বাবা—সব আস্তে আস্তে জানবে।

তারকা ॥ খুলে বল না বাবা কি হয়েছে ?

নিরঞ্জন ॥ শোনো মা,···বাবা, তুমিও শোনো। শুনে কেউ যেন কিছু মনে ক'রো না।

তারকা ॥ মনে করবার কি আছে বাবা—তোর যাকে ভাল লাগবে তার সঙ্গেই বে'র ব্যবস্থা করবি—

নিরঞ্জন ॥ অ্যাঁ, ও ! হাঃ হাঃ হাঃ ! যদি স্বজাত না হয়ে ছোট জাতের হয়—

তারকা ॥ হ্যাঁ রে হ্যাঁ, তাতেও আপত্তি করব না।

বনবিহারী ॥ ভেবেছিলুম চুরির দায়ে তুমি জেলে গিয়ে একজন পোষ্য কমাবে, তা না ক'রে এ সংসারে আরও পোষ্য বাড়াতে চাইছ !

[বীথি বেরিয়ে এল]

বীথি ॥ কি হয়েছে—ডাকছিলে কেন ?

নিরঞ্জন ॥ বীথি ঘুমুচ্ছিলি বুঝি ! ভাল ভাল ! যার বিয়ে তার মনে নেই,

পাড়া-পড়শির ঘুম নেই! ভাগ্যবতী, তুই সত্যই ভাগ্যবতী!… বাবা বীথুর বিয়ে।

বনবিহারী ॥ কি…কি বললি…বীথুর…

নিরঞ্জন ॥ বিয়ে! কাল। খবরটা শুনে সবারই মুখ শুকনো! উঁহু, যাস নি—যাস নি বীথু—তোর বিয়ের কিসব ব্যবস্থা করেছি শোন।

বীথি ॥ আমার বিয়ে!

বনবিহারী ॥ না না, এ হতে পারে না।

নিরঞ্জন ॥ আলবৎ হতে পারে—যখন আমি ঠিক করেছি।

বনবিহারী ॥ নিরঞ্জন!

নিরঞ্জন ॥ বাবা, তুমি বুড়ো হয়েছ—সব দিকে নজর দেওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া বীথুর আমি বড়দা—তাই ওর বিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমারও।

তারকা ॥ কি বলছিস রে—নেশা-টেশা ক'রে আসিস নি তো!

নিরঞ্জন ॥ মুখটা শুঁকে গ্যাখো—হাঃ—পেলে গন্ধ!

তারকা ॥ তবে কি তোর জ্বর-টর এসেছে…ভুল বকছিস! [গায়ে হাত দিয়ে] ও বাবা, তাও তো না! তবে কি মাথা-টাথা খারাপ হল…

নিরঞ্জন ॥ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

বনবিহারী ॥ নিরঞ্জন, তোমার মনের কথা এখনো পরিষ্কার ক'রে বলনি!

নিরঞ্জন ॥ বলছি তো—বীথু বড় হয়েছে, ওর এবার বিয়ে দেওয়া দরকার!

বনবিহারী ॥ সে কথা আজ স্বীকার করছ?

নিরঞ্জন ॥ করছি।

বীথি ॥ দাদা, কোথাও কিছু ঘুস খেয়েছ নাকি!

নিরঞ্জন ॥ হ্যাঁ—এক পাত্রের কাছে।

তারকা ॥ এত টাকাপয়সা কোথা পাচ্ছিস বাবা?

নিরঞ্জন ॥ সব দিচ্ছে পাত্রটি—

তারকা ॥ ও, পাত্রই দিচ্ছে!

বনবিহারী ॥ ছি, ছি নিরঞ্জন—তুই এত নীচে নেমে গেছিস যে নিরাশ্রয় এক ছোট বোনকে টাকার লোভে বিক্রি করছিস! আমি তোকে··· আমি তোকে অভিশাপ দিচ্ছি—

বীথি ॥ জ্যাঠামণি—না, না! সামান্য এক হতভাগীর জন্য নিজের সন্তানকে শাপ-শাপান্ত ক'রো না।

বনবিহারী ॥ তুইও তো আমার সন্তান মা—নিজের সন্তানের স্নেহে তোকেও তো আমি মানুষ করেছি—

বীথি ॥ তবুও···না, না জ্যাঠামণি, তা হয় না। আমি যে পর—

বনবিহারী ॥ তুই আমার পর! এ কথা বলে আমার বুকখানা ভেঙে দিস নি মা!

নিরঞ্জন ॥ তোর কিছু বলবার আছে বীথি?

বীথি ॥ আমি···আমি তোমার ব্যবস্থায় রাজী—

নিরঞ্জন ॥ রাজী!

বীথি ॥ এতদিন যখন তোমাদের কথামত চলেছি, এবারও···এবারও কোনো আপত্তি আমি করব না!

[কেঁদে ফেলে বনবিহারীর বুকে মাথা রাখে]

বনবিহারী ॥ বীথি! মা!

নিরঞ্জন ॥ এই তো আমার বোনের উপযুক্ত কথা। মা, তুমি রাজী?

তারকা ॥ আমি···

নিরঞ্জন ॥ বুঝেছি, নিমরাজী!

[কেষ্ট এল]

কেষ্ট ॥ গুরু—

নিরঞ্জন ॥ কি রে কেষ্টা?

কেষ্ট ॥ মিষ্টির-অর্ডার দিয়ে এলুম—কাল বিকেলে মাল আসবে।

নিরঞ্জন ॥ ঠিক আছে। সকাল বেলায় তুই আর গোপলা কাঁচা বাজারটা ক'রে নিস্—আমি যাব হাওড়ায় মাছ আনতে।

কেষ্টা ॥ তুমি কিচ্ছু ভেবো না ওস্তাদ—আমি একাই সব পারি। এই কেষ্ট দাসের অসাধ্য কাজ সারা জগতে নেই!

[চলে যেতেই নিরঞ্জন দরজা বন্ধ করল]

বনবিহারী ॥ এ সব কী নিরঞ্জন? আমি তোর সক্ষম বাপ—আমাকে এ ভাবে অপমান!

নিরঞ্জন ॥ অপমান! আমি তো তোমার অনুমতি চাইতে এসেছি।

বনবিহারী ॥ সব ব্যবস্থা পাকা ক'রে তুমি এসেছ বাপের অনুমতি চাইতে!

নিরঞ্জন ॥ বাবা, ছেলেটিকে উপযুক্ত বুঝে আমি আর দেরি করতে পারিনি। সব শুনলে তোমরা খুব খুশি হয়েই আমার কাজের প্রশংসা করবে।

তারকা ॥ হ্যাঁ বাবা, বিয়েটা ক'মাস পরে হলে হ'ত না? মানে কথা পাকা রইল…মাঝে কটা মাস সময় পেলে আমরা ধীরে-সুস্থে তৈরি হতুম।

নিরঞ্জন ॥ না মা, তা আর হয় না।

তারকা ॥ তা হ্যাঁ রে, ছেলেটা বুঝি খুব বড় লোক?

নিরঞ্জন ॥ নিশ্চয়ই—খুব বড়! কোলকাতায় নিজের বাড়ি…শিক্ষিত…

তারকা ॥ শিক্ষিত ছেলের কাণ্ডকারখানা তো নিজের চোখে দেখনু বাবা—

নিরঞ্জন ॥ ও, তুমি সুকুমারের কথা বলছ! কাল তারও তো বিয়ে।

[বীথি মাথা ঘুরে পড়ে যায়, বনবিহারীবাবু ধরে ফেলেন।]

বনবিহারী ॥ কি হল, কি হল বীথি?

বীথি ॥ কিছু না জ্যাঠামণি, মাথাটা কি রকম ঘুরে গেল…

বনবিহারী ॥ এখানে বোস মা। [বসিয়ে দিলেন]

নিরঞ্জন ॥ ও কিছু না—সব ঠিক হয়ে যাবে।

তারকা ॥ দেখলি তো মা, দেখলি তো শিক্ষিত ছেলের ব্যাভার! ঘুণাক্ষরেও জানতে দেয় নি যে বিয়ের ব্যবস্থা পাকা!

নিরঞ্জন ॥ থাক ও সব কথা। ছেলেটিকে আশীর্বাদ করতে হবে, সে এখুনি আসছে।

তারকা ॥ বলিস কিরে—এখুনি! ওগো, ছেলে আমার কি কাণ্ড ক'রে বসল বলো দিকি! এতটুকু সময়ে কি ক'রে গোছগাছ করি গো!

বনবিহারী ॥ সে সব তোমারই জানো!

নিরঞ্জন ॥ ব্যস্ত হবার কিছু নেই। বাজার-হাট যা করার প্রায় সেরে এনেছি, আর মোটামুটি যে কজনকে নেমন্তন্ন করা দরকার তাও বলে এসেছি। [দরজায় করাঘাত]

মা, ঐ বুঝি ছেলেটি এল! দেখি—

[দরজা খুলতেই ফটিক ঢুকল]

ও, ফটিক!

ফটিক ॥ নিরঞ্জনদা, ডেকরেটরকে এ্যাডভান্স ক'রে এলুম, কাল খুব সকালে এসে প্যাণ্ডেল করবে।

নিরঞ্জন ॥ ঠিক আছে। আজ তোর ছুটি, কাল সকালেই চলে আসবি।

ফটিক ॥ আচ্ছা— [ফটিক দরজা বন্ধ ক'রে চলে গেল]

নিরঞ্জন ॥ দেখছ, অল্প সময়ে কি সুন্দর ব্যবস্থা! তোমরা তো ভাবতে আমি বেকার, আমি অকেজো, ডানপিটে। এইবার দ্যাখো আমার কতখানি ক্ষমতা। [আবার দরজায় করাঘাত]

নিরঞ্জন ॥ এইবার নিশ্চয়ই ছেলেটি এসেছে। [চেঁচিয়ে] বন্যা, শাঁখটা হাতের কাছে রাখিস—আশীর্বাদের সময় বাজাতে হবে।

[নিরঞ্জন দরজা খুলতেই হাসিমুখে ঢুকলেন গৌরবরণবাবু]

গৌরবরণ ॥ এই যে নিরঞ্জন—ধন্যবাদ, ধন্যবাদ! তোমার সম্বন্ধে বড় ভুল ধারণা ছিল, এবার বুঝলুম তুমি সত্যিই কাজের ছেলে! বেঁচে থাকো বাবা।

বনবিহারী ॥ গৌরবরণ, তুমি আবার এ সময়ে—

গৌরবরণ ॥ বনবিহারীদা, বীথি নতুন জীবন সুরু করতে চলেছে…তাকে আমি খুশি হয়ে আশীর্বাদ ক'রে গেলুম। তুমি সুখি হও মা।…বৌঠান, সত্যিই আপনারা উপযুক্ত জামাই পাচ্ছেন!

তারকা ॥ ঠাকুরপো, আপনি…

গৌরবরণ ॥ হ্যাঁ আমি নেমন্তন্ন পেয়েছি। কাল সন্ধ্যেবেলায় ঠিক এসে হাজির হব। তার আগেই যদি দরকার-টরকার লাগে—পাশেই তো রয়েছি—ডাকবেন—যেন আবার রাগ ক'রে থাকবেন না। যাই ছেলে দুটোকে মিষ্টিমুখ করতে দিয়েই ছুটে এসেছি—বড় ভাল ছেলে ওরা! [চলে গেলে নিরঞ্জন দরজা বন্ধ করল]

নিরঞ্জন ॥ দেখলে—শুনলে আমার প্রশংসা! এইবার জীবনটা কেমন ক'রে কাটাতে হয় সবাইকে দেখিয়ে দেব। মরা-হাজা পুরনো দিনগুলো আমি পেছনে হারিয়ে এসেছি, আমার সামনে নতুন পথ…নতুন জীবন…নতুন মন…

[আবার করাঘাত]

দূর—দেখি আবার কে এল!

[দরজা খুলতেই প্রবেশ করল সুকুমার]

বনবিহারী ॥ সুকুমার!

তারকা ॥ বেহায়া…ছোটনোক…

সুকুমার ॥ একটা শুভখবর আপনাদের দিতে এসেছি—

বীথি ॥ বড়মা ওঁকে বলে দাও—যে শুভখবর উনি দিতে এসেছেন তা আমরা আগেই পেয়েছি। উনি যেন নেমন্তন্ন করতে না চান—আমরা তা রাখতে পারব না! [ঘরে যায়]

তারকা ॥ তুমি কি আজ বিকেলের সব কথা ভুলে গেছ! তোমার গায়ের চামড়া নেই বোধহয়—থাকলে আর এমুখো হতে না!

বনবিহারী ॥ অপমান করতে আমাকে তুমি বাধ্য ক'রো না স্কুমার!

নিরঞ্জন ॥ কাকে—কাকে তুমি অপমান করবে বাবা?

বনবিহারী ॥ ঐ Scoundrelকে—ঐ Imposterকে—

নিরঞ্জন ॥ তার আগে আমাকে অপমান করো—আমাকে শাস্তি দাও—

বনবিহারী ॥ নিরঞ্জন!

নিরঞ্জন ॥ ওঁর কোনো অপরাধ নেই বাবা—আমারই চক্রান্তে ওঁকে ভুল বুঝেছে!

তারকা ॥ আঃ নিরঞ্জন, তোর কি মাথা খারাপ! তুমি এখন এস বাবা—আজ বীথির আশীর্ব্বাদ, কাল বিয়ে—আমরা একটু ব্যস্ত।

স্কুমার ॥ ও, আচ্ছা!

তারকা ॥ বিয়ের যখন সব ঠিক, তখন তুমি পুরনো কথা পেড়ে ওর অমঙ্গল ক'রো না।

স্কুমার ॥ না, তা করব না। কিন্তু বীথির বিয়ে আপনারাই ঠিক করেছেন?

তারকা ॥ ওর বাপ-মা নেই বলে কি জলে ফেলে দোব!

স্কুমার ॥ এ সুমতি এতদিন আপনাদের কোথায় ছিল?

বনবিহারী ॥ স্কুমার, এটা আমাদের পারিবারিক ব্যাপার। তুমি outsider হয়ে আমাদের ব্যাপারে interfere ক'রো না। যাও—আশা করি, ভবিষ্যতেও এ পরিবারের শান্তি নষ্ট করতে চাইবে না।

নিরঞ্জন ॥ বাবা!

স্কুমার ॥ এর পরেও কি আমি এ পরিবারে আসব ভেবেছেন? নিরঞ্জনবাবু, আমাকে যেচে বাড়িতে ডেকে অপমান করানোর জন্য অশেষ ধন্যবাদ! [যেতে উদ্যত]

নিরঞ্জন ॥ দাঁড়ান—দয়া ক'রে একটু দাঁড়ান—নইলে আমার সব আয়োজন পণ্ড হবে। এতদিন আপনাকে চিনতে পারিনি—তাই কতো তিরস্কার, লাঞ্ছনা, অপমান করেছি। আপনি সত্যিই মহৎ—

সুকুমার ॥ থাক, আর প্রশস্তির দরকার নেই। আপনার জন্য যেটুকু করব ব'লে কথা দিয়েছি, তার নড়চড় হবে না। আপনি আমার বাড়ি গিয়ে দেখা করবেন।

নিরঞ্জন ॥ কিন্তু আপনি চলে গেলে আমি বিপদে পড়ব। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাই আমার নিন্দে করবে। আর একটু অপেক্ষা করুন।

বনবিহারী ॥ হঠাৎ সুকুমারের হয়ে ওকালতি!

[উদয় এল]

উদয় ॥ সুকুমারবাবুর পরিচয় যে আমরা পেয়েছি মেসোমশাই! নিরঞ্জন, আমার ওপর যে কাজের ভার দিয়েছিলি তা শেষ করতে গিয়ে একটু দেরি হল।…দাঁড়িয়ে কেন সুকুমারবাবু—বসুন। আপনি আগে এসে নিশ্চয়ই সুখবরটা দিয়ে দুশ্চিন্তার হাত থেকে সবাইকে বাঁচিয়েছেন!

সুকুমার ॥ না, সে সুযোগ আসেনি।

উদয় ॥ তাহলে আমিই জানাচ্ছি। বীথি নেই কেন—বীথি—বন্যা—কোথায় গেলি সব—শীগ্রি আয়।

বনবিহারী ॥ উদয়, শেষে তুইও নিরঞ্জনের সঙ্গে!

উদয় ॥ হ্যাঁ, মেসোমশাই! [বীথি ও বন্যা এল]

এই যে তোরা এসেছিস—শোন্। শুনুন আপনারা—সুকুমারবাবু এ পরিবারের মান বাঁচিয়েছেন—তাই তাঁকে আমরা আপন ক'রে নিতে চাই।

তারকা ॥ সুকুমার…

উদয় ॥ হ্যাঁ মাসিমা। তখন নিরঞ্জন ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লে আমিও ওর পিছু নিই—রাস্তায় গিয়ে ধরে ফেলি—ওর উদ্দেশ্য ছিল—

নিরঞ্জন ॥ বড় রাস্তার ওপর রাম সাউয়ের গদি লুট করা!

উদয় ॥ আমি ওকে বোঝালুম এ চিন্তা অন্যায়, পাপ! তারপর ওকে জোর ক'রে সুকুমারবাবুর বাড়িতে নিয়ে যাই। ওঁকে এ পরিবারের দুর্দশার কথা আমি খুলে বলি। সব শুনে উনি যথাসাধ্য সাহায্য করবেন বললেন।

নিরঞ্জন ॥ আমি তখন সুকুমারবাবুকে জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চাইলুম—উনি হাসিমুখে আমার সব অপরাধ ভুলে গেলেন—আমি লজ্জা পেলুম! একটা ভাল কাজ করবার জন্য, ওঁকে ধরে বসলুম বীথিকে বিয়ে করতে হবে—উনি সম্মত হলেন। উদয়দা বলল—কাল শেষলগ্ন, তারপর চারমাস অকাল। তাই কালই লগ্ন স্থির ক'রে সকলকে ডেকে কাজে নামলুম।

উদয় ॥ কিছুক্ষণ আগে সুকুমারবাবু আমাকে নিয়ে গৌরবরণবাবুর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে তিন হাজার টাকার একটা চেক দিয়ে রসিদ নিয়েছেন। কাল চেকটা ক্যাশ হলে এ বাড়ির দলিলখানা আপনি পেয়ে যাবেন।

বনবিহারী ॥ না—ওটা আমরা নেব না—সুকুমার নিজের কাছেই রাখবে সুবিধে মত টাকা শোধ দিয়ে আমরা নিয়ে নেব।

উদয় ॥ রাত হয়েছে—আমি যাই নিরঞ্জন। আবার কাল—। বীথি, Wish you good luck and happy life!

[হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায়

তারকা ॥ সুকুমার, রাগ ক'রে তুমি মুখ ফিরিয়ে থেকো না বাবা। নিরঞ্জন যে তোমারই সঙ্গে বীথির বিয়ের ব্যবস্থা করেছে তা আমাদের জানতে দেয়নি। [সুকুমার হাসল]

নিরঞ্জন ॥ ভালকথা, আমি কিন্তু এই বিয়ের ব্যাপারে সুকুমারবাবুর কাছে কিছু নগদ টাকা ধার নিয়েছি।

তারকা ॥ করেছিস কিরে···ছি-ছি-ছি!

নিরঞ্জন ॥ এতে ছি-ছি'র কি আছে! আমার নিজের রোজগারে ও টাকা শোধ দেব। পারব না বাবা—এবার যে স্বাধীন জীবিকা নিচ্ছি!

বনবিহারী ॥ কি জীবিকা?

নিরঞ্জন ॥ আমি লেদ-মেসিনের কাজ জানি শুনে সুকুমারবাবু বললেন বাড়িতে ছোট মেসিন বসিয়ে ব্যবসা সুরু করতে।

সুকুমার ॥ হ্যাঁ—অফিস থেকে একটা লেদ-মেসিন আমি জামিন হয়ে instal-ment-এ purchase করিয়ে দেব।

নিরঞ্জন ॥ কিরে বীথু—কিছু বলছিস না?

বীথি ॥ দাদা! তোমার এতখানি পরিবর্তন! সত্যি, আমি তোমার ভেতরের মানুষটাকে ঠিক চিনেছিলুম—

নিরঞ্জন ॥ ওরে, আমি অমানুষ নই! বাবার রোজগার কম···নিজে বেকার ···সংসারটা ডুববে···তাইতো তোর বিয়েতে বাধা দিয়েছিলুম।

বন্যা ॥ দিদির বিয়ের পরেই আমাদের বৌদি আসবে! কি মজা! কি মজা! যাই, দিদির বিয়ের পিঁড়ি সাজাই—

[ভেতরে গেল]

তারকা ॥ যাই ধান-দুব্বো জোগাড় করি— [ভেতরে গেলেন]

নিরঞ্জন ॥ সুকুমার, বীথি—মনের মধ্যে ক্ষোভ না রেখে তুজনে আমাকে ক্ষমা ক'রো ভাই! আমার এখন অনেক কাজ···অনেক কাজ···

[বেরিয়ে গেল]

বনবিহারী ॥ অপদার্থটাকে তুমি আজ মানুষ করেছ সুকুমার—তাই সে সকলকে ভালবাসতে শিখেছে! বড়বৌ, ধান-দূর্বা আনো, শাঁখ বাজাও, এদের আশীর্বাদ করতে হবে—আশীর্বাদ করতে হবে—

[ভেতরে গেলেন। বীথি প্রণত হতেই সুকুমার তাকে বুকে তুলে নেয়। এমন সময় বন্যা প্লেটে মিষ্টি ও গ্লাসে জল নিয়ে ঘরে ঢুকে দুষ্টুমি ক'রে কাশে; ওরা হাসিমুখে বন্ধনমুক্ত হয়। বন্যা টিপয়ে খাবার নামিয়ে রাখে।]

বন্যা ॥ খেয়ে নিন—[মুচকি হেসে] মিষ্টি! আমি না হয় এদিকের পর্দাটা টেনে দিয়ে যাচ্ছি।

[মঞ্চের পর্দায় হাত দিলে পর্দা সরে মঞ্চকে ঢেকে দেয়। এ সময়ে শাঁখ বাজে। বলা বাহুল্য এটাই নাটকের **শেষ পর্দা**!]

চরিত্র মঞ্চে প্রবেশ অনুযায়ী	নাটকের যে পাতায় ভূমিকা
বীথি	—১, ১৩, ১৭, ২৩, ২৫, ৩১, ৩৪, ৩৮, ৫৫, ৫৮, ৬৩, ৭২, ৭৪, ৮৮, ৯৫।
তারকা	—১, ১০, ২৪, ২৬, ৩৭, ৪৬, ৪৯, ৫১, ৫৩, ৫৭, ৬৭, ৭৪, ৮২।
বন্যা	—২, ৮, ১০, ১২, ২০, ২১, ২৫, ৬১, ৬৪, ৬৭, ৭০, ৭৩, ৮৩, ৯৫, ৯৮।
সুকুমার	—২, ৩০, ৭০, ৭৬, ৯৩।
বনবিহারী	—১১, ১৮, ৫৯, ৬৩, ৭৫, ৮৫, ৮৮।
ফটিক	—১৯, ৮২, ৮৪, ৯২।
অজয়	—২০, ৬৪।
নিরঞ্জন	—২৬, ৬৯, ৭৪, ৭৯, ৮৭।
কেষ্ট	—২৭, ৩৩, ৯০।
উদয়	—৩৪, ৫৬, ৮২, ৯৫।
গগন	—৩৮, ৪৪।
বনমালী	—৩৯।
মাখন	—৩৯।
তাম্বক	—৪৮, ৫৭।
গৌরবরণ	—৫৮, ৬৬, ৭৮, ৮৫, ৯২।
পুঃ সাঃ ইঃ	—৬১।
মুটে	—৮৭।

॥ নাটকের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ॥

দেওয়ালে আয়না, ক্যালেণ্ডার ও দু'একটি ছবি।

কিছু পাটভাঙা শাড়ি-ব্লাউজ, ভ্যানিটি ব্যাগ ও লেদার-স্যুটকেশ।

ভাল ভ্যানিটি ব্যাগ।

পোর্টফোলিও, ৩টি কাপড়ের প্যাকেট, ক্যাশ মেমো ও খুচরো পয়সা।

মোটা বই খান-দুই।

ছোট ডিসে একটু চিনি ও এক গ্লাস খাবার জল।

৭/৮টি দশ টাকার, ১টি পাঁচ টাকার ও ১টি দু' টাকার নোট।

লেডিজ রিস্টওয়াচ ও স্কুলের কিছু বই-খাতা।

ব্রিফকেসে নেকলেসের বাক্সে নেকলেস।

এক প্যাকেট ভাল সিগারেট, দেশলাই ও লাইটার।

স্প্রিংয়ের ছোরা।

ভাঙা ছাতা, পেন্সিল বাঁধা পকেট খেরো খাতা।

কলাইয়ের থালা, ৩ কাপ চা ও ৮ খানা বিস্কুট।

ছড়ি, ব্রিফ ও সিনেমার পাশ।

ইস্ত্রি।

ফর্ম।

ঝাঁকায় টোপর ইত্যাদি বাজার।

৪টি রসগোল্লা।